আদি-লীলা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ ॥ ১ ॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

কৈশোর লীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবন লীলার সূত্র করি অনুক্রম ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বন্দ ইতি। তং চৈতন্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে। কথম্ভূতম্? স্বৈরাদ্ভুতেহং স্বৈরা স্বচ্ছন্দা অদ্ভুতা লোকোত্তরা ঈহা চেষ্টা যস্য তম্। যৎপ্রসাদতঃ যস্য প্রসাদতঃ যবনাঃ ভাগবতধর্ম্মবিদ্বেষিণঃ ম্লেচ্ছাঃ কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ কৃষ্ণনামজপ-পরায়ণাঃ সন্তঃ সুমনায়ন্তে অসুমনসঃ সুমনসো ভবন্তীতি সুমনায়ন্তে ভগবদ্ভক্তা ভবন্তীতি। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর যৌবন-কালের বিবিধ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। স্বৈরাদ্ভুতেহং (স্বচ্ছন্দ-লোকোত্তর-চেষ্টিত) তং (সেই) চৈতন্যং (শ্রীচৈতন্যদেবকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি); যৎপ্রসাদতঃ (যাঁহার প্রসাদে) যবনাঃ (যবনগণ) কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ (কৃষ্ণনাম-প্রজল্পক) [সন্তঃ] (হইয়া) সুমনায়ন্তে (সুমনা—শুদ্ধচিত্ত—হইয়াছে)।

অনুবাদ। যাঁহার প্রসাদে যবনগণও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শুদ্ধচিত্ত হয়, সেই স্বচ্ছন্দ-অদ্ভুত-চেষ্টিত-শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি। ১।

স্বৈরাদ্ভুতেহং—স্বৈরা (স্বচ্ছন্দা, স্বেচ্ছাধীনা) এবং অদ্ভুতা (লোকোত্তরা, অলৌকিকী) ঈহা (চেষ্টা) যাঁহার; ইহা "চৈতন্যের" বিশেষণ। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর লীলা স্বচ্ছন্দা—স্বতন্ত্রা—তাঁহার নিজের ইচ্ছাধীন, অপর কাহারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে; তাঁহার লীলা আবার অলৌকিকী—লৌকিক জগতে কোনও ব্যক্তি তাঁহার ন্যায় কার্য্য করিতে পারে না। কাজি-দমন-লীলাদিতে তাঁহার চেষ্টার এ সমস্ত বিশেষত্ব প্রকটিত হইয়াছে; স্বপ্নযোগে নৃসিংহদেব কর্ত্তৃক কাজির বক্ষোবিদারণ, জাগ্রতেও বিদারণ-চিহ্নের স্থিতি, কীর্ত্তন-বিঘ্নকারী কাজি-ভৃত্যগণের মুখে উল্কাপাতন এবং তাহাদের শ্মশ্রু-আদির দাহন, যবনের মুখে হরিনাম-প্রকটন প্রভৃতি প্রভুর স্বচ্ছন্দ এবং অলৌকিক লীলার পরিচায়ক। **যবনাঃ**—ম্লেচ্ছগণ; ম্লেচ্ছগণ সাধারণতঃ ভাগবতধর্ম্ম-বিদ্বেষী ছিল; তাহারা কীর্ত্তন শুনিতে পারিত না; মৃদঙ্গাদি ভাঙ্গিয়া নামকীর্ত্তনাদিতে বাধা জন্মাইত; কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় তাহারাও **কৃষ্ণনাম-প্রজল্পকাঃ**—কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনকারী হইল; তাহাদের চিত্ত পূর্ব্বে নিতান্ত মলিন ছিল, তাই তাহারা কীর্ত্তনাদির বিঘ্ন জন্মাইত; কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের ফলে তাহারা **সুমনায়ন্তে**—সুমনা—শুদ্ধচিত্ত হইয়া গেল, ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইল।

২। **করিল গণন**—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬শ পরিচ্ছেদে। **যৌবন**—কৈশোরের পরে—পঞ্চদশ বৎসর বয়সের পরে—যৌবন। **অনুক্রম**—আরম্ভ।

তথাহি—

বিদ্যাসৌন্দর্য্যসদ্বেশ-সম্ভোগনৃত্যকীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো দিব্যতি যৌবনে॥ ২

যৌবন প্রবেশে অঙ্গে অঙ্গ-বিভূষণ।
দিব্য বস্ত্র দিব্য বেশ মাল্য চন্দন॥ ৩

বিদ্যৌদ্ধত্যে কাহাকেও না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন॥ ৪

বায়ুব্যাধি-ছলে হৈল প্রেম-পরকাশ।
ভক্তগণ লৈঞা কৈল বিবিধ বিলাস॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বিদ্যেতি। গৌরঃ শচীনন্দনঃ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরঃ যৌবনে দীব্যতি ক্রীড়তি। কৈরিত্যপেক্ষায়ামাহ; বিদ্যা শাস্ত্রজ্ঞানং সৌন্দর্য্যং লাবণ্যাদি সদ্বেশঃ শোভন-ভূষণাদি সম্ভোগঃ খ্যাতি-প্রতিপত্ত্যাদিবিষয়-ভোগঃ নৃত্যং নর্ত্তনং কীর্ত্তনং নামলীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনং এতৈঃ ষড়্‌বিধৈঃ করণৈঃ পুনঃ প্রেমনামপ্রদানৈঃ প্রেম্না সহ হরিনাম-বিতরণৈশ্চেতি। ২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২। অন্বয়। গৌরঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ) যৌবনে (যৌবনকালে) বিদ্যাসৌন্দর্য্যসদ্বেশ-সম্ভোগনৃত্য-কীর্ত্তনৈঃ (বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সুন্দর বেশ, বিষয়োপভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তন দ্বারা) প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ (এবং প্রেমনামপ্রদান দ্বারা) দীব্যতি (ক্রীড়া করেন বা শোভাপ্রাপ্ত হয়েন)।

অনুবাদ। বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সুন্দরবেশ, খ্যাতিপ্রতিপত্তি আদি-বিষয়োপভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তন এবং প্রেম-নাম-প্রদান দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু যৌবনে ক্রীড়া করেন (বা শোভা প্রাপ্ত হয়েন)। ২।

৩। **যৌবন প্রবেশে**—শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে যখন যৌবন প্রবেশ করিল, তখন; যৌবনের প্রারম্ভে। **অঙ্গে অঙ্গ-বিভূষণ**—অঙ্গই অঙ্গের বিভূষণ (অলঙ্কার); যৌবনের প্রারম্ভে প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি এমনিই সুন্দর হইল যে, তাহারাই সমস্ত দেহের ভূষণ স্বরূপ হইল; অর্থাৎ অলঙ্কার ধারণ করিলে দেহের যেরূপ শোভা হয়, অলঙ্কার ব্যতীতই—কেবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সৌন্দর্য্যেই—প্রভুর দেহের তদ্রূপ শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহার উপরি তিনি আবার **দিব্যবস্ত্র**—অতি সুন্দর কাপড়, ধুতি ও উত্তরীয় আদি; **দিব্যবেশ**—মনোহর বেশভূষা; এবং **মাল্য-চন্দন**—ফুলের মালা ও সুগন্ধি চন্দনাদি ধারণ করিতে লাগিলেন; তাহাতে প্রভুর সৌন্দর্য্য কন্দর্পের দর্প-হরণ করিতেও সমর্থ হইল, ইহাই ধ্বনি।

৪। **বিদ্যৌদ্ধত্যে**—বিদ্যাজনিত ঔদ্ধত্যে (প্রগল্‌ভতায়)। সমস্ত শাস্ত্রেই প্রভুর অপরিসীম পাণ্ডিত্য ছিল; এই বিদ্যাগর্ব্বে তিনি একটু উদ্ধত ও হইয়াছিলেন; তৎকালে নবদ্বীপে যে সকল পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন, তিনি তাঁহাদের কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না; বিদ্যাগর্ব্বে লোক কিরূপ উদ্ধত হইতে পারে, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই প্রভুর এইরূপ ঔদ্ধত্য-লীলার অভিনয়। **সকল পণ্ডিত** ইত্যাদি—বস্তুতঃ প্রভু এমন সুন্দর ভাবে অধ্যাপনা করিতেন যে—ছাত্রদের নিকটে এমন প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শীভাবে শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করিতেন যে, অপর কোনও অধ্যাপকই তদ্রূপ করিতে পারিতেন না; অধ্যাপনা-ব্যাপারে সকলকেই প্রভুর নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতে হইত। **অধ্যাপন**—পাঠন, পড়ান; ছাত্রদের নিকটে শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা।

৫। **বায়ুব্যাধি**—বায়ুরোগ; বায়ুর প্রকোপ-বৃদ্ধি-জনিত রোগ। **ছলে**—ছদ্মে; ব্যপদেশে। **প্রেমের প্রকাশ**—প্রেমবিকারের প্রকটন। **বায়ুব্যাধিছলে** ইত্যাদি—ভক্তের চিত্তে যখন কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, তখন তাঁহার আর লোকাপেক্ষা থাকেনা; প্রেমের প্রভাবে তিনি কখনও বা উচ্চস্বরে হাস্য করেন, কখনও বা ক্রন্দন করেন, কখনও বা চীৎকার করেন, কখনও বা নৃত্য করেন—তিনি লোকাপেক্ষা রহিত হইয়া ঠিক যেন পাগলের ন্যায় আচরণ করেন (শ্রীভা ১১।২।৪০), যৌবনে গৃহস্থাশ্রমেই প্রভুর এক সময়ে এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

তবেত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥ ৬

দীক্ষা-অনন্তরে হৈল প্রেম পরকাশ।
দেশে আগমন পুন প্রেমের বিলাস ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"একদিন বায়ু দেহমান্দ্য করি ছল। প্রকাশেন প্রেমভক্তি-বিকার সকল ॥ আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে। গড়াগড়ি যায়, হাসে, ঘর ভাঙ্গি ফেলে ॥ হুঙ্কার গর্জ্জন করে, মালসাট পূরে। সম্মুখে দেখয়ে যারে তাহারেই মারে ॥ ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হয়। হেন মূর্চ্ছা হয় লোক দেখি পায় ভয় ॥ * * সর্ব্ব অঙ্গে কম্প, প্রভু করে আস্ফালন। হুঙ্কার শুনিয়ে ভয় পায় সর্ব্বজন।" প্রভুর মায়ায় কেহই এই সমস্ত বিকারের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না ; কেহ মনে করিল দানবের বা ডাকিনীর অধিষ্ঠান হইয়াছে, কেহ মনে করিল বায়ু প্রকোপিত হইয়াছে। বিষ্ণুতৈল, নারায়ণ তৈলাদি মালিশের ব্যবস্থা হইল। পরে "এই মত আপন ইচ্ছায় লীলা করি। স্বাভাবিক হৈলা প্রভু বায়ু পরিহরি ॥" শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি। ১০।

ভক্তগণ লৈঞা ইত্যাদি—ভক্তগণের সঙ্গে নানাবিধ কৌতুকরঙ্গ করিতেন এবং তাঁহাদের দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। নগর ভ্রমণ করিতে করিতে প্রভু একদিন এক তন্তুবায়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন "ভাল বস্ত্র আন ॥" তন্তুবায় বস্ত্র আনিলে মূল্য ঠিক করিয়া প্রভু বলিলেন "এবে কড়ি নাঞি।" তাঁতি বলিল "বস্ত্র লৈয়া পর তুমি পরম সন্তোষে। পাছে তুমি কড়ি মোর দিও সমাবেশে ॥" ইহা বলি গেলা প্রভু গোয়ালার বাড়ীতে গিয়া "প্রভু বোলে—আরে বেটা দধি দুগ্ধ আন। আজি তোর ঘরের লইব মহাদান ॥ * * প্রভু সঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস। 'মামা মামা' বলি সম্বন্ধ করেন সম্ভাষ। কেহো বলে—"চল মামা ভাত খাই গিয়া। কোন গোপ কান্ধে করি যায় ঘরে লৈয়া ॥ কেহো বলে—আমার ঘরের যত ভাত। পূর্ব্বে যে খাইলে মনে নাহিক তোমাত ॥ * * হাসে মহাপ্রভু গোপগণের বচনে ॥ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, সুন্দর নবনী। সন্তোষে প্রভুরে সর্ব্ব গোপ দেয় আনি ॥" এইরূপে গন্ধবণিকের বাড়ী গিয়া গন্ধদ্রব্য, মালাকারের বাড়ী গিয়া উত্তম মালা, তাম্বূলীর ঘরে গিয়া তাম্বূল-গুয়া, শঙ্খবণিকের ঘরে গিয়া শঙ্খ গ্রহণ করিয়া শ্রীধরের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সঙ্গে প্রেম-কোন্দল আরম্ভ করিলেন। প্রভু বলিলেন—"শ্রীধর, তুমি সর্ব্বদা হরি হরি বল, লক্ষ্মীকান্তের সেবা কর, তথাপি তোমার দুঃখ-দৈন্য কেন ?" শ্রীধর বলিলেন—"উপবাস তো করি না ; ছোট হউক বড় হউক বস্ত্রখণ্ডও পরি।" প্রভু বলিলেন—যাহা পর, তাহাতে—"দেখিলাঙ গাঁঠি দশ ঠাঞিঞ। ঘরেও খড় নাহি। আরে দেখ, যাহারা চণ্ডী-বিষহরির পূজা করে, তারা কেমন সুখে স্বচ্ছন্দে আছে।" এরূপ কোন্দল চলিল। পরে শ্রীধর বলিলেন—"ঘরে চলহ পণ্ডিত। তোমায় আমায় দ্বন্দ্ব না হয় উচিত।" প্রভু বলিলেন—"আমায় কি দিবে বল ; নতুবা যাবনা—যে তোমার পোতা ধন আছে। সে থাকুক এখনে, পাইব তাহা পাছে ॥ এবে কলা মূলা থোর দেহো কড়ি বিনে। দিলে আমি কোন্দল না করি তোমাসনে।" "চিন্তিয়া শ্রীধর বোলে—শুনহ গোসাঞি। কড়ি পাতে তোমার কিছুই দায় নাঞি ॥ থোড় কলা মূলা খোলা দিব এই মনে। সবে আর কোন্দল না কর আমাসনে ॥" ইহার পরে ইঙ্গিতে প্রভু নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন। এইভাবে প্রভু ভক্তদের সঙ্গে কৌতুক রঙ্গ করিতেন। শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি। ১০।

৬-৭। তবেত—তাহার পরে। **গয়াতে গমন**—পিতার নামে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রভু গয়ায় গমন করিয়াছিলেন। **ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে** ইত্যাদি—গয়াতে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সহিত প্রভুর মিলন হয়। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামীর শিষ্য। তিনি ইতঃপূর্ব্বে একবার নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন এবং শচীমাতার হাতে ভিক্ষা করিয়াছিলেন ; তদবধিই ঈশ্বরপুরীর সহিত প্রভুর পরিচয়। গয়ায় প্রভু একদিন অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া আহারের যোগাড় করিতেছেন, এমন সময় ঈশ্বরপুরী আসিয়া তাঁহার অতিথি হইলেন ; প্রভু নিজে আহার না করিয়া সেই অন্ন-ব্যঞ্জন দিয়া পুরী-গোস্বামীকে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন। ইহার পরে একদিন

শচীকে প্রেমদান তবে অদ্বৈতমিলন। | অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সম্ভবতঃ সাধন-ভজনে গুরুকৃপার প্রয়োজনীয়তা দেখাইবার উদ্দেশ্যে লৌকিক রীতিতে প্রভু গয়াতেই শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ (-লীলার অভিনয়) করেন। **দীক্ষা-অনন্তরে** ইত্যাদি—দীক্ষা-গ্রহণের পরেই পুরী-গোস্বামীর নিকটে প্রভু যখন কৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা চাহিলেন, তখন তিনি প্রভুকে আলিঙ্গন দিয়াছিলেন; আলিঙ্গন মাত্রেই "দোঁহার শরীর। সিঞ্চিত হইল প্রেমে কেহ নহে স্থির॥" আর একদিন প্রভু যখন নিভৃতে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন, তখন প্রেমাবেশে "কৃষ্ণরে, বাপরে, কোথা গেলারে" ইত্যাদি বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন। অনেক কষ্টে প্রভুকে সেইদিন সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পর প্রভু সঙ্গিগণকে বলিলেন, "তোমরা দেশে যাও, আমি প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে মথুরায় যাইব।" তারপর একদিন শেষরাত্রিতে কাহাকেও না জানাইয়া প্রেমাবেশে মথুরার দিকে যাত্রা করিলেন; কতদূর যাইয়া দৈববাণী শুনিয়া ফিরিয়া আসিলেন। গয়া-যাত্রা উপলক্ষ্যে মহাপ্রভুর প্রেম-বিকাশের এইরূপ অনেক কাহিনী শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি ১৫শ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

দেশে আগমন ইত্যাদি—গয়া হইতে দেশে ফিরিয়া আসার পরে কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে প্রভু অনেক অদ্ভুত লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, গয়া হইতে আসার পরেই দু' চারিজন ভক্তের নিকটে নিভৃতে বিষ্ণুপাদপদ্মের বর্ণনা করিতে করিতে প্রভুর দেহে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি এবং শেষে মূর্চ্ছা প্রকাশ পাইল। পরে শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারীর গৃহে সমস্ত ভক্তগণের সাক্ষাতে নিজের কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ বর্ণন করিতে করিতে প্রভুর যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। ইহার পরে প্রভু সর্ব্বদাই কৃষ্ণবিরহ-বেদনার ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন; হুঙ্কার, গর্জ্জন, উচ্চ ক্রন্দন, কম্প, পুলক, মূর্চ্ছাদি দেখিয়া শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যেমন একদিকে বিশেষরূপে চিন্তিত হইলেন, অপর দিকে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ প্রভুর প্রেমভক্তি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। অধ্যাপন-কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল; পঢ়ুয়ারাও প্রমাদ গণিল। শেষে প্রভু পড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু সে এক অদ্ভুত অধ্যাপনা; সূত্র, বৃত্তি, পাঁজি—যাহা কিছু ব্যাখ্যা করেন, সমস্তের তাৎপর্য্যই কৃষ্ণে নিয়া পর্য্যবসিত করেন। শেষকালে ছাত্রেরাও পুথিতে ডোর দিয়া "হরি হরি" বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং কীর্ত্তন-রসে ভাসমান হইতে লাগিল। প্রভুর এসমস্ত লীলা শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

৮। **শচীকে প্রেমদান**—শ্রীঅদ্বৈতের নিকট শচীমাতার অপরাধ হইয়াছিল বলিয়া প্রভু প্রথমে মাতাকে প্রেম দেন নাই; পরে কৌশলে সেই অপরাধ খণ্ডন করাইয়া তাঁহাকে প্রেম দিয়াছিলেন। ১।১২।৪০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অদ্বৈত মিলন**—গয়া হইতে আসার পরে প্রভু একদিন শ্রীল গদাধরকে সঙ্গে লইয়া শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। যাইয়া দেখেন, শ্রীঅদ্বৈত "বসিয়া করয়ে জল তুলসী সেবন॥ দুই ভুজ আস্ফালিয়া বলে হরি হরি। ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে অর্চ্চন পাসরি॥ মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার। ক্রোধ দেখি যেন মহারুদ্র-অবতার॥" শ্রীঅদ্বৈতকে দেখিবামাত্রই প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। ভক্ত-অবতার শ্রীঅদ্বৈত ভক্তি-প্রভাবে জানিতে পারিলেন যে "ইনিই তাঁহার প্রাণনাথ।" তখন তিনি "কতি যাবে চোরা আজি—ভাবে মনে মনে। এতদিন চুরি করি বুল এই খানে। অদ্বৈতের ঠাঞি চোর! না লাগে চোরাই। চোরের উপরে চুরি করিব এথাই॥" তখন তিনি যথাবিধি—প্রভুর মূর্চ্ছাবস্থাতেই—তাঁহার পূজা করিয়া "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি শ্লোক-উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রভুকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া, "হাসি বোলে গদাধর জিহ্বা কামড়ায়ে। বালকেরে গোসাঞি এমত না জুয়ায়ে॥" আচার্য্য গদাধরের কথায় হাসিয়া বলিলেন—"ইনি বালক, না আর কিছু—কত দিন পরে জানিতে পারিবে।"

প্রভুর অভিষেক তবে করিলা শ্রীবাস। | খাটে বসি প্রভু কৈলা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কতক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইলে অদ্বৈতের আবিষ্টাবস্থা দেখিয়া তিনি আত্ম-গোপনের চেষ্টা করিলেন, স্তুতি-নতি করিয়া আচার্য্যের পদধূলি নিলেন। অদ্বৈত বলিলেন—"তোমার সহিত কীর্ত্তন করিতে, কৃষ্ণকথা বলিতে সমস্ত বৈষ্ণবেরই ইচ্ছা; তুমি এখানেই থাক।" প্রভু সম্মত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য।২॥ আবার, ঈশ্বরাবেশে প্রভু একদিন রামাই-পণ্ডিতকে বলিলেন—"রামাঞি, তুমি অদ্বৈতের নিকটে যাইয়া বল, যাঁহার জন্য তিনি কত আরাধনা, কত ক্রন্দন, কত উপবাসাদি করিয়াছেন, সেই আমি প্রেমভক্তি বিলাইতে অবতীর্ণ হইয়াছি। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের আগমনের কথাও বলিবে। তাঁহাকে বলিবে, আমার পূজার সজ্জ লইয়া তিনি যেন সস্ত্রীক আসেন।" রামাঞি শান্তিপুরে যাইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। শুনিয়া আচার্য্য প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন; বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন—"শুন রামাঞি পণ্ডিত। মোর প্রভু হেন আমার প্রতীত॥ আপন ঐশ্বর্য্য যদি মোহারে দেখায়। শ্রীচরণ তুলি দেই আমার মাথায়॥ তবে সে জানিমু মোর হয় প্রাণনাথ।" পূজার সজ্জ লইয়া আচার্য্য সস্ত্রীক চলিলেন; কিন্তু রামাঞিকে বলিলেন "রামাঞি! তুমি প্রভুর নিকটে গিয়া বলিবে যে, আচার্য্য আসিলেন না; আমি নন্দনাচার্য্যের গৃহে যাইয়া লুকাইয়া থাকিব; তুমি তাহা প্রকাশ করিও না।" সর্ব্বজ্ঞ প্রভু আচার্য্যের সঙ্কল্প জানিতে পারিলেন; জানিয়া শ্রীবাসের গৃহে যাইয়া আবেশে বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন এবং হুঙ্কার করিতে করিতে—"নাঢ়া আইসে নাঢ়া আইসে—বোলে বারে বারে। নাঢ়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে।" উপস্থিত ভক্তবৃন্দ প্রভুর আবেশ জানিয়া সময়োচিত সেবা করিতে লাগিলেন। এমন সময় রামাঞি-পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত। তিনি কিছু না বলিতেই প্রভু বলিয়া ফেলিলেন—"মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইল তোরে। ***জানিয়াও নাঢ়া মোরে চালায় সদায়। এথাই রহিল নন্দন-আচার্য্যের ঘরে। মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইলেন তোরে॥ আন গিয়া শীঘ্র তুমি এথাই তাহানে।" রামাঞি নন্দনাচার্য্যের গৃহে গিয়া সমস্ত প্রকাশ করিলে শ্রীঅদ্বৈত আনন্দিত চিত্তে প্রভুর স্তব পড়িতে পড়িতে এবং দূর হইতেই দণ্ডবৎ করিতে করিতে সস্ত্রীক আসিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রভু কৃপা করিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন; আচার্য্য স্তবস্তুতি ও যথাবিধি পূজাদি করিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন এবং "সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত-মাথায়॥"—শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

বিশ্বরূপ দরশন—নন্দন-আচার্য্যের গৃহ হইতে আসিয়াই শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বিশ্বরূপের দর্শন পাইলেন (আচার্য্য প্রভুর ঐশ্বর্য্য দেখিতে চাহিয়াছিলেন, অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা দেখাইলেন)। আচার্য্য দেখিলেন—"জিনিয়া কন্দর্প-কোটি লাবণ্যসুন্দর। জ্যোতির্ম্ময় কনক-সুন্দর কলেবর।" প্রভুর "দুই বাহু কোটি কনকের স্তম্ভ জিনি। তহিঁ দিব্য অলঙ্কার—রত্নের খেঁচনি॥ শ্রীবৎস-কৌস্তভ-মহামণি শোভে বক্ষে। মকর-কুণ্ডল বৈজয়ন্তী মালা দেখে॥ পাদপদ্মে রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত॥ ***ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে॥ কিবা প্রভু, কিবা গণ, কিবা অলঙ্কার। জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর॥ দেখে পড়ি আছে চারি পঞ্চ শত মুখ। মহাভয়ে স্তুতি করে নারদাদি শুক॥ মকরবাহন-রথ এক বরাঙ্গনা। দণ্ড পরণামে আছে যেন গঙ্গা সমা॥ তবে দেখে স্তুতি করে সহস্রবদন। চারিদিকে দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ॥ উলটিয়া চাহে নিজ চরণের তলে। সহস্র সহস্র দেব পড়ি 'কৃষ্ণ' বলে॥ দেখে সপ্তফণাধর মহানাগগণ। উর্দ্ধবাহু স্তুতি করে তুলি সব ফণ॥ অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্যরথ। গজহংস অংশে নিরোধিল বায়ুপথ॥ কোটি কোটি নাগবধূ সজল-নয়নে। 'কৃষ্ণ' বলি স্তুতি করে দেখে বিদ্যমানে॥ ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে। দেখে পড়ি-আছে মহাঋষিগণ পাশে॥" এই অপরূপ রূপে প্রভু অদ্বৈতের নিকটে তাঁহার আরাধনার কথা এবং তজ্জন্য স্বীয় অবতরণের কথা প্রকাশ করিলেন। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ৬॥ ১।৪।৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯। **প্রভুর অভিষেক** ইত্যাদি—একদিন শ্রীমন্ মহাপ্রভু পরম বিহ্বল নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া

তবে নিত্যানন্দস্বরূপের আগমন। | প্রভুকে মিলিয়া পাইল ষড়্‌ভুজ দর্শন ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীবাস-ভবনে আসিয়া ঐশ্বর্য্যের ভাবে আবিষ্ট হইলেন ; ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভক্ত আসিয়া মিলিত হইলেন এবং কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন ; প্রভু কতক্ষণ নৃত্য করিয়া বিষ্ণু-খট্টায় উঠিয়া বসিলেন। অন্যান্য দিনও প্রভু বিষ্ণু-খট্টায় বসেন—কিন্তু তাঁহা যেন না জানিয়া—ভাবের আবেশে—বসেন। আজ কিন্তু তাহা নয় ; আজ "বসিলা প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হৈয়া ॥ জোড়হস্তে সম্মুখে সকল ভক্তগণ। রহিলেন পরম আনন্দযুক্ত মন ॥" সকলেই মনে করিলেন—স্বয়ং বৈকুণ্ঠ-নাথ খট্টায় বসিয়াছেন। তখন প্রভু আদেশ করিলেন—"বোল মোর অভিষেক গীত ॥" তখন সকলে মিলিয়া অভিষেক গীতি গান করিলেন। প্রভু সকলের দিকে কৃপাদৃষ্টি করিলেন, তখন প্রভুর অভিষেক করার নিমিত্ত সকলের ইচ্ছা হইল। তখন "সব ভক্তগণ বহি আনে গঙ্গাজল। আগে ছাঁকিলেন দিব্যবসনে সকল ॥ শেষে শ্রীকর্পূর-চতুঃসম-আদি দিয়া। সজ্জ করিলেন সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া ॥ মহা জয় জয় ধ্বনি শুনি চারিভিতে। অভিষেক-মন্ত্র সভে লাগিলা পড়িতে ॥ সর্ব্বাদ্যে শ্রীনিত্যানন্দ জয় জয় বলি। প্রভুর শ্রীশিরে জল দিয়া কুতূহলী ॥ অদ্বৈত শ্রীবাসাদি যতেক প্রধান। পড়িয়া পুরুষ-সূক্ত করায়েন স্নান ॥" মুকুন্দাদি অভিষেক-গীত গাহিতে লাগিলেন ; রমণীগণ হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের মধ্যে কেহ কাঁদিতে, কেহবা নাচিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাসমারোহে প্রভুর রাজ-রাজেশ্বর-অভিষেক হইল। পরবর্ত্তী পয়ার হইতে বুঝা যায়, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সহিত প্রভুর মিলনের পূর্ব্বেই এই অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল ; কিন্তু শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্য খণ্ডের নবম অধ্যায়ের অভিষেক-বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, শ্রীনিত্যানন্দের সহিত মিলনের পরে রাজ-রাজেশ্বর অভিষেক হইয়াছিল। শ্রীনিত্যানন্দের সহিত মিলনের পূর্ব্বে শ্রীবাসের গৃহে প্রভু একবার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া নিজ তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছিলেন; (শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ২।) ; তখন শ্রীবাস প্রভুর স্তব-স্তুতি ও পূজাদি করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই সময়ে অভিষেক করার প্রমাণ চৈতন্য-ভাগবতে পাওয়া যায় না।

খাটে বসি—বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া।

১০। **শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের**—শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের বয়স যখন অতি অল্প, তখনই এক সন্ন্যাসী তাঁহার পিতা-মাতার অনুমতি লইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান ; সন্ন্যাসীর সঙ্গে অনেক তীর্থে বিচরণ করিয়া শ্রীনিতাই বৃন্দাবনে আসিলেন ; সেস্থানে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিতেছেন ; তখনই তিনি শ্রীনবদ্বীপ যাত্রা করিলেন এবং আসিয়া নন্দন-আচার্য্যের গৃহে অতিথি হইলেন। ইহার কয়েকদিন আগেই মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দকে জানাইয়াছিলেন যে, শীঘ্রই নবদ্বীপে কোনও মহাপুরুষের আগমন হইবে। যেদিন শ্রীনিত্যানন্দ চাঁদ নন্দনাচার্য্যের গৃহে আসিলেন, সেইদিন প্রাতঃকালে প্রভু ভক্তবৃন্দকে বলিলেন "আমি গত রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছি এক অপূর্ব্বমূর্ত্তি নবদ্বীপে আমার গৃহের সম্মুখে আসিয়া—ইহা নিমাঞি-পণ্ডিতের বাড়ী কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার প্রকাণ্ড শরীর, স্কন্ধে এক মহাস্তম্ভ ; বামহাতে বেত্রবান্ধা এক কাণাকুম্ভ, মস্তকে ও পরিধানে নীলবস্ত্র, বাম কর্ণে এক কুণ্ডল ; দেখিলে যেন ঠিক বলরাম বলিয়া মনে হয় ; আমি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—"এই ভাই হয়ে। তোমার আমার কালি হৈব পরিচয়ে।" এসকল কথা বলিতে বলিতে প্রভুর বাহ্য লোপ পাইল, বলরামের ভাবে তিনি আবিষ্ট হইলেন। পরে প্রভু বলিলেন—"আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আজও মনে হইতেছে—কোন মহাপুরুষ যেন আসিয়াছেন ; তোমারা খোঁজ করিয়া দেখ।" দুইজন তখনই ছুটিয়া গিয়া প্রত্যেক বাড়ীতে খোঁজ করিলেন ; তিন প্রহর পর্য্যন্ত খোঁজ করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন প্রভু একটু হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, চল আমার সঙ্গে।" সকলে চলিলেন, প্রভু নন্দন-আচার্য্যের গৃহে যাইয়া উপনীত হইলেন ; দেখিলেন—কোটি-সূর্য্যসমকান্তি এক মহাপুরুষ যেন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন। সপার্ষদ প্রভু তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কাহারও মুখে কথা নাই ; প্রভু চাহিয়া আছেন আগন্তুকের দিকে ; আগন্তুক চাহিয়া আছেন

প্রথমে ষড়্‌ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ-বেণুধর ॥ ১১

তবে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গ বক্র।
দুই হস্তে বেণু বাজায় দুইয়ে শঙ্খ চক্র ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রভুর দিকে। প্রভুর ইঙ্গিতে শ্রীবাস শ্রীকৃষ্ণধ্যানের এক শ্লোক পাঠ করিতেই শ্রীনিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন; শ্রীবাস আরও শ্লোক পড়িতে লাগিলেন; কতক্ষণ পরে শ্রীনিতাইয়ের চেতনা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু প্রেমোন্মত্ত হইয়া হুঙ্কার, গর্জ্জন, ক্রন্দন, নৃত্য, লম্ফাদি দ্বারা সকলকে বিস্মিত করিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারেন না; তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে কোলে লইলেন, অমনিই শ্রীনিতাই নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। তারপর ঠারে ঠোরে উভয়ের আলাপ হইল; শ্রীনিতাই তীর্থ-ভ্রমণের কথা, বৃন্দাবন-গমনের কথা, বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে আসার কারণ সমস্ত বলিলেন। শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য। ৩-৪।

প্রভুরে মিলিয়া ইত্যাদি—মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া শ্রীনিতাই মহাপ্রভুর ষড়্‌ভুজরূপের দর্শন পাইলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মতে, মিলনের দিনেই ষড়্‌ভুজরূপ প্রকটিত হয় নাই; ব্যাসপূজার দিনে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যখন মহাপ্রভুর মস্তকে মালা দিলেন, তখনই প্রভু ষড়্‌ভুজরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ৫।

এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত লীলা-ক্রমের সহিত অনেক স্থলেই শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের বর্ণিত লীলা-ক্রমের মিল দেখা যায় না। গ্রন্থকারের লীলারসাবেশবশতঃই বোধ হয় এইরূপ হইয়া থাকিবে।

১১। **ষড়্‌ভুজ**—ছয়টী বাহু বিশিষ্ট রূপ। **শার্ঙ্গ**—মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের ধনুকের নাম শার্ঙ্গ (মাখন লাল ভাগবতভূষণ)। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুকে যে ষড়্‌ভুজরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র, এক হাতে গদা, এক হাতে পদ্ম, এক হাতে শার্ঙ্গধনু এবং এক হাতে বেণু ছিল। শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এই চারিটী দ্বারকানাথের অস্ত্র, শার্ঙ্গ মথুরানাথের অস্ত্র এবং বেণু ব্রজনাথের বৈশিষ্ট্য। ছয় হস্তে এই ছয়টী বস্তু ধারণ করিয়া প্রভু সম্ভবতঃ দেখাইলেন যে, তিনি দ্বারকানাথ, মথুরানাথ ও ব্রজনাথের মিলিত বিগ্রহ—অর্থাৎ দ্বারকা, মথুরা ও ব্রজে একই শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত বিশিষ্ট ভাব-বৈচিত্রী প্রকটিত হইয়াছে, এক শ্রীমন্ মহাপ্রভুতেই উক্ত তিন ধামের সে সমস্ত ভাব-বৈচিত্রী বর্ত্তমান আছে। অথবা, তিনি ইহাই দেখাইলেন যে, দ্বাপর-লীলায় যিনি দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনে লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, তিনিই এই কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দ্বারকানাথ, মথুরানাথ ও ব্রজনাথ এই তিন স্বরূপের বর্ণই ছিল শ্যামবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ। এই তিনের মিলিত বিগ্রহ ষড়্‌ভুজরূপও শ্যামবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলিয়াই মনে হয়।

যাহা হউক, এস্থলে ষড়্‌ভুজরূপের যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনার মিল নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন, প্রভুর ছয় হাতে "শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুষল" ছিল; হল ও মুষলের পরিবর্ত্তে কবিরাজ-গোস্বামী শার্ঙ্গ ও বেণু লিখিয়াছেন। হল ও মুষল শ্রীবলরামের অস্ত্র। মুরারিগুপ্তের কড়চায় ষড়্‌ভুজরূপের উল্লেখ আছে (২।৮।২৭), কিন্তু বর্ণনা নাই। কড়চায় চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজরূপেরও উল্লেখ আছে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতে ষড়্‌ভুজ ব্যতীত অন্য রূপের উল্লেখ নাই।

১২। **তিন অঙ্গ বক্র**—গ্রীবা, কটি ও জানু এই তিন অঙ্গ বক্র (বঙ্কিম)। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রথমে পূর্ব্ব-পয়ার-বর্ণিত ষড়্‌ভুজরূপ দেখাইয়াছিলেন; পরে ষড়্‌ভুজরূপ অন্তর্হিত করিয়া চতুর্ভুজরূপ দেখাইলেন; এই চতুর্ভুজরূপের এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র ছিল, আর দুই হাতে তিনি বেণু বাজাইতেছিলেন। শঙ্খ-চক্র দ্বারা ঐশ্বর্য্য এবং ত্রিভঙ্গরূপে বেণু-বাদন-ভঙ্গী দ্বারা ঐশ্বর্য্যগর্ভ পূর্ণতম মাধুর্য্য সূচিত হইতেছে। এই চতুর্ভুজরূপ-প্রদর্শনের ব্যঞ্জনা বোধ হয় এই যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে ব্রজনাথের ঐশ্বর্য্যগর্ভ-পূর্ণতম মাধুর্য্য থাকিবে এবং প্রয়োজন হইলে তিনি দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য্যও প্রকটিত করিবেন। পূর্ব্বপয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তবে ত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।
শ্যাম-অঙ্গ পীত-বস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৩
তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞির ব্যাসপূজন।
নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুষলধারণ ॥ ১৪
তবে শচী দেখিল রাম-কৃষ্ণ দুইভাই।
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই-মাধাই ॥ ১৫
তবে সপ্তপ্রহর প্রভু ছিলা ভাবাবেশে।
যথাতথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥ ১৬
বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি ভবনে।
তার স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩। চতুর্ভুজরূপ অন্তর্হিত করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু আবার শ্রীমন্নিত্যানন্দকে দ্বিভুজ ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপ দেখাইলেন; এই দ্বিভুজরূপের বর্ণ শ্যাম, পরিধানে পীতবসন এবং বদনে বংশী। সর্ব্বশেষে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ প্রদর্শনের ব্যঞ্জনা বোধ হয় এই যে, ব্রজেন্দ্র-নন্দন-সম্বন্ধীয় ভাবই শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে মুখ্যতঃ প্রকটিত হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

১৪। **ব্যাস পূজন**—আষাঢ়ী-পূর্ণিমাতে সন্ন্যাসিগণ ব্যাসপূজা করিয়া থাকেন; শ্রীপাদ নিত্যানন্দ শ্রীবাসের গৃহে ব্যাসপূজা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত। মধ্য। ৫।”

নিত্যানন্দাবেশে—নিত্যানন্দের আবেশে। ব্রজের শ্রীবলরামই নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এস্থলে নিত্যানন্দাবেশ বলিতে নিত্যানন্দের অভিন্নরূপ বলরামের আবেশই বুঝাইতেছে। বলরামের অস্ত্র ছিল মুষল; বলরামের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু হস্তে মুষল ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের তত্ত্ব প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়েই মহাপ্রভু “বলরাম ভাবে উঠে খট্টার উপর। শ্রীচৈঃ ভা মধ্য ৫।” ব্যাসপূজার পূর্ব্বের দিন শ্রীবাসের গৃহে এই লীলা হইয়াছিল।

১৫। **তবে শচী দেখিল** ইত্যাদি—এক দিন রাত্রিতে শচীমাতা স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহাদের শ্রীমন্দিরের কৃষ্ণ ও বলরাম এবং নিমাই ও নিত্যানন্দ চারিজনে নৈবেদ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছেন। পর দিন প্রাতঃকালে শচীমাতা প্রভুকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন। প্রভু সেই দিন নিত্যানন্দকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিতে বলিলেন। মধ্যাহ্নে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু যখন আহারে বসিলেন, তখন শচীমাতা দেখিলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরামই ভোজন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য।৮। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ যে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম, এই লীলায় তাহাই প্রভু দেখাইলেন।

তবে নিস্তারিল ইত্যাদি—জগাই-মাধাই-উদ্ধার লীলা শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে ১৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

১৬। এক দিন শ্রীবাসের গৃহে শ্রীমন্ মহাপ্রভু অবিচ্ছিন্ন ভাবে সাত প্রহর পর্য্যন্ত ভাবাবিষ্ট হইয়া ছিলেন এবং ভক্তগণের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যে।১১।

১৭। **বরাহ-আবেশ**—বরাহ-অবতারের ভাবে আবিষ্ট। **মুরারি-ভবনে**—মুরারিগুপ্তের গৃহে।

এক দিন প্রভু মুরারিগুপ্তের গৃহে গেলেন; গুপ্ত তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে প্রভু “শূকর শূকর” বলিয়া গুপ্তের বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে জলের গাড়ু দেখিয়া “বরাহ-আকার-প্রভু হৈলা সেই ক্ষণে। স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে॥ গর্জ্জে যজ্ঞবরাহ—প্রকাশে খুর চারি।” প্রভুর আদেশে মুরারিগুপ্ত তখন প্রভুর স্তুতি করিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া প্রভু নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদের অসারতা এবং স্বীয়-তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য।৩।

তাঁর স্কন্ধে চড়ি ইত্যাদি—একদিন মুরারিগুপ্তের গৃহে নারায়ণের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু “গরুড় গরুড় বলিয়া ডাকিতেছিলেন; তখন মুরারিগুপ্ত গরুড়ের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভুকে কাঁধে করিয়া নাচিয়াছিলেন। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য।২০।

তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল-ভক্ষণ।
'হরের্নাম'-শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ॥ ১৮

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে (৩৮।১২৬)—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ৩

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত-নিস্তার॥ ১৯

দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮। **তবে শুক্লাম্বরের** ইত্যাদি—শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী নবদ্বীপে থাকিতেন; প্রভুর একান্ত ভক্ত; নিতান্ত দরিদ্র, ভিক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ পাইতেন। একদিন প্রভুর কীর্ত্তনে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া শুক্লাম্বর নৃত্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভক্তবৎসল শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার ঝুলি হইতে ভিক্ষার চাউল লইয়া খাইয়াছিলেন। **তণ্ডুল**—চাউল। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ১৬।

হরের্নাম-শ্লোকের ইত্যাদি—হরের্নাম-শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিলেন। পরবর্ত্তী পয়ার সমূহে এই অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়াদি আদি-লীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে তৃতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য। পরবর্ত্তী ১৯-২২ পয়ারেও এই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯। **কলিযুগে** ইত্যাদি—কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ নামরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। নাম ও নামী যে অভেদ, ইহাদ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে। কলিতে নামরূপেই শ্রীকৃষ্ণ জীবগণকে কৃপা করেন; শ্রীনামের (শ্রীকৃষ্ণনামের) কৃপা হইলেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইল বলিয়া মনে করা যায়। "সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুন পূর্ণিমাম্। যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ॥ ১।১৩।২॥"—এই শ্লোক হইতে জানা যায়; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণনামও এক অপূর্ব্ব শক্তি এবং এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য লইয়া সেই সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন লীলা অন্তর্ধান করিলেন, নাম কিন্তু অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন না, কলির জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ নাম জগতে রহিয়া গেলেন। **নাম হৈতে** ইত্যাদি—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই (যথাবিধি নাম-কীর্ত্তন করিলেই) জগদ্বাসী জীব সংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধার (নিস্তার) লাভ করিতে পারে; এজন্য যজ্ঞ-ধ্যানাদি অপর কোনও সাধনের প্রয়োজন হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—"সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানদ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা, দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, কলিতে একমাত্র নামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই তাহা পাওয়া যায়। কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ শ্রীভা। ১২।৩।৫২।" **জগত-নিস্তার**—জগতের বা জগদ্বাসীর উদ্ধার; সংসারমোচন।

২০। **দার্ঢ্যলাগি**—দৃঢ়তার জন্য; দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে। **হরের্নাম** ইত্যাদি—কলিতে যে হরিনামই একমাত্র গতি, কলিতে যে অন্য গতি নাই—একথা দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই হরের্নাম-শ্লোকে "হরের্নাম"-শব্দ তিনবার বলা হইয়াছে। **জড়লোক**—অজ্ঞান লোক। **পুনরেবকার**—পুনঃ+এবকার; পুনরায় "এব" (ই)-শব্দের প্রয়োগ (উক্ত শ্লোকে)। উক্তশ্লোকে তিনবার হরের্নাম-শব্দ বলার পরেও আবার "এব" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। শ্লোকের তৃতীয় শব্দ "হরের্নামৈব।" হরের্নাম-শব্দের সহিত "এব" শব্দের যোগ হইলেই সন্ধিতে "হরের্নামৈব" হয়; দৃঢ়তার জন্য তিনবার "হরের্নাম" বলার পরেও পুনরায় "এব" শব্দ কেন বলা হইল, তাহার কারণ বলিতেছেন—"যাহারা অজ্ঞান, মূর্খ, শাস্ত্রমর্ম্ম জানে না,—হরিনামই যে কলিতে একমাত্র সাধন—তাহাদিগকে তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্তই এব-শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। **এব** শব্দের অর্থ—"ই"; ইহা নিশ্চয়াত্মক অব্যয়-শব্দ। নিশ্চয়াত্মক-শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বিচার-তর্কাদি দ্বারা এই শ্লোকের মর্ম্ম নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র জানেন না,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিচার-তর্ক জানেন না, তাঁহারা ইহাই নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখুন যে, হরিনাম ব্যতীত কলিতে আর অন্য কোনও গতি নাই। অথবা, কলিতে কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান—এই তিনের কোনও প্রয়োজন নাই, একমাত্র হরিনামই শ্রেষ্ঠ উপায়—ইহা বুঝাইবার জন্যই তিনবার হরের্নাম বলা হইয়াছে। হরের্নাম এব গতিঃ, ন কর্ম্ম; হরের্নাম এব গতিঃ, ন যোগঃ; হরের্নাম এব গতিঃ, ন জ্ঞানম্—হরিনামই একমাত্র গতি, কর্ম্ম নয়; হরি নামই একমাত্র গতি, যোগ নয়; হরি নামই একমাত্র গতি, জ্ঞান নয়; ইহাই তাৎপর্য্য। "নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥ ৩।২০।৭॥" কর্ম্ম, যোগ এবং জ্ঞানের (জ্ঞানমার্গের সাধনের) অনুষ্ঠানে যে যে ফল পাওয়া যায়, কেবলমাত্র নামসঙ্কীর্ত্তনেও সেই সেই ফল পাওয়া যাইতে পারে। "এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ শ্রীভা, ২।১।১১॥" এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা—ইচ্ছতাং কামিনাং তত্তৎফলসাধনম্ এতদেব। নির্ব্বিদ্যমানানাং মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধনমেতদেব। যোগিনাং জ্ঞানিনাং ফলঞ্চ এতদেব। নির্ণীতং নাত্র প্রমাণং বক্তব্যমিত্যর্থঃ॥ এই টীকানুযায়ী তাৎপর্য্য এই। যাঁহারা ফল কামনা করেন (অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্মী), তাঁহাদের সাধনও এই নামসঙ্কীর্ত্তন; যাঁহারা মুক্তিকামী (জ্ঞানমার্গের সাধনের ফল মুক্তি), তাঁহাদের সাধনও এই নামসঙ্কীর্ত্তন; যাঁহারা যোগী, তাঁহাদের সাধনও এই নামসঙ্কীর্ত্তন। "নারায়ণাচ্যুতানন্তবাসুদেবেতি যো নরঃ। সততং কীর্ত্তয়েদ্ভুমি যাতি মল্লয়তাং স হি॥—বরাহপুরাণ। ভগবান্ বলিতেছেন—যে লোক সর্ব্বদা নারায়ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বাসুদেব এই সমস্ত নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি আমাতে লয় (সাযুজ্য) প্রাপ্ত হয়েন।" এসমস্ত শাস্ত্র বচনের তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা ইহকালের বা পরকালের সুখভোগ কামনা করেন, তাঁহারা কর্ম্মমার্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; যাঁহারা পরমাত্মার সহিত যোগ কামনা করেন, তাঁহারা যোগমার্গের এবং যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য কামনা করেন, তাঁহারা জ্ঞানমার্গের উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কর্ম্ম, যোগ বা জ্ঞানমার্গের অনুষ্ঠান না করিয়াও তাঁহারা যদি কেবল হরিনাম মাত্র কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের অভীষ্ট বস্তু তাঁহারা লাভ করিতে পারেন। অবশ্য কর্ম্ম, যোগ বা জ্ঞানের ফলই নামসঙ্কীর্ত্তনের মুখ্য ফল নহে। নামসঙ্কীর্ত্তনের মুখ্য ফল হইল কৃষ্ণপ্রেম; নামের শ্রীকৃষ্ণবশীকরণী শক্তি আছে। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি। যদ্ গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্॥—কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) যে দূরস্থিত আমাকে গোবিন্দ গোবিন্দ বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিয়াছিলেন, তাহাকেই আমি আমার প্রবৃদ্ধ ঋণরূপে আমি গ্রহণ করিয়াছি, আমার হৃদয় হইতে তাহা কখনও অপসারিত হয় না।" আদিপুরাণেও ভগবান্ বলিয়াছেন—"গীত্বা চ মম নামানি নর্ত্তয়েন্মম সন্নিধৌ। ইদং ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তেন চার্জ্জুন॥—হে অর্জ্জুন, আমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যে আমার নিকটে নৃত্য করে, আমি তাহার নিকট বিক্রীত হইয়া যাই—ইহা আমি শপথপূর্ব্বক তোমার নিকট বলিতেছি।" নামশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থবিচার করিলেও উক্তরূপ সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। নম্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্, প্রত্যয় করিয়া নাম-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। নম্-ধাতুর অর্থ নামান। তাহা হইলে নাম-শব্দের অর্থ হইল—যাহা নামাইয়া আনে। কাকে নামায়? নামগ্রহণকারীকেও নামায় এবং নামী ভগবান্‌কেও নামায়। নামগ্রহণকারীকে নামায়—দেহাদিতে আবেশজাত অভিমানরূপ উচ্চ পর্ব্বত হইতে, ভক্তির আবির্ভাবের অনুকূল দৈন্যরূপ নিম্নভূমিতে। আর ভগবান্‌কে নামায়—তাঁহার স্বীয় ধাম হইতে নামগ্রহণকারীর নিকটে; অর্থাৎ নাম ভগবান্‌কে নামগ্রহণকারীর এমনই বশীভূত করিয়া দেন যে, ভগবান্ স্বীয় ধাম হইতে অবতরণ করিয়াও নামগ্রহণকারীকে কৃতার্থ করেন।

নামের মহিমা ঋগ্‌বেদের বিষ্ণুসূক্তেও দৃষ্ট হয়ঃ—

"তমু স্তোতারঃ পূর্ব্ব্যং যথাবিদঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন। আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ১।২২।১৫৬।৩॥" সায়নাচার্য্য এই মন্ত্রের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেনঃ— হে স্তোতারঃ, তমু তমেব বিষ্ণুং পূর্ব্ব্যং পূর্ব্বার্হমনাদিসিদ্ধম্ ঋতস্য গর্ভং যজ্ঞস্য গর্ভভূতম্। যজ্ঞাত্মনোৎপন্নমিত্যর্থঃ। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। শতং ১।১।২।১৩। ইতি শ্রুতেঃ। যদ্বা ঋতস্যোদকস্য গর্ভং গর্ভকারণম্। উদকোৎপাদকমিত্যর্থঃ। অপ এব

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সমর্জাদৌ। মনু ১।৮। ইতি স্মৃতিঃ। এবং ভূতং বিষ্ণুং যথা বিদ জানীথ তথা জনুষা জন্মনা স্বতএব ন কেনচিৎ বরলাভাদিনা পিপর্ত্তন। স্তোত্রাদিনা প্রীণয়ত। যাবদস্য মহাত্ম্যং জানীথ তাবদিত্যর্থঃ। বিদের্লট মধ্যমবহুবচনম্। বিদ ঋতস্যেত্র সংহিতায়ামৃত্যক্ ইতি প্রকৃতিভাবঃ। কিং চাস্য মহানুভাবস্য বিষ্ণোর্নাম চিৎ সর্ব্বৈর্নমনীয়ম্ অভিধানং সার্ব্বাত্ম্যপ্রতিপাদকম্ বিষ্ণুরিতেতন্নাম জানন্তঃ পুরুষার্থপ্রদমিত্যভিগচ্ছন্ত আ সমন্তাদ্ বিবক্তন। বদত। সঙ্কীর্ত্তয়ত। যদ্বা নাম যজ্ঞাত্মনা নমনং বিষ্ণোরেব সর্ব্বেষাং স্বর্গাপবর্গসাধনায়েষ্ট্যাত্মাত্মনা দ্রব্যদেবতাত্মনা বা পরিণামম্ আ জানন্তো যূয়ং বিবক্তন। ব্রুত। স্তুত। বচের্লেটি ছান্দসঃ শপঃ শ্লুঃ। বহুলং ছন্দসীত্যাভ্যাসস্যেত্বম্। পূর্ব্ববত্তনাদেশঃ। ইদানীং সাক্ষাৎকৃত্যাহ। হে বিষ্ণো সর্ব্বাত্মক দেব মহো মহতস্তে তব সুমতিং সুষ্টু তিং শোভাত্মিকাং বুদ্ধিং বা ভজামহে। সেবামহে বয়ং যজমানাঃ।

সায়নাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যানুসারে উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য এইরূপ :—হে স্তবকারিগণ, বিষ্ণু অনাদিসিদ্ধ, তাঁহা হইতেই যজ্ঞের অথবা জলের উৎপত্তি, তিনিই যজ্ঞরূপে অবস্থিত। কাহারও বর বা অনুগ্রহলাভাদির অপেক্ষায় নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া না থাকিয়া জন্মদ্বারা আপনা হইতেই (অর্থাৎ জন্মহেতু যে জীবন লাভ করিয়াছ, সেই জীবনব্যাপী স্তোত্রাদিদ্বারা নিজের চেষ্টাতেই) তোমরা সেই বিষ্ণুর প্রীতিবিধান কর—যাহাতে তোমরা তাঁহার মাহাত্ম্য অবগত হইতে পার। অধিকন্তু সেই সর্ব্বাত্মা মহানুভাব বিষ্ণুর নাম চিৎ (অ-জড়, অপ্রাকৃত), সকলেরই নমনীয় (প্রণম্য) এবং সর্ব্ব-পুরুষার্থপ্রদ—ইহা অবগত হইয়া তোমরা সম্যক্‌রূপে তাঁহার নামকীর্ত্তন কর। অথবা সকলের স্বর্গাপবর্গসাধন যজ্ঞাদি, বা সেই যজ্ঞাদির উপকরণ, অথবা সেই যজ্ঞাদির অধিষ্ঠাতা দেবতা—এসমস্ত সেই বিষ্ণুরই পরিণাম, ইহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া তোমরা তাঁহার স্তব কর। হে বিষ্ণো, হে সর্ব্বাত্মক দেব, উত্তমরূপে যেন তোমার স্তুতি করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা করি।

উল্লিখিত ঋক্-মন্ত্রটীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের ব্যাখ্যা শ্রীজীব-গোস্বামী তৎকৃত ভগবৎ-সন্দর্ভে এইরূপ করিয়াছেন :—হে বিষ্ণো তব নাম চিৎ—চিৎস্বরূপম্ অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপম্। তস্মাৎ অস্য নাম্ন আ ঈষৎ অপি জানন্তঃ নতু সম্যক্ উচ্চারমাহাত্ম্যাদিপুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ।—হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎ (চৈতন্যস্বরূপ) এবং সেজন্য তাহা মহঃ (স্বয়ং-প্রকাশ); সেই হেতু সেই নামের ঈষৎ মহিমা জানিয়াও (উচ্চারণাদি ও মাহাত্ম্যাদি পূর্ণভাবে না জানিয়াও) নামের কেবল অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করিলেও তোমাবিষয়ক বিদ্যা আমরা লাভ করিতে পারিব।

এইরূপে ঋগ্‌বেদ হইতে জানা গেল—ভগবানের নাম-কীর্ত্তন সর্ব্বপুরুষার্থ-সিদ্ধির উপায়, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবেই ভগবদ্‌বিষয়িণী বিদ্যা বা ভক্তি লাভ হইতে পারে। আরও জানা গেল—নাম জড়বস্তু নহে, ইহা চিদ্‌বস্তু, চৈতন্যরসবিগ্রহ; এবং চিদ্‌বস্তু বলিয়া নামীর ন্যায়ই স্বপ্রকাশ, নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে, অপরকেও প্রকাশ করিতে পারে—দুর্ব্বাসনায় সমাচ্ছন্ন জীবাত্মাকেও স্বীয়-স্বরূপে আনয়ন করিয়া প্রকাশিত করিতে পারে। নাম চিদ্‌বস্তু বলিয়া—আগুনের শক্তি-আদি না জানিয়াও আগুনে হাত দিলে যেমন হাত পুড়িয়া যায় অর্থাৎ আগুন নিজের শক্তি প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হয়না, তদ্রূপ—নামের মাহাত্ম্যাদি না জানিয়াও কেবল নামের অক্ষরগুলির উচ্চারণ করিয়া গেলেও ভগবদ্‌ভক্তি লাভ হইতে পারে।

নামই যে শ্রেষ্ঠ সাধন, শ্রুতি হইতেও তাহা জানা যায়। শ্রুতি-অনুসারে ওঙ্কারই (প্রণবই) ব্রহ্ম। "ওম্ ইতি ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয়শ্রুতি। ১।৮॥" কঠোপনিষৎ বলেন, ওম্—এই অক্ষরই পরব্রহ্ম; এই অক্ষরকে জানিলেই জীবের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ ১।২।১৬॥" প্রণব হইল ব্রহ্মের বাচক—একটী নাম। (পাতঞ্জল বলেন—ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। সমাধিপাদ। ২৭॥—প্রণব ঈশ্বরের বাচক বা একটী নাম।) প্রণবকেই ব্রহ্ম বলায় নাম ও নামীর অভেদত্বই উক্ত কঠশ্রুতি প্রকাশ করিলেন। এইরূপে নাম ও নামীর অভেদত্ব প্রকাশ করিয়া উক্ত শ্রুতিই

কেবল-শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ।
জ্ঞানযোগ-তপ-কর্ম্ম-আদি নিবারণ॥ ২১

অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
'নাহি নাহি নাহি' এ তিন এবকার॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলিতেছেন—"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১।২।১৭॥" এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"যত এবং অত এব এতদালম্বনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্যতমম্।—এইরূপ বলিয়া (নাম-নামী অভিন্ন বলিয়া—১।২।১৬ শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ওঙ্কারকে ব্রহ্মের প্রতীক বলিয়াছেন) ব্রহ্ম-প্রাপ্তির যত রকম আলম্বন আছে, তাহাদের মধ্যে ওঙ্কারই শ্রেষ্ঠ আলম্বন"। এইরূপে উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য হইল এই—ভগবৎ-প্রীতির যত রকম আলম্বন বা উপায় আছে, ওঙ্কারাক্ষরই হইল তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ আলম্বন আর নাই। এই আলম্বনকে জানিতে পারিলে ব্রহ্মলোকে (ভগবানের ধামে) মহীয়ান্ হইতে পারে (ভগবানের সেবা পাইয়া ধন্য হইতে পারে)। ওঙ্কার হইল ভগবানের নাম। ওঙ্কার (প্রণব) আবার মহাবাক্য বলিয়া ভগবানের অন্য সমস্ত নামই ওঙ্কারেরই অন্তর্ভুক্ত (১।৭।১২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ওঙ্কার-শব্দে সমস্ত ভগবন্নামকেই বুঝায়। ওঙ্কারের শ্রেষ্ঠ-আলম্বনত্বে সমস্ত ভগবন্নামেরই আলম্বনত্ব বুঝাইতেছে। নামই আলম্বন অর্থাৎ নামকীর্ত্তনই অবলম্বনীয় উপায় বা সাধন। সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের নির্দ্দেশ হইল এই যে, ভগবানের নামকীর্ত্তনই তাঁহার প্রাপ্তির (সেবাপ্রাপ্তির) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। এই নামকে জানিতে পারিলে অর্থাৎ নামের স্বরূপ অনুভূত হইলে, নাম ও নামীর অভেদত্ব অনুভূত হইলে—ভগবদ্ধামে যাইয়া ভগবানের লীলায় তাঁহার সেবা পাইয়া কৃতার্থ হওয়ার যোগ্যতা জীব লাভ করিতে পারে। অন্য যে কোনও অভীষ্টও লাভ হইতে পারে—"যো যদ্ ইচ্ছতি তস্য তৎ। কঠ। ১।২।১৬॥"

২১। **কেবল-শব্দ**—শ্লোকস্থ কেবল-শব্দ। **পুনরপি**—আবারও; এব-শব্দদ্বারা একবার নিশ্চয়তা বুঝাইবার পরেও আবার। **নিশ্চয়-কারণ**—নিশ্চয়তা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে। কলিতে শ্রীহরিনামই যে একমাত্র গতি, এই তথ্যের নিশ্চয়তা এব-শব্দদ্বারা একবার বুঝাইয়াও অধিকতর নিশ্চয়তার জন্য পুনরায় কেবল-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কেবল-শব্দ প্রয়োগে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, একমাত্র হরিনামই কলির সাধন; জ্ঞান, যোগ, তপস্যা বা কর্ম্ম আদি কলিযুগের সাধন নহে। তাই বলা হইয়াছে—"জ্ঞানযোগ-তপ-কর্ম্ম-আদি নিবারণ—কেবল-শব্দদ্বারা জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ও কর্ম্ম-আদি কলির অনুপযোগী বলিয়া নিবারিত (নিষিদ্ধ) হইতেছে। কেবলমাত্র হরিনামই কলির উপযোগী সাধন।"

২২। **অন্যথা যে মানে**—যে ব্যক্তি অন্যরূপ মানে বা মনে করে। "হরিনামই কলির একমাত্র সাধন, জ্ঞান-যোগ-তপস্যাদি কলির উপযোগী নহে"—একথা যে ব্যক্তি স্বীকার করে না। **তার নাহিক নিস্তার**—তাহার নিস্তার (সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার) নাই। হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া (হরিনামের উপলক্ষণে ভক্তি-মার্গের আনুকূল্য গ্রহণ না করিয়া) যাঁহারা জ্ঞান-যোগাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা জ্ঞানযোগাদির ফল—সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি—পাইতে পারেন না; কারণ, ভক্তিশাস্ত্রানুসারে, ভক্তিমার্গের সাহচর্য্য ব্যতীত জ্ঞান-যোগাদি নিজ নিজ ফলও প্রদান করিতে পারেনা। "ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক—কর্ম্মযোগ জ্ঞান॥ এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল। কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল॥ ২।২২।১৪-১৫॥" এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা মধ্যলীলার দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে এবং ভূমিকায় অভিধেয়-তত্ত্বে দ্রষ্টব্য। **নাহি নাহি নাহি** ইত্যাদি—হরের্নাম-শ্লোকে তিনবার "নাস্ত্যেব" বলা হইয়াছে; "নাস্তি" শব্দের সহিত "এব" যোগ করিলেই সন্ধিতে "নাস্ত্যেব" হয়। "নাস্তি" শব্দের অর্থ—নাই; আর "এব"-শব্দ নিশ্চয়াত্মক; সুতরাং "নাস্ত্যেব"-শব্দের অর্থ হইল—"নাই-ই" নিশ্চয়ই নাই।" তিনবার "নাস্ত্যেব"-শব্দের অর্থ—নাই-ই, নাই-ই নাই-ই। অর্থাৎ হরিনাম ব্যতীত কলিতে যে জ্ঞানযোগ-কর্ম্মাদি অন্য সাধন নাই-ই, যাহারা একথা বিশ্বাস করে না, তাহাদেরও যে নিস্তার নাই—ইহা নিশ্চিত দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিবার নিমিত্তই "নাস্ত্যেব"-শব্দ তিনবার বলা হইয়াছে।

তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান ॥ ২৩
তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভৎর্সন-তাড়নে কারে কিছু না বলিবে ॥ ২৪
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয় ॥ ২৫
এইমত বৈষ্ণব কা'রে কিছু না মাগিব।
অযাচিতবৃত্তি কিম্বা শাক-ফল খাইব ॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৩। হরিনাম করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই, তাহা বলা হইল; কিন্তু কিরূপে হরিনাম করিতে হয়, কিরূপে নাম করিলে হরিনামের মুখ্য ফল পাওয়া যায়, তাহা এক্ষণে বলা হইতেছে।

তৃণ হৈতে—তৃণ সাধারণতঃ নীচ হইয়াই থাকে, মাটীতেই পড়িয়া থাকে, কাহাকেও আক্রমণ করে না। কিন্তু যদি কেহ তৃণের এক প্রান্তে পা দেয়, তাহা হইলে কখনও কখনও অপর প্রান্তকে মাথা তুলিতে দেখা যায়; এইরূপে মাথা তুলিলে আর তৃণের নীচতা থাকে না। কিন্তু যিনি যথারীতি হরিনাম করিবেন, তাঁহার এরূপ হইলে চলিবে না; কেহ তাঁহার গায়ে পা দিলে, কেহ তাঁহাকে রূঢ় কথা বলিলে, বা কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেও তিনি সমস্ত সহ্য করিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন, তৃণের ন্যায় মাথা তুলিতে পারিবেন না, কথা বলিতে পারিবেন না, বা অন্যের ব্যবহারের কোনও রূপ প্রতিশোধ লইতে পারিবেন না; এমন কি কাহারও অন্যায় কথার বা ব্যবহারের প্রতিশোধ লওয়া ত দূরের কথা, প্রতিশোধের ভাবও তাঁহার মনে আনিতে পারিবেন না, কোনওরূপ কষ্টও মনে স্থান দিতে পারিবেন না। তিনি কোনরূপেই বিচলিত হইতে পারিবেন না—এইরূপ হইতে পারিলেই "তৃণ হইতে নীচ" হওয়া যায়; এইরূপ হইতে না পারিলে নামের পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। **অথবা**—"তৃণ অতি তুচ্ছ পদার্থ, কিন্তু সেই তৃণও গবাদির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। গৃহাদি নির্ম্মাণের সহায়তা করিয়া তৃণ লোকেরও অনেক উপকার করিতেছে। প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তৃণদ্বারা ভগবৎ-সেবারও আনুকূল্য হইতেছে। কিন্তু আমাদ্বারা কাহারও উপকারও সাধিত হইতেছে না, ভগবৎ-সেবারও কোনওরূপ আনুকূল্য হইতেছে না, সুতরাং আমি তৃণ অপেক্ষাও অধম, আমার মত অধম আর কেহ নাই"—ইত্যাদি ভাবিয়া সাধক নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও হেয় মনে করিবেন।

আপনি নিরভিমানী—নিজে কখনও কোনও অভিমান পোষণ করিবে না, কখনও কাহারও নিকট সম্মান পাওয়ার আশা করিবে না; এমন কি সাধারণের চক্ষে যে নিতান্ত হেয় বলিয়া পরিচিত, তাহার নিকটও সম্মান পাওয়ার আশা মনে স্থান দিবে না; অথচ সকলকেই সম্মান করিবে—সাধারণের চক্ষে যে নিতান্ত নীচ, তাহাকেও সম্মান করিবে। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান। ৩।২০।২০।"

২৪-২৬। তরু—গাছ। **তরুসম সহিষ্ণুতা**—বৈষ্ণবকে তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইতে হইবে। কতলোক গছের উপর চড়িয়া বসে, গাছের ডাল ভাঙ্গে, পাতা ছিঁড়ে, আরও কত উৎপাত করে, কিন্তু গাছ কাহাকেও কিছু বলে না; অকাতরে সমস্ত সহ্য করে। এমন কি যাহারা গাছের ফল খায়, গাছের ছায়া উপভোগ করে, তাহারাও যদি গাছের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করে, তথাপি গাছ কিছু বলে না। বৈষ্ণবকেও এইরূপ হইতে হইবে। লোকে মন্দ বলুক, তাড়না করুক, মারুক, কাটুক, অকৃতজ্ঞতা দেখাক্, তথাপি কিছু বলিবে না, অম্লান-বদনে সমস্ত সহ্য করিবে। হরিদাস-ঠাকুরকে—যবনেরা বাইশবাজারে বেত্রাঘাত করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তিনি তাহাদের প্রতি রুষ্ট হন নাই, বরং ভগবানের নিকট তাহাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন।

শুকাইয়া মৈল ইত্যাদি—বৈষ্ণবকে তরুর ন্যায় অযাচক হইতে হইবে। জলের অভাবে গাছ শুকাইয়া মরিয়া যায়, তথাপি কাহারও নিকট জল ভিক্ষা করে না। বৈষ্ণবও কাহারও নিকটে কিছুর জন্য ভিক্ষার্থী হইবে না—অযাচিত ভাবে যাহা পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, অথবা ফল মূল বা শাক্ সব্‌জী—যাহা অন্যের ক্ষতি না করিয়া অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিবে।

সদা নাম লইব যথা লাভেতে সন্তোষ। | এই ত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মৈলে—মরিয়া গেলেও। **না মাগয়**—যাচ্ঞা করেনা, প্রার্থনা করেনা। **বৃত্তি**—জীবিকানির্ব্বাহের উপায়। **অযাচিত বৃত্তি**—কাহারও নিকটে কিছু যাচ্ঞা না করিয়া, মনে মনেও কাহারও নিকটে কিছু প্রাপ্তির আশা পোষণ না করিয়া, আপনা আপনি যাহা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদ্বারা—জীবিকা নির্ব্বাহ করা। **শাক-ফল**—যখন অযাচিত ভাবে কিছু পাওয়া না যায়, তখন শাক-সবজী আদি বা ফল-মূলাদি, যাহা বনে-জঙ্গলে যেথানে-সেখানে জন্মে ও পাওয়া যায় এবং যাহা অপর কাহারও কোনওরূপ ক্ষতি না করিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা খাইয়াই বৈষ্ণব জীবন ধারণ করিবে।

২৭। **সদা নাম লৈবে**—সর্ব্বদাই হরিনাম গ্রহণ করিবে, কখনও বৃথা সময় নষ্ট করিবে না; কিছু খাইতে পাওয়া গেলেও নাম কীর্ত্তন করিবে, পাওয়া না গেলেও করিবে। **যথা-লাভেতে সন্তোষ**—যখন যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাতেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবে; আহারের বা ব্যবহারের জন্য ভাল জিনিস পাওয়া না গেলে বা উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া না গেলেও কখনও অসন্তুষ্ট হইবে না। একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। বাল্যকালে এক বাবাজীকে দেখিয়াছি; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, আয়ত স্থির চক্ষু; এক খুব বড় দীঘির পাড়ে লোকালয় হইতে একটু দূরে—এক পর্ণকুটীরে তিনি থাকিতেন; বালগোপালের সেবা ছিল। তাঁহার আশ্রমের বাহিরে—কোথায়ও কখনও তিনি যাইতেন না; কখনও কাহারও নিকটে কিছু চাহিতেন না; কুটীরে বসিয়া সর্ব্বদা ভজন করিতেন; লোকে ইচ্ছা করিয়া খুব শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে চাউল তরকারী দিয়া যাইত; সকল দিনই যে পাওয়া যাইত তাহা নহে। যেদিন কিছুই পাওয়া যাইত না, সেই দিন—তাঁহার আশ্রমে একটী বাদাম গাছ এবং তুই তিনটী পেয়ারা গাছ ছিল—যেদিন কোনও স্থান হইতে ভোগের কোনও জিনিস আসিত না, সেই দিন—গাছের নীচে তু'একটী বাদাম পাওয়া গেলে, তাহাই গোপালকে নিবেদন করিয়া দিতেন, আর না হয় পেয়ারা পাওয়া গেলে তু'একটী পেয়ারা নিবেদন করিয়া অবশেষ পাইতেন। যেদিন তাহাও পাওয়া যাইত না, সেই দিন কেবল জল-তুলসী দিয়াই গোপালের শয়ন দিতেন। কিন্তু এরূপ অভাবের সময়েও তিনি কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া, কিম্বা কখনও মুখ অপ্রসন্ন করিয়াছেন বলিয়া কেহ বলিতে পারিত না; সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত। **এইত আচার**—২৩-২৭ পয়ারোক্ত আচরণ। **ভক্তি-ধর্ম্ম পোষ**—ভক্তি-ধর্ম্মের পোষণ করে; উক্ত প্রকার আচরণের সহিত শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিলেই চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়া ক্রমশঃ চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হইতে পারে।

১৯-২৭ পয়ার "হরের্নাম"-শ্লোকের অর্থবিবরণ, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তি।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, প্রথমেই কেহ তৃণ হইতে নীচ হইতে পারে না, প্রথমেই কেহ স্বয়ং নিরভিমান হইয়া অপরকে সম্মান করিতে পারে না, প্রথমেই কেহ তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইতে পারে না; কারণ, এসবগুণ সাধন-সাপেক্ষ। এসব না হইলেও হরিনামের ফল হইবে না; তাহা হইলে উপায় কি? উত্তর—"হরের্নাম—" এই শ্লোকের প্রমাণ অনুসারে কলিতে যখন অন্য কোনও গতিই নাই, তখন জীব যে ভাবেই থাকুক না কেন, সেই ভাবেই প্রথমে নাম গ্রহণ করিবে, নামের প্রভাবেই তৃণ হইতে নীচ হইবে, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইবে। অবশ্য প্রথম হইতেই তৃণ হইতে নীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হওয়ার জন্য একটা তীব্র ইচ্ছা রাখিতে হইবে, তদনুকূল যত্ন এবং অভ্যাসও করিতে হইবে; তাহা হইলেই নামের প্রভাবে ঐ সমস্ত গুণ আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং নামের প্রভাবে ঐ সমস্ত গুণের অধিকারী হইলে তারপর হরিনামের ফল প্রেম প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। (পরবর্ত্তী পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

তথাহি—

পদ্যাবল্যাং (৩২) শ্রীমুখশিক্ষাশ্লোকঃ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৪

ঊর্দ্ধবাহু করি কহি শুন সর্ব্বলোক।—
নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥ ২৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তৃণাদপীতি। তৃণাদপি সুনীচেন—যথা তৃণং সর্ব্বেষাং পদদলনেনাপি অক্ষুব্ধতাং নীচতাং চ প্রকটয়তি তস্মাদপি সুনীচেন হিংসারহিতেনাভিমানহীনেনচ, তরোরিব বৃক্ষবৎ সহিষ্ণুনা সহনশীলেন, তরুর্যথা স্বাঙ্গচ্ছেদকানপি জনান্ প্রতি ন রুষ্টো ভবতি তথা স্বদ্রোহকারকান্ প্রত্যপি রোষরহিতেন, স্বয়ং অমানিনা সম্মানবিষয়ে অভিলাষশূন্যেন, অন্যেভ্যঃ সম্মানং দদাতীতি তেন জনেন সদা হরিঃ কীর্ত্তনীয়ঃ ভবেৎ। হরিকীর্ত্তনকারিণা তৃণাদপি সুনীচত্বাদিকমাত্মনো বিধাতব্যমিতি ভাবঃ। ৪।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৪। অন্বয়। তৃণাদপি (তৃণ অপেক্ষাও) সুনীচেন (সুনীচ) তরোরিব (তরুর ন্যায়) সহিষ্ণুনা (সহিষ্ণু) অমানিনা (সম্মানের জন্য আভিলাষশূন্য) মানদেন (অপরের প্রতি সম্মান-প্রদানকারী) [জনেন] (ব্যক্তিদ্বারা) হরিঃ (হরি—শ্রীহরিনাম) সদা (সর্ব্বদা) কীর্ত্তনীয়ঃ (কীর্ত্তনীয়)।

অনুবাদ। তৃণ হইতেও নীচ হইয়া, বৃক্ষের মতন সহিষ্ণু হইয়া, নিজে সম্মান লাভের অভিলাষ না করিয়া এবং অপর সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বদা হরি-কীর্ত্তন করিবে। ৪।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২৩-২৭ পয়ারে এই শ্লোকের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা শিক্ষাষ্টকের একটী শ্লোক, স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর রচিত। যে ভাবে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইতে পারে, তাহার উপদেশরূপেই প্রভু এই "তৃণাদপি"—শ্লোক বলিয়াছেন।

২৮। ঊর্দ্ধবাহু করি—দুই বাহু ঊর্দ্ধে (উপরের দিকে) তুলিয়া। বহুদূর পর্য্যন্ত বহুলোককে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতে হইলে লোকে সাধারণতঃ উপরের দিকে হাত তুলিয়া উচ্চস্বরে তাহা বলিয়া থাকে; ঊর্দ্ধবাহু দেখিয়া বক্তার দিকে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার উচ্চস্বর দূরবর্ত্তী লোকেরও (এবং গোলমালস্থানেও সকলের) শ্রুতিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী তৃণাদপি শ্লোকের প্রতি সকলের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন—"আমি যাহা বলিতেছি, সকলে সাবধানে শুন; এই তৃণাদপি-শ্লোকটীকে নামরূপ-সূত্রদ্বারা মালার ন্যায় গাঁথিয়া সকলে কণ্ঠে ধারণ কর—অর্থাৎ সর্ব্বদা এই শ্লোক স্মরণ রাখিয়া শ্লোকের মর্ম্মানুসারে বা শ্লোকের উপদেশানুসারে—তৃণাদপি সুনীচ আদি হইয়া—সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিবে।" **নামসূত্রে**—হরিনামরূপ সূত্র (সুতা) দ্বারা; শ্রীহরিনামকীর্ত্তনরূপ সূত্রদ্বারা। **গাঁথি**—গাঁথিয়া। **এই শ্লোক**—এই তৃণাদপি শ্লোক। **পর কণ্ঠে**—কণ্ঠে (গলায়) পরিধান কর; হার বা মালার ন্যায় কণ্ঠে ধারণ কর। ধ্বনি এই যে, মালা বা হার কণ্ঠে ধৃত হইলে যেমন দেহের শোভা বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ নামরূপ সূত্রে গ্রথিত হইয়া এই তৃণাদপি শ্লোক কণ্ঠে ধৃত হইলেও নামগ্রহণ-কারীর শোভা বর্দ্ধিত হয়। কতকগুলি মালাকে একত্রে গাঁথিয়া গলায় ধারণ করিতে হইলে সূত্রের দরকার; এই পয়ার হইতে জানা যায়, তৃণাদপি শ্লোকটীকে মালার ন্যায় গাঁথিতে হইলে যে সূত্রের (বা সূতার) দরকার, নামকীর্ত্তনই হইতেছে সেই সূত্র। তৃণাদপি শ্লোকে চারিটী বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়—তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, নিজের জন্য সম্মানের অভিলাষ-শূন্যতা (অমানিত্ব) এবং অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন (মানদত্ব); এই চারিটী বস্তুকে তৃণাদপি শ্লোকের চারিটী পৃথক্ পৃথক্ মালা মনে করা যায়; নামকীর্ত্তনরূপ সূত্রদ্বারা গাঁথিলে এই চারিটী মালা একসঙ্গে পাশাপাশি থাকিয়া এক ছড়া মালায় পরিণত হয়, তাহা নামগ্রহণকারীর কণ্ঠের ভূষণ হইতে পারে—ইহাই এই পয়ার হইতে জানা যায়। সূত্রের সহায়তায় যেমন পৃথক্ পৃথক্ মালাগুলি একত্রে গ্রথিত হয়, তদ্রূপ নামকীর্ত্তনের সহায়তায় তৃণ-অপেক্ষাও সুনীচতাদি চারিটী পৃথক্

প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ ২৯
তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন কৈল এক সংবৎসর ॥ ৩০
কবাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পৃথক্ বস্তু একত্রিত হইয়া—যুগপৎ একই স্থানে অবস্থান করিয়া—নাম-গ্রহণকারীর শোভা বর্দ্ধন করিতে পারে। ব্যঞ্জনা এই যে, যিনি নিষ্ঠা সহকারে সর্ব্বদা নাম কীর্ত্তন করিবেন, ঐ নামকীর্ত্তনের প্রভাবেই—ঐ নামকীর্ত্তনকে আশ্রয় করিয়াই—তৃণাদপি সুনীচতাদি চারিটী বস্তু—কৃষ্ণ-প্রেম-প্রাপ্তির উপযোগী চারিটী গুণ—নামগ্রহণকারীর মধ্যে প্রকটিত হইবে; তখন নামকীর্ত্তনের প্রভাবে তাঁহার চিত্তের সমস্ত মলিনতা সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া যাইবে, তাঁহার চিত্ত তখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করিবে এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে চিত্ত প্রসন্ন ও উজ্জ্বল হইয়া নামগ্রহণকারীর শোভা বর্দ্ধন করিবে। এইরূপে, কি উপায়ে তৃণাদপি সুনীচ হওয়া যায়, তাহারই ইঙ্গিত এই পয়ারে পাওয়া যায়। (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

"সর্ব্বলোক"-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "ভক্ত-লোক"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

২৯। প্রভুর আজ্ঞায়—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আদেশে। শিক্ষাষ্টকে (অন্ত্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে) শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এই তৃণাদপি-শ্লোকের মর্ম্মানুসারে হরিনাম কীর্ত্তন করার জন্য সকলকে আদেশ করিয়াছেন; প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন—এই ভাবে হরিনাম করিলেই কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায়। **এই শ্লোক আচরণ**—এই তৃণাদপি-শ্লোকের মর্ম্মানুসারে আচরণ অর্থাৎ তৃণাদপি সুনীচ-আদি হইয়া শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তন। **অবশ্য পাইবে** ইত্যাদি—তৃণাদপি-শ্লোকের মর্ম্মানুসারে হরিনামকীর্ত্তন করিলে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবা পাওয়া যায়, ইহাতে কোনওরূপ সন্দেহ নাই; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন, ঐভাবে নাম-কীর্ত্তন করিলে কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় এবং কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া গেলেই কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়। **শ্রীকৃষ্ণচরণ**—শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবা। সেবা-প্রাপ্তিতেই চরণ-প্রাপ্তি। কিরূপে তৃণাদপি-শ্লোকের মর্ম্মানুরূপ যোগ্যতা লাভ করা যায়, ২৮ পয়ারে তাহার ইঙ্গিত দিয়া ২৯ পয়ারে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন—"সকলেই তৃণাদপি-শ্লোকের মর্ম্মানুসারে হরিনামকীর্ত্তন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারিবে, ইহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না; কারণ, ইহা স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি—তাঁহারই আদেশ।"

২৮,২৯ পয়ারদ্বয়, ১৯—২৭ পয়ারোক্ত মহাপ্রভুর উক্তি-প্রসঙ্গে, গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি।

৩০। ১৮ পয়ারের পরে প্রসঙ্গক্রমে হরের্নাম-শ্লোকের অর্থ-বিবরণ বলিয়া এক্ষণে আবার প্রস্তাবিত বিষয়—সূত্ররূপে মহাপ্রভুর যৌবন-লীলার উল্লেখ—আরম্ভ করিতেছেন। ১৮ পয়ারের সঙ্গে ৩০ পয়ারের সম্বন্ধ। **গৃহে**—অঙ্গনে। **নিরন্তর**—নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতি রাত্রিতে। **এক সংবৎসর**—সম্পূর্ণরূপে এক বৎসর। কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য হইতে জানা যায়, গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে (১৪৩০ শকের) মাঘ মাসের প্রথমভাগ হইতে মহাপ্রভু কীর্ত্তনরস প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন (৪।৭৬)। সন্ন্যাসগ্রহণের নিমিত্ত প্রভুর গৃহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতিরাত্রিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কীর্ত্তন চলিয়াছিল। ১৪৩১ শকের মাঘী সংক্রান্তিতে প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। সুতরাং বারমাসের কয়েকদিন বেশী সময়—মোটামুটীভাবে সম্পূর্ণ একবৎসরকাল-ব্যাপিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

৩১। কবাট দিয়া—কপাটের অর্গল বন্ধ করিয়া, যেন বাহির হইতে কেহ ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। **পরম আবেশে**—একান্তভাবে আবিষ্ট হইয়া। **পাষণ্ডী**—কীর্ত্তন-বিদ্বেষী বহির্ম্মুখ লোকগণ। **হাসিতে আইসে**—উপহাস করিতে বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে আসে। **না পায় প্রবেশ**—কপাট বন্ধ থাকে বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না।

কীর্ত্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি পুড়ি মরে। শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রাত্যহিক রাত্রি-কীর্ত্তন ব্যতীতও প্রভু নদীয়ার রাজপথাদিতে কীর্ত্তন প্রচার করিতেছিলেন; নবদ্বীপের কতকগুলি লোক এইরূপ কীর্ত্তনের অত্যন্ত বিরোধী ছিল; তাহারা সর্ব্বদাই এই কীর্ত্তনের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিত, কীর্ত্তনকারীদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত, কীর্ত্তন নষ্ট করার জন্যও নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিত। মহাপ্রভু এসমস্ত জানিয়াও কীর্ত্তনে নিরুৎসাহ হন নাই; বরং এসমস্ত বহির্ম্মুখ লোকদিগকে কীর্ত্তনের প্রতি উন্মুখ করার উদ্দেশ্যে কীর্ত্তনের দল লইয়াই কখনও কখনও তাহাদের সম্মুখীন হইতেন এবং তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং বিরুদ্ধাচরণাদিকে উপেক্ষা করিয়াও তাহাদের সম্মুখে কীর্ত্তন করিতেন; কারণ, প্রভুর এই সমস্ত কীর্ত্তনের একটী উদ্দেশ্যই ছিল—বহির্ম্মুখ লোকদিগকে অন্তর্ম্মুখ করা। কিন্তু শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুর কীর্ত্তন হইত তাঁহার নিজের এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের আস্বাদনের জন্য—প্রচার কিম্বা বহির্ম্মুখ লোকদিগকে অন্তর্ম্মুখ করাই শ্রীবাস-অঙ্গনের কীর্ত্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না; তাই তাঁহার সহিত সমভাবাপন্ন অন্তরঙ্গ পার্ষদগণকে লইয়াই প্রভু এই কীর্ত্তন করিতেন; বাহিরের লোকদিগকে, কিম্বা কীর্ত্তন-বিরোধী বহির্ম্মুখ লোকদিগকে শ্রীবাস-অঙ্গনের কীর্ত্তন-স্থলে যাইতে দেওয়া হইত না; কারণ, বাহিরের লোক প্রেমাবেশ-জনিত ভাব-ভঙ্গীর রহস্য জানিত না বলিয়া তাদৃশ ভাব-ভঙ্গীকে হয়তো বিকৃত-মস্তিষ্ক উন্মত্তের চেষ্টা মনে করিয়া কীর্ত্তনের প্রতি এবং কীর্ত্তনকারীদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব পোষণ করিয়া তাহাদের অপরাধী হওয়ার আশঙ্কা ছিল; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের মনোগত ভাব প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেও কীর্ত্তনকারীদের ভাবধারা ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল। আর যাহারা স্বভাবতঃই-কীর্ত্তন-বিরোধী, কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনকারীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যেই তাহারা কীর্ত্তনস্থলে আসিত; তাহারা প্রবেশ করার সুযোগ পাইলে, তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং সমালোচনার উৎপাতে কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করার সম্ভাবনাই থাকিত না। যাহাতে সপার্ষদ শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিরুপদ্রবে শ্রীবাস-অঙ্গনের কীর্ত্তনের রসাস্বাদন করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যেই কীর্ত্তনারম্ভের পূর্ব্বেই অঙ্গনের সদর-দরজার কপাট বন্ধ হইত—যেন অপর লোক প্রবেশ করিয়া বিঘ্ন জন্মাইতে না পারে। কীর্ত্তনানন্দ-উপভোগের সৌভাগ্য হইতে বহির্ম্মুখ লোকদিগকে বঞ্চিত করাই কপাট বন্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল না—তাহাদের উৎপাত হইতে কীর্ত্তনানন্দের নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষা করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। বস্তুতঃ বহির্ম্মুখ লোকগণ এক মাত্র ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যেই কীর্ত্তন-সময়ে শ্রীবাস-অঙ্গনের দিকে আসিত; কিন্তু কপাট বন্ধ থাকায় তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে পারিত না।

৩২। বাহিরে থাকিয়াই—ভিতরের কীর্ত্তন শুনিয়া—তাহার কোনও বিঘ্ন জন্মাইতে পারিতেছে না বলিয়া, তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও বিরুদ্ধ-সমালোচনা কীর্ত্তন-সময়ে কীর্ত্তনকারীদের কর্ণগোচর করিতে পারিতেছে না বলিয়া, হিংসায় ও বিদ্বেষে—বহির্ম্মুখ লোকগণ বাহিরে থাকিয়াই রুদ্ধ আক্রোশের জ্বালায় যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত। কীর্ত্তনকারীদের মধ্যে অপর-কাহারও কিছুই করিতে পারিবে না ভাবিয়া (বা জানিয়া) শেষকালে শ্রীবাসকে দুঃখ দেওয়ার জন্য—জব্দ করার জন্য—তাহারা নানাবিধ যুক্তি, নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। শ্রীবাসের বিরুদ্ধে বিশেষ আক্রোশের হেতু ছিল এই যে—"যাহা কেহ কোনও দিন দেখে নাই, শুনে নাই,—যাহাতে ব্রাহ্মণ শূদ্র, ভদ্র অভদ্র সকলেই এক সঙ্গে হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া নিরীহ নগরবাসীদের সুনিদ্রার ও শান্তির বিঘ্ন জন্মায়—এমন দেশরাজ্য-ছাড়া কীর্ত্তন—শ্রীবাস কেন তাহার বাড়ীতে হইতে দেয়? আর দেয় তো, তাহাদিগকে কেন সে স্থানে প্রবেশ করিতে দেয় না?"—ইহাই ছিল পাষণ্ডীদের মনোগত ভাব।

একদিন বিপ্র—নাম গোপালচাপাল।
পাষণ্ডী-প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল ॥ ৩৩
ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া ॥ ৩৪
কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল।
হরিদ্রা সিন্দূর আর রক্তচন্দন তণ্ডুল ॥ ৩৫
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজঘর গেলা।
প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস তাহা ত দেখিলা ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৩-৩৬। পাষণ্ডীগণ ষড়যন্ত্র করিয়া কিরূপে এক রাত্রে শ্রীবাসের বাড়ীর সম্মুখে মদ্যভাণ্ড রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাই বলা হইতেছে।

গোপাল চাপাল—নবদ্বীপবাসী একজন ব্রাহ্মণ; তাঁহর নাম ছিল গোপাল। বিদ্যৌদ্ধত্যে ইনি খুব চপলতা করিতেন বলিয়াই নাকি ইঁহাকে চাপাল বলা হইত; সাধারণতঃ গোপাল-চাপাল নামেই ইনি পরিচিত ছিলেন। কীর্ত্তন-বিরোধী পাষণ্ডীদের মধ্যে ইনিই ছিলেন সর্ব্বপ্রধান। **দুর্ম্মুখ**—যে খুব খারাপ কথা বলে; কটুভাষী। **বাচাল**—যে খুব বেশী কথা বলে। গোপাল-চাপাল খুব দুর্ম্মুখ ও বাচাল ছিলেন। **ভবানী**—শিবের পত্নী; ভগবতী। **সামগ্রী**—পূজার উপকরণ। **শ্রীবাসের দ্বারে**—শ্রীবাসের বাড়ীর সদর দরজার সম্মুখে বাহিরে। **ওড়ফুল**—জবাফুল; ভবানী-পূজায় জবাফুল লাগে। হরিদ্রা, সিন্দূর, রক্তচন্দন এবং তণ্ডুলও (চাউলও) ভবানী-পূজার উপকরণ। **শ্রীনিবাস**—শ্রীবাস।

শিবপত্নী ভবানী পরমাবৈষ্ণবী; মদ্য তাঁহার পূজার উপকরণ হইতে পারে না। গোপাল-চাপাল পাষণ্ডী বলিয়া পূজোপকরণের সঙ্গে মদ্যভাণ্ড রাখিয়াছিল।

ভবানী-শব্দে শিবপত্নীকে বুঝাইলেও এস্থলে ভবানীপূজা বলিতে শিবপত্নীর পূজাই গ্রন্থকারের অভীষ্ট বলিয়া মনে হয় না। মূলের পয়ারে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়—বর্ণিত ভবানীপূজা শিষ্ট ভব্যলোকদের নিকটে অত্যন্ত নিন্দিত ছিল। পরবর্ত্তী ৩৮ পয়ারে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া "বড় বড় লোক সব"কে বলিতেছেন—"নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানীপূজন। আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণসজ্জন॥" শ্রীবাসের এই উক্তিতে ভবানীপূজা-সম্বন্ধে একটা ঘৃণার ভাব সুস্পষ্ট। জগজ্জননী ভগবতীর পূজা-সম্বন্ধে ঘৃণার ভাব কেহই পোষণ করিতে পারেননা। চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু জগজ্জননীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া ভক্তবৃন্দকে মাতৃ-ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং জগজ্জননীরূপ ধারণ করিয়া সকলকে স্বীয় স্তন্যপানও করাইয়াছিলেন। এতাদৃশী জগজ্জননীর পূজার প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাই মনে হয়, গ্রন্থকার যে ভবানীপূজার কথা এস্থলে বলিয়াছেন, তাহা শিবপত্নী-ভবানীর পূজা নহে। অনুমান হয়, মদ্যপেরা হয়তো মদ্যের অধিষ্ঠাত্রী কোনও এক দেবতার কল্পনা করিয়া তাহাকেই ভবানী বলিত এবং মদ্যপূর্ণ ভাণ্ডে এই ভবানীরই পূজা (বা পূজার অভিনয়) করিত। মদ্য-ভাণ্ডই এই ভবানীর প্রতীক এবং এই ভবানী শিবপত্নী ভবানী নহেন। এই ভবানীর পূজা বস্তুতঃ মদ্যেরই পূজা। মদ্যপব্যতীত অন্য কেহ এই পূজা করিত না। তাই ইহা শিষ্ট-লোকদের নিকটে ঘৃণিত ছিল।

এক রাত্রিতে গোপাল-চাপাল শ্রীবাসের সদর দ্বারের সম্মুখে বাহিরে কতটুকু জায়গা লেপাইয়া সেই স্থানে এক খানা কলার পাতা পাতিয়া তাহার উপরে জবাফুল, হরিদ্রা, সিন্দূর, রক্তচন্দন এবং চাউল প্রভৃতি ভবানী-পূজার উপকরণাদি সাজাইয়া রাখিল এবং তাহার পাশে এক ভাণ্ড মদ্য রাখিয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেল। সেই রাত্রিতে অপর কেহ ইহা দেখে নাই; কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই শ্রীবাস সমস্ত দেখিতে পাইলেন।

এই ভবানীর নৈবেদ্য-সজ্জায় গোপাল-চাপালের বোধ হয় একটী হীন গূঢ় উদ্দেশ্যও ছিল। গোপাল-চাপাল রাত্রির অন্ধকারে গোপনে এই নৈবেদ্য সাজাইয়া গিয়াছে; কেহ তাহাকে দেখে নাই; তাহার ভরসা

বড়বড় লোক সব আনিল ডাকিয়া।
সভারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া—॥ ৩৭
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানীপূজন।
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ-সজ্জন॥ ৩৮
তবে সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার—।
ঐছে কর্ম্ম এথা কৈল কোন্ দুরাচার ?॥ ৩৯
'হাড়ি' আনাইয়া সব দূর করাইল।
জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল॥ ৪০
তিনদিন বই সেই গোপাল-চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ—বহে রক্তধার॥ ৪১
সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীটে—কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ছিল—প্রাতঃকালে যাহারা মদ্যভাণ্ডসহ নৈবেদ্য দেখিবে, তাহারাই মনে করিবে—শ্রীবাসই এই নৈবেদ্য সাজাইয়াছে; শ্রীবাস মদ্যপ, তাই ভবানী-পূজায় মদ্যভাণ্ড দিয়াছে, ভবানী-পূজার ছলে মদ্যপানই শ্রীবাসের উদ্দেশ্য। গোপাল-চাপালের হয়তো ইহাও ভরসা ছিল যে, ভবানীর নৈবেদ্যের সহিত মদ্যভাণ্ড দেখিয়া লোকে মনে করিবে, কেবল শ্রীবাসই নহে, শ্রীবাসের অঙ্গনে রাত্রিতে দ্বার বন্ধ করিয়া যাহারা কীর্ত্তন করে, তাহাদের সকলেই মদ্যপ—মদ্য পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া কীর্ত্তন করে বলিয়াই লোক-লোচনের নিকট হইতে মদ্যপানের বীভৎসতা গোপন করার উদ্দেশ্যে তাহারা দ্বার বন্ধ করিয়া দেয়; অপর লোককে প্রবেশ করিতে দেয় না।

৩৬ পয়ারে "শ্রীনিবাস তাহাত দেখিল"-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "শ্রীবাস তাহা দ্বারেতে দেখিল"—এইরূপ পাঠান্তর আছে। "শ্রীবাস" পাঠই সমীচীন মনে হয়।

৩৭-৩৮। প্রাতঃকালে শ্রীবাস এই অদ্ভুত ভবানী-নৈবেদ্য দেখিয়া স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইলেন এবং যে পাষণ্ড এই হীন ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহার মনোগত ভাবের প্রতিধ্বনি করিয়াই যেন হাসিতে হাসিতে উপহাসের স্বরে বলিলেন—"দেখুন আপনারা সকলে আমার কাণ্ড; আমি প্রত্যহই রাত্রিতে মদ্যপূর্ণ ভাণ্ড দ্বারা ভবানীপূজা করিয়া থাকি; নচেৎ আমার দ্বারে মদ্যভাণ্ডযুক্ত ভবানী-নৈবেদ্য থাকিবে কেন? ব্রাহ্মণ-সজ্জন সকলে আমার মহিমা দেখুন।"

শ্রীবাসও ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন; কিন্তু মদ্যপান তো দূরের কথা, মদ্য স্পর্শ করাও ব্রাহ্মণ-সজ্জনের পক্ষে নিন্দনীয় ছিল।

৩৯-৪০। **শিষ্ট-লোক**—ভব্য সজ্জন লোকসকল। **হাহাকার**—বিস্ময় ও আক্ষেপসূচক শব্দ। **দুরাচার**—হীনাচার, হীনপ্রকৃতির লোক। **হাড়ি**—নীচ জাতীয় লোকবিশেষ। **জল-গোময়**—জলের সহিত গোময় গুলিয়া। উচ্চজাতির পক্ষে মদ্য অস্পৃশ্য বস্তু ছিল বলিয়াই নীচজাতীয় হাড়ি আনাইয়া তাহা দ্বারা মদ্যভাণ্ড দূর করান হইল এবং অপবিত্র মদ্যভাণ্ডের স্পর্শে জবা-হরিদ্রাদি অন্যান্য উপকরণও অপবিত্র ও অস্পৃশ্য হইয়াছিল বলিয়াই সে সমস্তও হাড়ি দ্বারাই দূর করান হইল। আর মদ্যস্পর্শে সে স্থানও অপবিত্র হইয়াছিল বলিয়া গোময়জল দিয়া সেই স্থানও পবিত্র করা হইল। মদ্যভাণ্ড না থাকিলে, কেবল ভবানী-পূজার নৈবেদ্য স্বয়ং শ্রীবাসও দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিতেন, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত তিনি হয়তো স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদের ডাকিয়া আনার প্রয়োজনও মনে করিতেন না।

৪১-৪২। গোপাল-চাপাল এই ভক্তবিদ্বেষের বিষময় ফল হাতে হাতেই পাইল। যেদিন সে ভবানীর নৈবেদ্য সাজাইয়াছিল, তাহার পরে তিন দিনের মধ্যেই তাহার সর্ব্বাঙ্গে গলিত-কুষ্ঠ হইল; সমস্ত দেহে গলিত-কুষ্ঠের ক্ষতের মধ্যে অসংখ্য কীট (পোকা); তাহারা কুটকুট করিয়া সর্ব্বদা তাহার দেহস্থ ক্ষতে দংশন করিতে লাগিল; তাহাতে

গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত বসিয়া।
একদিন বোলে কিছু প্রভুরে দেখিয়া—॥ ৪৩
গ্রাম-সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।
ভাগিনা ! মুঞি কুষ্ঠব্যাধ্যে হইয়াছোঁ ব্যাকুল ॥ ৪৪
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার ॥ ৪৫
এত শুনি মহাপ্রভু হৈলা ক্রোধ মন।
ক্রোধাবেশে কহে তারে তর্জ্জন বচন—॥ ৪৬
আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটিজন্ম এইমত কীড়ায় খাওয়াইমু ॥ ৪৭
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন।
কোটিজন্ম হবে তোর রৌরবে পতন ॥ ৪৮
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার ॥ ৪৯
এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপী দুঃখ ভোগে, না যায় পরাণ ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

একদিকে যেমন সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্ত-পূঁজের ধারা বহিতে লাগিল, অপর দিকে আবার অসহ্য যন্ত্রণায় গোপাল-চাপাল ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

৪২ পয়ারে "জলয়ে অন্তর" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "জলে বাহ্যান্তর" পাঠান্তরও আছে; এই পাঠান্তর অধিকতর উপযোগী বলিয়া মনে হয়। **জ্বলে বাহ্যান্তর**—শরীরের ভিতর বাহির জ্বালা করে।

৪৩-৪৫। কুষ্ঠের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া গোপাল-চাপাল গঙ্গার ঘাটে এক গাছতলায় বসিয়া থাকিত। একদিন মহাপ্রভু গঙ্গাস্নানের উপলক্ষে সেই ঘাটে গিয়াছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া গোপাল-চাপাল অতি কাতরভাবে বলিল—"গ্রাম-সম্বন্ধে আমি তোমার মামা, তুমি আমার ভাগিনেয়; বাবা, কুষ্ঠব্যাধিতে আমি যারপরনাই কষ্ট পাইতেছি, যন্ত্রণায় আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি; সমস্ত লোককে উদ্ধার করিবার জন্যই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। বাবা, দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার কর।"

৪৬। সন্তানের প্রতি পিতার যেরূপ দয়া থাকে, গোপাল-চাপালের প্রতিও মহাপ্রভুর তদ্রূপ দয়া ছিল; এজন্যই তিনি গোপালের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই ক্রোধ দয়ারই বিকাশ; বাস্তবিক ক্রোধ নহে। দয়া বশতঃ সন্তানের মঙ্গলের জন্যই পিতা ক্রুদ্ধ হন। মহাপ্রভুও পরে শ্রীবাসের দ্বারা গোপালকে কৃপা করিয়াছিলেন।

৪৭-৪৮। গোপাল-চাপালের প্রতি রুষ্ট হইয়া প্রভু বলিলেন—"রে পাপি, তুই ভক্তদ্বেষী, তোর উদ্ধার নাই, কোটি জন্ম পর্য্যন্ত তোকে এইভাবে কুষ্ঠ-রোগের কীটের দংশন-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে—ইহাই ভক্তবিদ্বেষের উপযুক্ত শাস্তি।" **কীড়ায়**—কুষ্ঠ-রোগের কীট দ্বারা।

শ্রীবাসই মদিরাদ্বারা ভবানী-পূজা করিয়াছেন, এই অপবাদ রটাইবার জন্যই তুই (গোপাল-চাপাল) তাঁহার দ্বারে মদিরাদির দ্বারা ভবানী-পূজার নৈবেদ্য সাজাইয়া রাখিয়াছিলি। এই অপরাধে তোকে কোটি জন্ম রৌরব-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। **রৌরব**—সর্প হইতেও নিষ্ঠুর এক প্রকার জন্তুকে রুরু বলে; যে নরকে ঐ রুরু-নামক জন্তু পাপীকে দংশনাদির দ্বারা কষ্ট দেয়, তাহাকে রৌরব বলে।

৪৯। পাষণ্ডীদের দুষ্কর্ম্মের বিষময় ফল লোকের সাক্ষাতে প্রকটিত করিলে তাহা দেখিয়া ভয়ে লোক দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হইবে—এই উদ্দেশ্যেই ভগবান্ কখনও কখনও পাষণ্ডদের মধ্যে কাহারও কাহারও জন্য আদর্শ-শাস্তির ব্যবস্থা করেন। দুষ্কর্ম্মের তীব্র ফল দেখিয়া লোক ভীত হইয়া দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হইলে তখন তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচারের সুবিধা হয়, অজ্ঞাত এবং পূর্ব্বজন্মকৃত দুকর্ম্মের শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্যও লোকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে ইচ্ছুক হইতে পারে।

৫০। **না যায় পরাণ**—প্রাণান্তকর দুঃখ হইলেও দুঃখে গোপাল-চাপালের প্রাণবিয়োগ হয় নাই;

সন্ন্যাস করি প্রভু যদি নীলাচলে গেলা।
তথা হইতে যবে কুলিয়াগ্রামেতে আইলা ॥ ৫১
তবে সেই পাপী লইল প্রভুর শরণ।
হিতোপদেশ কৈল প্রভু হঞা সকরুণ ॥ ৫২
শ্রীবাসপণ্ডিতস্থানে হইয়াছে অপরাধ।
তাহাঁ যাহ, তেঁহ যদি করেন প্রসাদ ॥ ৫৩
তবে তোর হবে এই পাপবিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ ॥ ৫৪
তবে বিপ্র লৈল আসি শ্রীবাস শরণ।
তাঁর কৃপায় পাপ তার হৈল বিমোচন ॥ ৫৫
আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে।
দ্বারে কবাট, না পাইল ভিতরে যাইতে ॥ ৫৬
ফিরি গেলা ঘর বিপ্র মনে দুঃখ পাঞা।
আর দিন প্রভুরে কহে গঙ্গায় লাগ পাঞা ॥ ৫৭
শাপিব তোমারে মুঞি পাঞাছি মনোদুঃখ।
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ—॥ ৫৮
সংসারসুখ তোমার হউক বিনাশ।
শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কারণ, প্রাণবিয়োগ হইলেই দুঃখের অবসান হয়, পাপের শাস্তি আর ভোগ করা হয় না ; তাই ভগবান্ তাহার মৃত্যু ঘটান নাই।

৫১-৫২। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে প্রভু গোপাল-চাপালকে কৃপা করেন নাই ; সন্ন্যাসের পরে তিনি নীলাচলে যান ; নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে জননী ও জাহ্নবীকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে প্রভু যখন গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি—গঙ্গার যে পাড়ে নবদ্বীপ অবস্থিত, তাহার বিপরীত পাড়ে কুলিয়া-গ্রমে আসিয়াছিলেন ; তখন কুলিয়াগ্রামেই গোপাল-চাপাল আবার প্রভুর শরণাপন্ন হয় ; তখন প্রভু কৃপা করিয়া তাহার উদ্ধারের উপায় বলিয়া দেন। **কুলিয়া**—নবদ্বীপের সম্মুখে গঙ্গার অপর পাড়ে কুলিয়া নামে গ্রাম ছিল ; এখন তাহা গঙ্গাগর্ভে লোপ পাইয়াছে।

৫৩-৫৪। প্রভু কৃপা করিয়া গোপাল-চাপালকে বলিলেন—"শ্রীবাস-পণ্ডিতের নিকটে তোমার অপরাধ হইয়াছে ; তাঁহার নিকটে যাও, তাঁহার শরণ লও ; তিনি যদি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, আর যদি তুমি ভবিষ্যতে কখনও কোনও ভক্তের প্রতি কোনওরূপ বিদ্বেষ-ভাব পোষণ না কর, তাহা হইলে তোমার পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, তুমি রোগমুক্ত হইবে।"

শ্রীবাস পণ্ডিতস্থানে ইত্যাদি—শ্রীবাসের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করিয়া তাঁহার দ্বারে মদ্যভাণ্ড সহ ভবানীপূজার নৈবেদ্য সাজাইয়া রাখায় তাঁহার চরণে গোপাল-চাপালের অপরাধ হইয়াছে। ভক্ত-বিদ্বেষই অপরাধের হেতু। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ। **এই পাপবিমোচন**—যে ভক্তবিদ্বেষ-জনিত পাপের ফলে তোমার দেহে গলিত-কুষ্ঠ হইয়াছে, সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি। **পুনঃ যদি** ইত্যাদি—কেবল শ্রীবাস প্রসন্ন হইলেই তোমার নিস্তার নাই, শ্রীবাসের প্রসন্নতা যেমন অপরিহার্য্য, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে তোমারও ভক্তবিদ্বেষ পরিহার করা প্রয়োজন ; নচেৎ তোমার উদ্ধার নাই।

৫৫। **তবে**—প্রভুর উপদেশ শুনিয়া। **বিপ্র**—গোপাল-চাপাল। **শ্রীবাস-শরণ**—শ্রীবাসের চরণে আশ্রয়। **তাঁর-কৃপায়**—শ্রীবাসের কৃপায়।

৫৬-৫৯। গোপাল-চাপালের বিবরণ বলিয়া আর এক বিপ্রের কথা বলিতেছেন। ইনিও কীর্ত্তন দেখিবার নিমিত্ত শ্রীবাসের অঙ্গনে যাইতেছিলেন ; কিন্তু কপাট বন্ধ বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরে এক দিন গঙ্গার ঘাটে প্রভুকে দেখিয়া বলিলেন—"নিমাই, তোমারা কপাট বন্ধ করিয়া কীর্ত্তন কর, আমি ঢুকিতে না পারিয়া মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি ; আমার মনের দুঃখ এখনও যায়

প্রভুর শাপবার্ত্তা যেই শুনে শ্রদ্ধাবান্।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ॥ ৬০
মুকুন্দদত্তে কৈল দণ্ডপরসাদ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তের সব অবসাদ ॥ ৬১
আচার্য্যগোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি।
তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি ॥ ৬২
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজান ॥ ৬৩
তবে আচার্য্য গোসাঞির আনন্দ হইল।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাই; সেই দুঃখে আমি তোমাকে আজ অভিসম্পাত করিব।" ইহা বলিয়া সেই উগ্রস্বভাব দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণ নিজের পৈতা ছিঁড়িয়া এই বলিয়া প্রভুকে শাপ দিলেন যে—"তোমার সংসার-সুখ বিনষ্ট হউক।"

শাপিব—শাপ দিব। **ছিণ্ডিয়া**—ছিঁড়িয়া। **শাপে**—শাপ দেয়। **প্রচণ্ড**—উগ্রস্বভাব; রুক্ষস্বভাব। **দুর্ম্মুখ**—যাহার মুখ খারাপ; যে লোককে রূঢ় কথা বলে। **সংসার-সুখ**—গৃহস্থাশ্রমের সুখ। "সংসার-সুখ তোমার" ইত্যাদিই প্রভুর প্রতি বিপ্রের অভিসম্পাত। **উল্লাস**—আনন্দ।

বিপ্রের শাপ শুনিয়া প্রভুর চিত্তে অত্যন্ত আনন্দ হইল। প্রভুর সংসার-সুখ নষ্ট হওয়ার জন্য বিপ্র শাপ দিয়াছিলেন। সংসার-সুখ নষ্ট হওয়ার একাধিক অর্থ থাকিতে পারে। কাহারও হয়তো সংসার-সুখ-ভোগের বলবতী বাসনা আছে; কিন্তু তাহার অর্থবিত্ত সমস্ত নষ্ট হইয়া গেলে, উপার্জ্জনের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গেলে, স্ত্রীপুত্রাদি রোগে অসমর্থ হইয়া গেলে বা মরিয়া গেলে—তাহার আর সংসার-সুখ-ভোগের সম্ভাবনা থাকে না; এইরূপ লোকের এই ভাবে সংসার-সুখ নষ্ট হইলে তাহার উল্লাস হইতে পারে না, অবর্ণনীয় দুঃখই উপস্থিত হয়। বিপ্রের অভিসম্পাতে প্রভুর যখন উল্লাস হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, সংসার-সুখ-ভোগের জন্য প্রভুর বলবতী বাসনা ছিল না এবং পূর্ব্বোক্তরূপে সংসার-সুখের বিনাশও তিনি আশঙ্কা করেন নাই। আবার কেহ এমন আছেন, কোনও রকমে সংসার হইতে ছুটী পাইতে পারিলে, অথবা কোনও উপায়ে সংসার-সুখের বাসনা দূর করিতে পারিলে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসাদি গ্রহণ করিয়া ভগবদ্ভজন করিতে পারিলেই যিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন। এরূপ লোক যখন ভজনের উদ্দেশ্যে সংসারকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যায়েন, তখনও সাধারণ লোক মনে করে যে, তাহার সংসার-সুখ নষ্ট হইয়াছে। বিপ্রের অভিসম্পাতের কথা শুনিয়া প্রভু সম্ভবতঃ এই জাতীয় সংসার-সুখ-নাশের কথাই মনে করিয়াছিলেন (সংসার-ভোগে যাহাদের তীব্র বাসনা নাই, ভগবদ্ভজনের জন্যই যাহারা উন্মুখ, সংসার-সুখ-নাশের এই জাতীয় ধারণাই তাহাদের মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক)। বিপ্র যখন প্রভুকে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই (লৌকিক-লীলানুরোধে) প্রভু ভগবদ্ভজনে অত্যন্ত উন্মুখ হইয়াছিলেন, তাই সর্ব্বদা কীর্ত্তনাদিতে নিযুক্ত থাকিতেন। বিপ্রের অভিসম্পাত শুনিয়া তিনি মনে করিলেন—"বিপ্রের শাপে যদি সংসার-সুখ আমা-হইতে দূরে সরিয়া যায়, আমার চিত্তকে আর আকৃষ্ট না করে, তাহা হইলে তো আমার পরম-সৌভাগ্য, আমি নিশ্চিন্ত মনে একান্ত ভাবে ভগবদ্ভজন করিতে পারিব।"—ইহা ভাবিয়াই প্রভুর উল্লাস হইয়াছিল।

৬০। **প্রভুর শাপবার্ত্তা**—প্রভুর প্রতি বিপ্রের শাপের কথা। **যেই শুনে শ্রদ্ধাবান্**—শ্রদ্ধাবান্ হইয়া (শ্রদ্ধার সহিত) যিনি শুনেন। **ব্রহ্মশাপ**—ব্রাহ্মণের প্রদত্ত অভিসম্পাত। **পরিত্রাণ**—মুক্তি।

৬১। **দণ্ড-পরসাদ**—দণ্ড-প্রসাদ; দণ্ডরূপ অনুগ্রহ। **অবসাদ**—গ্লানি। মুকুন্দদত্তের প্রতি প্রভুর দণ্ডের কথা ১।১২।৩৯ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

৬২-৬৪। **আচার্য্য গোসাঞি**—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য। **গুরুভক্তি**—গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী-গোস্বামীর শিষ্য, সুতরাং মহাপ্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সতীর্থ—গুরু-ভ্রাতা; তাই প্রভু তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন। **তাহাতে**—প্রভু তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন

মুরারিগুপ্ত মুখে শুনি রামগুণগ্রাম।
ললাটে লিখিল তার 'রামদাস' নাম॥ ৬৫
শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জল পান।
সমস্ত ভক্তের দিল ইষ্টবরদান॥ ৬৬
হরিদাসঠাকুরেরে করিল প্রসাদ।
আচার্য্য-স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলিয়া। **দুঃখমতি**—দুঃখিত; মহাপ্রভু তাঁহাকে অনুগত ভৃত্য মনে করিয়া কৃপা করুন, ইহাই ছিল আচার্য্যের অভিপ্রায়; কিন্তু তাহা না করিয়া প্রভু তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন বলিয়া আচার্য্যের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইত। **ভঙ্গীকরি** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈত মনে করিলেন—"প্রভু অন্ততঃ মনে মনেও যদি আমাকে ভৃত্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে কোনও গুরুতর অন্যায় কাজ করিলে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে শাস্তি দিবেন। এইরূপ শাস্তির ব্যপদেশেও যদি বুঝিতে পারি যে, আমার প্রতি প্রভুর ভৃত্যবৎ বাৎসল্য আছে, তাহা হইলেও আমি নিজকে কৃতার্থ মনে করিব।" এইরূপ ভাবিয়া প্রভুর ক্রোধ-উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীঅদ্বৈত স্বীয় শিষ্যদের নিকটে যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা করিয়া জ্ঞান-মার্গের প্রাধান্য স্থাপন করিতে লাগিলেন। অন্য সমস্ত সাধন-মার্গের উপরে ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈতেরই আহ্বানে প্রভুর অবতার; এই ভক্তি-প্রচারে শ্রীঅদ্বৈতই প্রভুর একজন প্রধান সহায়। এইরূপ অবস্থায় স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈতই যদি ভক্তির উপরে জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে প্রভু যে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বস্তুতঃ আচার্য্যের ব্যাখ্যার কথা শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং ক্রোধাবেশে শান্তিপুরে যাইয়া আচার্য্যকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়াছিলেন। শাস্তির বিবরণ আদিলীলার দ্বাদশ-পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য। **অবজান**—অবজ্ঞা; শাস্তি। **তবে আচার্য্য গোসাঞির** ইত্যাদি—প্রভুর হাতে অভিলষিত দণ্ড পাইয়া আচার্য্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। **লজ্জিত হইয়া** ইত্যাদি—প্রভুও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আচার্য্যের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিলেন। প্রভুর লজ্জার কারণ এই যে, বয়োবৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যকে তিনি যথেষ্ট কিলাইয়াছিলেন—কিলাইতে কিলাইতে মাটীতে শোয়াইয়া ফেলিয়াছিলেন; তাহা দেখিয়া অদ্বৈত-গৃহিণী শ্রী ও সীতা ঠাকুরাণী পর্য্যন্ত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন। প্রভুর ক্রোধ প্রশমিত হইলে তিনি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার এই কঠোর শাস্তিতেও শ্রীঅদ্বৈত মনঃক্ষুণ্ণ হয়েন নাই, বরং আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, তখন প্রভুর লজ্জিত হওয়াই স্বাভাবিক। লজ্জিত হইয়া প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে একটী বর দিলেন; তাহা এই:—"তিলার্দ্ধেকো যে তোমার করিবে আশ্রয়। সে কেনে পতঙ্গ কীট পশুপক্ষী নয়॥ যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ। তথাপি তাহারে মুঞি করিমু প্রসাদ॥ শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ১৯।" ইহাই শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি প্রভুর প্রসন্নতার পরিচায়ক।

৬৫। **রাম গুণগ্রাম**—শ্রীরামচন্দ্রের গুণসমূহ (মহিমা)। **ললাটে**—কপালে। **রামদাস**—শ্রীরামচন্দ্রের দাস; শ্লেষে শ্রীহনুমান। শ্রীমুরারিগুপ্ত ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত। পূর্ব্বলীলায় তিনি ছিলেন হনুমান (গৌর-গণোদ্দেশ। ৯১)।

৬৬। **শ্রীধরের**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অনুগত খোলাবেচা-ভক্ত শ্রীধরের। **লৌহপাত্রে**—লৌহনির্ম্মিত ঘটীতে। **দিল ইষ্ট বর দান**—শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রকাশের সময়ে ভক্তগণকে প্রভু অভীষ্ট বর দান করিয়াছিলেন।

কীর্ত্তন লইয়া প্রভু তাঁহার পরমভক্ত খোলাবেচা দরিদ্র শ্রীধরের বাড়ীতে গিয়া দেখেন, উঠানে একটী ভাঙ্গা লোহার ঘটী পড়িয়া আছে; প্রভু ঐ ঘটীতে করিয়া তখন জলপান করিয়াছিলেন।

৬৭। **হরিদাস ঠাকুরের** ইত্যাদি—মহাপ্রকাশের সময় প্রভু ডাকিয়া বলিলেন—"হরিদাস, আমাকে

ভক্তগণে প্রভু নাম মহিমা কহিল।
শুনি এক পঢ়ুয়া তাহা 'অর্থবাদ' কৈল ॥ ৬৮
নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ।
সভে নিষেধিল—ইহার না দেখিহ মুখ ॥—৬৯
সগণে সচেলে যাঞা কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাহাঁ করিল ব্যাখ্যান ॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেখ। আমার দেহ হইতে তুমি বড়। যবনগণ যখন তোমাকে বেত্রাঘাতে দুঃখ দিতেছিল, তখন তাদের সকলকে সংহার করিবার উদ্দেশ্যে চক্রহস্তে আমি বৈকুণ্ঠ হইতে নামিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি তাহাদের মঙ্গলচিন্তা করিতেছিলে বলিয়া তাদের সংহার করিতে পারি নাই; তখন আমিই তোমার পৃষ্ঠে পতিত হইয়া প্রহার সহ্য করিয়াছি; এখনও অঙ্গে চিহ্ন আছে। হরিদাস, তোমার দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়াই আমাকে শীঘ্র অবতীর্ণ হইতে হইল।" প্রভুর করুণার কথা শুনিয়া হরিদাস মূর্চ্ছিত হইলেন, পরে প্রভুর কথায় বাহ্য প্রাপ্ত হইলে প্রভুর গুণ স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। শেষে প্রভুর চরণে তিনি প্রার্থনা করিলেন, যেন জন্মে জন্মে তিনি প্রভুর ভক্তের উচ্ছিষ্ট-ভাজন হইতে পারেন; "শচীর নন্দন বাপ! কৃপা কর মোরে। কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্তঘরে॥" প্রভু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"হরিদাস! তিলার্দ্ধেকও তুমি যার সঙ্গে কথা বল, যে এক দিনও তোমার সঙ্গে বাস করে, সে ব্যক্তি নিশ্চই আমাকে পাইবে।" আরও প্রভু বলিলেন—"মোর স্থানে মোর সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে। বিনি অপরাধে তোরে ভক্তি দিল দানে॥" "হরিদাস প্রতি বর দিলেন যখনে। জয় জয় মহাধ্বনি উঠিল তখনে॥" শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ১০॥

আচার্য্য-স্থানে—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে। **মাতার**—শ্রীশচীমাতার।

শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যকে পরম-ভাগবত জানিয়া মহাপ্রভুর বড়ভাই বিশ্বরূপ সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট আসা-যাওয়া করিতেন। পরে বিশ্বরূপ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তখন শচীমাতা মনে করিলেন যে, অদ্বৈতই বিশ্বরূপকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং অদ্বৈতের কথাতেই বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পরে নিমাইও যখন অদ্বৈতের নিকটে একটু যেন বেশী রকম আসা-যাওয়া করিতে লাগিলেন, তখন শচীমাতা মনে করিলেন যে, অদ্বৈত নিমাইকেও বিশ্বরূপের ন্যায় সংসার ত্যাগ করাইবেন। এইরূপ ভাবিয়া শচীমাতা মনে মনে শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন। ইহাই শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে শচীমাতার অপরাধ। মহাপ্রকাশের দিন এই অপরাধের জন্য তিনি শচীমাতাকে প্রেম দান করিলেন না; এবং বলিলেন, যদি শচীমাতা শ্রীঅদ্বৈতের পদধূলি গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার অপরাধ খণ্ডন হইবে এবং তখন তিনি প্রেমলাভ করিতে পারিবেন। শচীমাতা পদধূলি গ্রহণ করিতে গেলেন, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত যশোদা-তুল্যা শচীমাতাকে পদধূলি দিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। শচীমাতার তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে করিতে তিনি যখন আবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার অজ্ঞাতসারে শচীমাতা পদধূলি গ্রহণ করিলেন। এইরূপে তাঁহার অপরাধ খণ্ডন হওয়ায় তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার শরীরে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য ২২শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬৮। **পঢ়ুয়া**—ছাত্র। **অর্থবাদ**—অতিরঞ্জিত প্রশংসাবাক্য। "হরিনামের যে মহিমার কথা বলা হইল, তাহা অতিরঞ্জিত প্রশংসামাত্র—প্রকৃত পক্ষে হরিনামের এত মহিমা থাকিতে পারে না"—এইরূপ উক্তিকে অর্থবাদ বলে। হরিনামে অর্থবাদকল্পনা একটী নামাপরাধ। **কৈল**—কহিল।

একদিন ভক্তগণের নিকটে প্রভু শ্রীহরিনামের মহিমা বর্ণন করিলেন; সে স্থানে এক পঢ়ুয়া ছিল; সেও প্রভুর মুখে নামের মহিমা শুনিল; শুনিয়া বলিল—"নামের এত মহিমা থাকিতে পারে না; ইনি যাহা বলিলেন, তাহা অর্থবাদ—অতিরিক্ত প্রশংসা মাত্র।"

৬৯-৭০। **নামে স্তুতিবাদ**—হরিনামে অর্থবাদ; নাম-মাহাত্ম্যকে অতিরঞ্জিত স্তুতিবাক্য মাত্র

জ্ঞান কর্ম্ম যোগ ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক প্রেমভক্তিরস ॥ ৭১

তথাহি—ভাঃ—১১।১৪।২০

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ন সাধয়তীতি। মৎসাধনার্থং প্রযুক্তোঽপি যোগাদিস্তথা মাং ন সাধয়তি বরায়োন্মুখং করোতি। যথা ঊর্জ্জিতা ভক্তিঃ সাধনাত্মিকা। শ্রীজীব ৫।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মনে করার কথা। **সভে নিষেধিল**—প্রভু সকল ভক্তকে নিষেধ করিলেন। **ইহার না দেখিহ মুখ**—নাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ-কল্পনাকারী এই পঢ়ুয়ার মুখ দর্শন করিওনা। **সগণে**—গণের (সঙ্গীয়-লোক সকলের) সহিত। **সচেলে**—চেলের (পরিহিত বস্ত্রের) সহিত; সবস্ত্রে। **তাহাঁ**—সেই স্থানে; গঙ্গাস্নানের স্থানে।

পঢ়ুয়ার মুখে নাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ-কল্পনার কথা শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; সকলকে বলিয়া দিলেন, কেহ যেন ঐ নামাপরাধী পঢ়ুয়ার মুখদর্শন না করে। তারপর নামাপরাধী পঢ়ুয়ার মুখদর্শনে দেহ অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া সঙ্গীয় সমস্ত লোকের সহিত প্রভু সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করিলেন এবং গঙ্গাস্নান করিতে করিতে তাঁহাদের নিকটে তিনি ভক্তির মহিমা বর্ণনা করিলেন।

নাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ-কল্পনায় যে অপরাধ হয়, তাহার গুরুত্ব-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রভু নামাপরাধীর মুখদর্শন নিষেধ করিলেন এবং নামপরাধীর দর্শনে সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হওয়ার ব্যবস্থা করিলেন।

৭১। **জ্ঞানকর্ম্ম যোগধর্ম্ম**—জ্ঞানমার্গ, কর্ম্মমার্গ, বা যোগমার্গের সাধনে। **কৃষ্ণবশ-হেতু**—কৃষ্ণকে বশীভূত করার এক মাত্র হেতু। **প্রেমভক্তিরস**—প্রেমভক্তিরূপ রস। বিভাব-অনুভাবাদি-সামগ্রীর মিলনে প্রেমলক্ষণা-ভক্তি রসে পরিণত হয় (ভূমিকায় ভক্তিরস-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥ মাঠর শ্রুতিঃ ॥"

শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর; ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্তই তিনি লালায়িত এবং সেই সেই প্রেমরস নির্য্যাসদ্বারাই তাঁহাকে বশীভূত করা যায়; ভক্তিমার্গই সেই শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণ-যোগ্যা প্রেমভক্তি লাভ করিবার একমাত্র সাধন; জ্ঞানমার্গ, কর্ম্মমার্গ বা যোগমার্গে সেই প্রেমভক্তিও লাভ করা যায় না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকেও বশীভূত করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করার উদ্দেশ্য—নিজের ইচ্ছানুরূপ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহার প্রীতিসম্পাদন মাত্র।

এই পয়ার—ভক্তির মহিমা-ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে ভক্তগণের প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তি। এই পয়ারের উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে "ন সাধয়তি"-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

কোনও কোনও গ্রন্থে "প্রেমভক্তিরস"-স্থলে "নাম-প্রেমরস"-পাঠ দৃষ্ট হয়। নাম-প্রেমরস—নাম (শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন) ও প্রেমরস; নামকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে যে প্রেমভক্তি লাভ হয়, বিভাব-অনুভাবাদির সম্মিলনে রসরূপে পরিণত সেই প্রেমভক্তি।

শ্লো। ৫। অন্বয়। উদ্ধব (হে উদ্ধব)! মম (আমার) উর্জ্জিতা (দৃঢ়া) ভক্তিঃ (ভক্তি) মাং (আমাকে) যথা (যেরূপ) সাধয়তি (সাধন করে—বশীভূত করে) তথা (সেইরূপ—বশীভূত করিতে) ন যোগঃ (যোগ পারে না) ন সাংখ্যং (সাংখ্য পারে না) ন ধর্ম্মঃ (ধর্ম্ম পারে না) ন স্বাধ্যায়ঃ (বেদাধ্যায়ন পারে না), ন তপঃ (তপস্যা পারে না) ন ত্যাগঃ (ত্যাগ—সন্ন্যাস—পারে না)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হে উদ্ধব! মদ্‌বিষয়ক দৃঢ়ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে—যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং সন্ন্যাসও সেইরূপ পারে না।" ৫।

মুরারিকে কহে—তুমি কৃষ্ণ বশ কৈলা।
শুনিয়া মুরারি শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা॥ ৭২

তথাহি তত্রৈব (১০।৮১।১৬)—
ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ক্বেতি। পাপীয়ান্ দুর্ভগঃ কৃষ্ণঃ সাক্ষাৎভগবান্। এবং কৃষ্ণত্ব-পাপীয়স্ত্বয়ো দারিদ্র্য-শ্রীনিকেতত্বায়া বিরোধঃ। তথাপি ব্রহ্মবন্ধঃ বিপ্রকুলজাত ইতি বাহুভ্যাং দ্বাভ্যামেব পরিরম্ভিতঃ পরিরব্ধঃ। স্ম বিস্ময়ে। এবং পরিরম্ভে বিপ্রত্বমেব কারণমুক্তং নতু সখ্যং তত্রাত্মানোঽতীবাযোগ্যত্বমননাৎ। অতো ভগবতো ব্রহ্মণ্যেতৈব শ্লাঘিতা, ন তু ভক্তবৎসলতাপীতি ন কেবল পরিরব্ধ এব। শ্রীসনাতন। ৬।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উর্জ্জিতা—জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত বিশুদ্ধা ও দৃঢ়া। **যোগঃ**—অষ্টাঙ্গ যোগ। **সাংখ্য**—সাংখ্যযোগ। **ধর্ম্ম**—স্বধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, কর্ম্মমার্গ। **স্বাধ্যায়ঃ**—বেদাধ্যয়ন। **তপঃ**—তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন। **ত্যাগঃ**—সংসার ত্যাগ, সন্ন্যাস। **মাং-সাধয়তি**—আমাকে সাধন করে; আমাকে বশীভূত করে।

যোগ-কর্ম্মাদি অন্যান্য সাধনমার্গ-অপেক্ষা ভক্তি-মার্গই শ্রেষ্ঠ; কারণ, এক মাত্র ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে সাধকের বশীভূত করিতে সমর্থ; যোগ-কর্ম্মাদি সম্যক্ বশীকরণে সমর্থ নহে—ইহাই এই শ্লোকে দেখান হইল। পূর্ব্ব পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৭২। **মুরারিকে**—মুরারিগুপ্তকে। **কহে**—প্রভু কহেন। **শ্লোক**—নিম্নে উদ্ধৃত "ক্বাহং"—ইত্যাদি শ্লোক; দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার বাল্যবন্ধু শ্রীদাম-বিপ্রকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীদাম এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন (নিম্নলিখিত শ্লোকের টীকার-শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

শ্লো। ৬। অন্বয়। দরিদ্রঃ (দরিদ্র—গরীব) পাপীয়ান্ (পাপী) অহং (আমি) ক্ব (কোথায়), শ্রীনিকেতনঃ (লক্ষ্মীর আবাসস্থল) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ক্ব (কোথায়)? ব্রহ্মবন্ধুঃ (ব্রহ্মবন্ধু—আমি) ইতি (তাই) স্ম (অহো) অহং (আমি) বাহুভ্যাং (কৃষ্ণের বাহুদ্বয় দ্বারা) পরিরম্ভিতঃ (আলিঙ্গিত)।

অনুবাদ। শ্রীদাম-বিপ্র কহিলেন—"অহো! কোথায় আমি লক্ষ্মীবিহীন দরিদ্র পাপী, আর কোথায় সেই শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ! আমি ব্রহ্মবন্ধু বলিয়াই তিনি বাহুদ্বারা আমার আলিঙ্গন করিলেন। ৬।"

শ্রীদাম-বিপ্র বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন; উভয়ে এক সঙ্গে লেখা পড়া শিখিয়াছেন, এক সঙ্গে খেলাধূলা করিয়াছেন; উভয়ের মধ্যে খুব প্রীতি ছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকার অধিপতি হইয়াছেন, তখন শ্রীদাম এত দরিদ্র যে, ভিক্ষা করিয়া দিনান্তেও একবার নিজে খাইতে পারেন না, নিজের পরিবারকেও খাওয়াইতে পারেন না। অভাবের তাড়না আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার পত্নী একদিন তাঁহাকে বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ তো তোমার বাল্যবন্ধু; তিনি এখন দ্বারকার রাজা; তুমি যদি একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, তাহা হইলে তোমার কিছু উপকার হইতে পারে।" পত্নীর কথায় কম্পিত-হৃদয়ে শ্রীদাম দ্বারকায় চলিলেন। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছেন, অনেক দিন পরে; বন্ধুর জন্য কি উপহার লইয়া যাইবেন? ঘরেও কিছুই নাই; ব্রাহ্মণী প্রতিবেশীর গৃহ হইতে চারি মুষ্টি চিড়া আনিয়া দিলেন; বিপ্র তাহাই কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া চলিলেন। দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া রাজপুরীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন; সঙ্কোচে চিড়ার পুটুলি বগলে লুকাইলেন। কম্পিত-হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন মণিকাঞ্চন-খচিত বহুমূল্য পর্য্যঙ্কে রুক্মিণী-দেবীর গৃহে শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। শ্রীদামকে দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণ উঠিয়া আসিয়া দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পর্য্যঙ্কে বসাইয়া তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন; রুক্মিণী-দেবী তাঁহাকে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ চিড়ার পুটুলির কথাও জানিতে পারিয়াছেন; তাই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তিনি বলিলেন—"সখা, আমার জন্য কি আনিয়াছ দাও।" শ্রীদাম তো লজ্জায় সঙ্কোচে একেবারে জড়সড়; এত ঐশ্বর্য্য যাঁর, স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর পাদ-সেবা করিতেছেন, ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গ যাঁর কৃপা-কটাক্ষের জন্য লালায়িত, তাঁহার হাতে এক মুষ্টি চিড়া শ্রীদাম কিরূপে দিবেন? তিনি চিড়া বাহির করেন না—বরং বগল আরও চাপিয়া ধরেন। কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রের বগল হইতে জোর করিয়া চিড়ার পুটুলি বাহির করিয়া খাইতে লাগিলেন—ভক্তের প্রীতির বস্তু তিনি আস্বাদন না করিয়া কি থাকিতে পারেন? শ্রীদামের এক মুষ্টি চিপিটকের সহিত যে প্রীতি মিশ্রিত হইয়া আছে, তাহার তুলনায় সমগ্র পৃথিবীর রাজ্যৈশ্বর্য্যও যে নিতান্ত তুচ্ছ!

যাহা হউক, শ্রীদামের প্রীতির বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তো তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহার চিড়া খাইলেন। এখন, প্রীতির স্বভাবই এই—যাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি যত বেশী বিকশিত হয়, নিজের দৈন্য—নিজের হেয়তা-জ্ঞান—তাঁহার তত বেশী হয়, তিনি নিজেকে তত বেশী অযোগ্য বলিয়া মনে করেন। শ্রীদামেরও তাহাই হইল; তাই শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে তিনি বিস্মিত হইলেন; তিনি মনে মনে ভাবিলেন—"কি আশ্চর্য্য! আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য, লক্ষ্মীর কৃপার ছায়াও আমাকে স্পর্শ করে নাই; তাই আমি এত দরিদ্র যে, দিনান্তেও একবার মুখে এক মুষ্টি অন্ন দিতে পারি না। আর এই শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহার পাদসেবা করেন, তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিলাস করেন। তাঁহার সঙ্গে আমার তুলনা! আমি মহাপাপী, কত জন্ম-জন্মান্তরের পাপ আমার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে; আমার দুরবস্থাই তাহার প্রমাণ। আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্!! কোথায় আমি, আর কোথায় তিনি!! তথাপি তিনি যে আমায় আলিঙ্গন করিলেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তবে ইহার একটী কারণ বোধ হয় আছে; শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মণ্যদেব, আর—আমি ব্রাহ্মণ-বংশের কলঙ্ক—ব্রহ্মবন্ধু—হইলেও ব্রাহ্মণ-বংশেই আমার জন্ম; তাই ব্রাহ্মণ-বংশের মর্য্যাদারক্ষার্থই বোধ হয়, তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন।"

বস্তুতঃ ভক্ত-বৎসলতা-গুণের বশীভূত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরম-ভক্ত শ্রীদামকে আলিঙ্গন করিয়াছেন; শ্রীদামের কিন্তু ভক্ত-অভিমান ছিল না বলিয়া দৈন্যবশতঃ—শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-বাৎসল্যকে আলিঙ্গনের হেতু মনে না করিয়া তাঁহার ব্রহ্মণ্যতাকেই হেতু মনে করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীদামবিপ্রের নাম নাই। আছে কেবল "কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ—ব্রহ্মবিত্তম কোনও এক ব্রাহ্মণ॥ শ্রীভা, ১০।৮০।৬॥" শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮১ অধ্যায় হইতে জানা যায়, এই ব্রাহ্মণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়াছিলেন। তদনুসারে অষ্টোত্তরশতনামে শ্রীকৃষ্ণের একটী নামও দৃষ্ট হয়—শ্রীদামরঙ্গ-ভক্তার্থ-ভূম্যানীতেন্দ্রবৈভবঃ—(যিনি শ্রীদামনামক ভক্তের জন্য ভূমিতে—মর্ত্ত্যে—ইন্দ্রের বৈভব আনয়ন করিয়াছিলেন)। ইহা হইতে জানা যায়, যে ব্রহ্মবিত্তম ব্রাহ্মণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম শ্রীদাম। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮০।৬ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় শ্রীপাদসনাতনগোস্বামী তাই লিখিয়াছেন—"কশ্চিদেকঃ শ্রীদামনামা, শ্রীদামরঙ্গভক্তার্থ-ভূম্যানীতেন্দ্রবৈভবঃ। ইত্যষ্টোত্তরশতনামপাঠাৎ॥" নারদপঞ্চরাত্রেও শ্রীকৃষ্ণের ঐ নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রীদামশঙ্কুভক্তার্থ-ভূম্যানীতেন্দ্রবৈভবঃ॥ ৪।৩।১৫৭॥

মুরারিগুপ্তকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন বলিলেন "মুরারি, তুমি শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছ।"—তখন মুরারি উক্ত শ্লোকটীর উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ইহার ব্যঞ্জনা এই যে, ভক্তির আধিক্য-জনিত অত্যধিক দৈন্যবশতঃ শ্রীদামবিপ্র যেমন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনের অযোগ্য মনে করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভক্তিজনিত দৈন্যবশতঃ মুরারিগুপ্তও নিজেকে শ্রীকৃষ্ণবশীকরণের সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে করিয়াছিলেন।

শ্রীনিকেতনঃ—শ্রীর (লক্ষ্মীর) নিকেতন (আবাস); যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থল, সমগ্র ঐশ্বর্য্যের অধিপতি; স্বয়ং ভগবান্। **ব্রহ্মবন্ধুঃ**—ব্রাহ্মণের মধ্যে অধম ব্যক্তিকে ব্রহ্মবন্ধু বলে; শ্রীদাম দৈন্যবশতঃ নিজেকে ব্রহ্মবন্ধু

এক দিন প্রভু সব ভক্তগণ লৈয়া।
সঙ্কীর্ত্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হৈয়া ॥ ৭৩
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।
তৎক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥ ৭৪
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত।
পাকিল অনেক ফল—সভেই বিস্মিত ॥ ৭৫
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল।
প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥ ৭৬
রক্ত পীত-বর্ণ, নাহি অষ্ট্যংশ-বল্কল।
একজনের উদর পূরে খাইলে এক ফল ॥ ৭৭
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল শচীর নন্দন।
সভাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ ॥ ৭৮
অষ্ট্যংশ-বল্কল নাহি অমৃতরসময়।
একফল খাইলে রসে উদর পূরয় ॥ ৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলিয়াছেন। **স্ম**—বিস্ময়-বোধক শব্দ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে আলিঙ্গন করিয়াছেন দেখিয়া শ্রীদাম বিস্মিত হইয়াছিলেন। **পরিরম্ভিত**:—আলিঙ্গিত।

৭৩। **সঙ্কীর্ত্তন করি**—সঙ্কীর্ত্তন করিয়া, সঙ্কীর্ত্তনের পরে। **বৈসে**—বিশ্রামের জন্য বসিলেন। **শ্রমযুক্ত**—পরিশ্রান্ত; কীর্ত্তনের পরিশ্রমে ক্লান্ত।

৭৩-৭৫। **আম্রবীজ**—আমের বীজ। **অঙ্গনে**—শ্রীবাস-অঙ্গনে বিশ্রামস্থলে। **তৎক্ষণে**—রোপণ করা মাত্রেই। **ফলিত**—ফলযুক্ত।

সকলের সঙ্গে বসিয়া প্রভু বিশ্রাম করিতেছেন; এমন সময় সেই অঙ্গনেই প্রভু একটী আমের বীজ রোপণ করিলেন। প্রভু স্বয়ংভগবান্ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন; তিনি ইচ্ছাময়, যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তখনই তাহা হইতে পারে। তাঁহারই ইচ্ছায়, তাঁহারই অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে আম্রবীজ রোপণ করা মাত্রই তাহা অঙ্কুরিত হইল, দেখিতে দেখিতে অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হইল, বৃক্ষ বড় হইল, তাহাতে মুকুল হইল, মুকুল হইতে ফল জন্মিল, ফল বড় হইল—পাকিল; একটী দুইটী ফল নহে—বহু ফল গাছে পাকিয়া রহিল। দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। [প্রকৃত কথা এই যে, শ্রীবাস-অঙ্গন শ্রীধাম নবদ্বীপেরই অন্তর্গত একটী অপ্রাকৃত চিন্ময় স্থান; কথিত আম্রবৃক্ষ সে স্থানে নিত্যই বিরাজিত—তবে এ পর্য্যন্ত অপ্রকট—ছিল। প্রভুর ইচ্ছায় এখন তাহা প্রকটিত হইল এবং প্রকট-কালে ব্রহ্মাণ্ডলীলার অনুকরণে আম্রবৃক্ষেরও জন্মাদি-সমস্ত লীলা যথাক্রমে—অবশ্য বিশ্বাসের অযোগ্য অত্যল্প সময়ের মধ্যেই—প্রভু প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন। যাঁহারা ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তি মানেন না, লীলার নিত্যত্ব এবং ব্রহ্মাণ্ডে নিত্য-লীলার প্রাকট্য মানেন না, তাঁহারা অবশ্যই এসকল কথা বিশ্বাস না করিতে পারেন; কিন্তু ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তিতে বিশ্বাসবান্ লোকের নিকট এসমস্ত অসম্ভব নহে।]

৭৬-৭৭। **প্রক্ষালন করি**—ধুইয়া। **রক্ত-পীত-বর্ণ**—আমগুলির কোনটী বা রক্ত (লাল) বর্ণ, আবার কোনটী পীত (হরিদ্রা)-বর্ণ ছিল। **অষ্ট্যংশ**—অষ্টি (আটি) + অংশ (আঁশ)। **বল্কল**—বাকল। আমগুলিতে আটি তো ছিলই না, আঁশও ছিল না, বাকলও ছিল না **উদরপূরে**—পেট ভরে। এক একটা আম এত বড় যে, খাইলে একটাতেই একজনের পেট ভরিয়া যায়। আটি, আঁশ ও বাকল নাই বলিয়া আমের কোনও অংশই ফেলিতে হইত না, সমস্তই খাওয়া যাইত।

৭৮। প্রভু আগে নিজে খাইয়া দেখিলেন; তার পর সকলকেই সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাসাদী আম খাওয়াইলেন।

৭৯। **অমৃত-রসময়**—অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু রসে পরিপূর্ণ। আমে আটি নাই, আঁশ নাই, বাকল নাই; যাহা আছে, তাহা কেবল অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু রসে পরিপূর্ণ। (এই আমও প্রাকৃত আম নহে; প্রাকৃত আমে আটি, আঁশ, বাকল—সবই থাকে; ইহা অপ্রাকৃত আম)।

এইমত প্রতিদিন ফলে, বারমাস।
বৈষ্ণবে খায়েন ফল—প্রভুর উল্লাস ॥ ৮০
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন।
অন্য লোক নাহি জানে—বিনা ভক্তগণ ॥ ৮১
এইমত বারমাস কীর্ত্তন-অবসানে।
আম্র-মহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে ॥ ৮২
কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইল মেঘগণ।
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘনিবারণ ॥ ৮৩
একদিন প্রভু শ্রীবাসেরে আজ্ঞা দিল—।
বৃহৎ সহস্রনাম পঢ়—শুনিতে মন হৈল ॥ ৮৪
পঢ়িতে আইল স্তবে নৃসিংহের নাম।
শুনিঞা আবিষ্ট হৈল প্রভু গৌরধাম ॥ ৮৫
নৃসিংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদা লৈয়া।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া ॥ ৮৬
নৃসিংহ-আবেশ দেখি মহা তেজোময়।
পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা বড় ভয় ॥ ৮৭
লোকভয় দেখি প্রভুর বাহ্য হইল।
শ্রীবাসের গৃহে যাঞা গদা ফেলাইল ॥ ৮৮
শ্রীবাসেরে কহে প্রভু করিয়া বিষাদ।
লোক ভয় পাইল, মোর হৈল অপরাধ ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮০-৮১।—ঐ গাছটীতে বারমাস ধরিয়া—সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়াই—প্রত্যহ ঐরূপ আম ধরিত; প্রত্যহই ঐ ভাবে কীর্ত্তনান্তে প্রভু ও ভক্তগণ ঐ ভাবে আম খাইতেন। কিন্তু ভক্তগণ ব্যতীত অন্য কেহ ঐ আম গাছও দেখিত না, আমও দেখিত না, সকলের আম খাওয়ার কথাও জানিত না। [শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে ভক্তদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই শুদ্ধসত্ত্বময় হইয়া যায়; তাই তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবদ্ধামের সমস্ত লীলাই দর্শন করিতে পারেন। অন্য লোক প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা সে সমস্ত কিছুই দেখিতে পায় না।]

৮২। **বারমাস**—সর্ব্বদা; প্রত্যহ। **কীর্ত্তনাবসানে**—কীর্ত্তনের পরে। **আম্র-মহোৎসব করে**—উক্ত অপ্রাকৃত আম্রবৃক্ষ হইতে আম পাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইয়া সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিতেন। **দিনে দিনে**—প্রতিদিন।

৮৩। আর এক লীলার কথা বলিতেছেন। একদিন কীর্ত্তনের সময় আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল; প্রভুর ইচ্ছা মাত্রেই—সমস্ত মেঘ দূরীভূত হইল, এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িল না।

৮৪-৮৫। **বৃহৎ-সহস্র-নাম**—মহাভারতের অন্তর্গত বিষ্ণুর সহস্রনাম। এই সহস্রনামে নৃসিংহের নাম আছে। **আবিষ্ট হইল**—শ্রীনৃসিংহের ভাবে আবিষ্ট হইলেন, প্রভু। **প্রভু গৌরধাম**—গৌরবর্ণ জ্যোতি যে প্রভুর; শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু।

মহাভারতের অন্তর্গত বিষ্ণুর সহস্রনাম পড়িবার নিমিত্ত প্রভু একদিন শ্রীবাসকে আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশে সহস্রনাম পড়িতে পড়িতে যখন শ্রীবাস নৃসিংহের নাম উচ্চারণ করিলেন, তখনই প্রভু নৃসিংহের ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন।

৮৬। পাষণ্ডী হিরণ্যকশিপুকে সংহার করার নিমিত্ত শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল; নৃসিংহদেবের এই পাষণ্ড-সংহার-লীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু সমস্ত পাষণ্ডীকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে গদা হাতে শ্রীবাস অঙ্গন হইতে বাহির হইয়া নগরের দিকে দৌড়াইয়া গেলেন।

৮৭। **ভাগে**—পলাইয়া যায়। নৃসিংহের আবেশে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ হইতে অদ্ভুত জ্যোতিঃ বাহির হইতেছিল; তাহা দেখিয়া এবং হাতে গদা দেখিয়া ভয়ে পথের লোক সকল পথ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

৮৮-৮৯। **লোকভয় দেখি**—ভয়ে লোক সকল পলাইতেছে দেখিয়া, তাহাদের মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখিয়া। **বাহ্য হৈল**—প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল, আবেশ ছুটিয়া গেল। **ফেলাইল**—ফেলিয়া দিলেন। **করিয়া বিষাদ**—দুঃখ করিয়া। **হৈল অপরাধ**—অনর্থক ভয় দেখাইয়া লোকসকলকে উদ্বেগ দিয়াছি; তাতে আমার অপরাধ হইয়াছে।

শ্রীবাস বোলেন—যে তোমার নাম লয়।
তার কোটি অপরাধ সব ক্ষয় হয় ॥ ৯০
অপরাধ নাহি, কৈলে লোকের নিস্তার।
যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার ॥ ৯১
এত বলি শ্রীনিবাস করিল সেবন।
তুষ্ট হঞা প্রভু আইলা আপন ভবন ॥ ৯২
আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে—ডমরু বাজায় ॥ ৯৩
মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন।
তার কান্ধে চঢ়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ ॥ ৯৪
আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে।
প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিল করিতে ॥ ৯৫
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে।
প্রভু তারে প্রেম দিল—প্রেমরসে ভাসে ॥ ৯৬
আর দিনে জ্যোতিষ সর্ব্বজ্ঞ এক আইল।
তাহার সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল—॥ ৯৭
কে আছিলাঙ্ আমি পূর্ব্বজন্মে কহ গণি ?।
গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভুবাক্য শুনি ॥ ৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯০-৯১। প্রভুর কথা শুনিয়া শ্রীবাস বলিলেন—"না প্রভু, তোমার কোনও অপরাধ হয় নাই ; যে তোমার নাম গ্রহণ করে, তার কোটি কোটি অপরাধ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ; তোমার আবার অপরাধ কি ? অপরাধ কর নাই, তুমি লোকের উদ্ধার করিয়াছ ; নৃসিংহের ভাবে আবিষ্ট অবস্থায় যে তোমার দর্শন পাইয়াছে, তাহারই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। তুমি পাষণ্ডী-সংহার করিতে ধাইয়া গিয়াছিলে, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে ; তোমার দর্শনে পাষণ্ডীর পাষণ্ডিত্ব দূরীভূত হইয়াছে, তাহারা সাধু হইয়াছে।"

৯২। শ্রীনিবাস—শ্রীবাস। **পূর্ব্ববর্ত্তী** ৩৬ পয়ারেও শ্রীবাসকে শ্রীনিবাস বলা হইয়াছে। ইনি শ্রীনিবাস-আচার্য্য নহেন ; কারণ, যখনকার কথা বলা হইতেছে, তাহার বহুবৎসর পরে শ্রীনিবাস-আচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছে।

৯৩-৯৪। মহাদেবের ভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবেশের কথা বলিতেছেন। **শিবভক্ত**—শিবের ভক্ত ; শিবের উপাসক। **ডমরু**—ডুগ্‌ডুগি। **মহেশ-আবেশ**—মহেশের (শিবের বা মহাদেবের) আবেশ।

একদিন একজন শিব-ভক্ত ডমরু বাজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর অঙ্গনে শিবের মহিমা কীর্ত্তন করিতে-ছিলেন ; তাহা শুনিয়া প্রভু মহাদেবের ভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং সেই শিবভক্তের কান্ধে চড়িয়া অনেক ক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন।

এসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত (মধ্য ৮ম অধ্যায়) বলেন—"একদিন আসি এক শিবের গায়ন। ডমরু বাজায় গায় শিবের কথন ॥ আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে। গাইয়ে শিবের গীত বেঢ়ি নৃত্য করে ॥ শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর। হইলা শঙ্কর মূর্ত্তি দিব্য জটাধর ॥ এক লম্ফে উঠি তার স্কন্ধের উপর। হুঙ্কার করিয়া বোলে 'মুঞি যে শঙ্কর' ॥ কেহো দেখে জটা শিঙ্গা ডম্বরু বাজায়। 'বোল বোল' মহাপ্রভু বোলয়ে সদায় ॥ সে মহাপুরুষ যত শিবগীত গাইল। পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল। সেই সে গাইল শিব নির-অপরাধে। গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈলা যার স্কন্ধে ॥ বাহ্য পাই নামিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর। আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর ॥"

৯৫-৯৬। এক ভিক্ষুককে প্রেমদানের কথা বলিতেছেন। একদিন এক ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল ; তখন দেখিল যে প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন ; তাহা দেখিয়া ভিক্ষুকও পরম-উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল, প্রভু তাহার নৃত্য দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রেম দান করিলেন ; পরম ভাগ্যবান্ ভিক্ষুক প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণ-প্রেমরসে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

৯৭-৯৮। এক সর্ব্বজ্ঞ জ্যোতিষীকে প্রেমদানের কথা বলিতেছেন ৯৭-১০৮ পয়ারে। একদিন প্রভুর গৃহে এক জ্যোতিষী আসিয়াছিলেন ; জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন ; প্রভু খুব সম্মান করিয়া তাঁহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি পূর্ব্বজন্মে কে ছিলাম, গণিয়া বল দেখি ?" শুনিয়া জ্যোতিষী গণিতে লাগিলেন।

গণি ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ—মহাজ্যোতির্ম্ময়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সভার আশ্রয় ॥ ৯৯
পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম পরম-ঈশ্বর।
দেখি প্রভু-মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁফর ॥ ১০০
বলিতে না পারে কিছু, মৌন ধরিল।
প্রভু পুন প্রশ্ন কৈল, কহিতে লাগিল—॥ ১০১
পূর্ব্বজন্মে ছিলা তুমি জগত-আশ্রয়।
পরিপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ॥ ১০২
পূর্ব্বে যৈছে ছিলা, তুমি, এবে সেইরূপ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ ॥ ১০৩
প্রভু হাসি বোলে—তুমি কিছু না জানিলা।
পূর্ব্বে আমি আছিলাঙ্ জাতিয়ে গোয়ালা ॥ ১০৪
গোপগৃহে জন্ম ছিল, গাভীর রাখাল।
সেই পুণ্যে এবে হৈলাঙ্ ব্রাহ্মণ ছাওয়াল ॥ ১০৫
সর্ব্বজ্ঞ কহে—তাহা আমি ধ্যানে দেখিলাঙ্।
তাহাতেও ঐশ্বর্য্য দেখি ফাঁপর হৈলাঙ্ ॥ ১০৬
সেই রূপে এই-রূপে দেখি একাকার।
কভু ভেদ দেখি, এই মায়ায়ে তোমার ॥ ১০৭
যে হও সে হও তুমি, তোমাকে নমস্কার।
প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার ॥ ১০৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জ্যোতিষ—গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি-আদি এবং লোকের উপরে তাহাদের প্রভাব-আদি যে শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে, তাহাকে জ্যোতিষ শাস্ত্র বলে। **জ্যোতিষসর্ব্বজ্ঞ**—জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ; যিনি সমস্ত জানেন, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলে।

৯৯-১০১। **মহা জ্যোতির্ম্ময়**—পরম-জ্যোতিষ্মান্, যাহার দেহ হইতে মহা-উজ্জল অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ-পুঞ্জ বাহির হইতেছে। **অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড** ইত্যাদি—অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়। **পরতত্ত্ব**—শ্রেষ্ঠতম তত্ত্ব। **পরব্রহ্ম**—বৃহদ্বস্তু ব্রহ্মের চরম বিকাশ। **পরম ঈশ্বর**—ঈশ্বরত্বের চরম-বিকাশ যাহাতে; স্বয়ং ভগবান্। **ফাঁফর**—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। **মৌন**—নির্ব্বাক।

প্রভুর আদেশে সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর পূর্ব্বজন্মের বিষয় গণনা করিতে করিতে ধ্যানস্থ হইলেন; তিনি প্রভুর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে দেখিলেন—"সেই মূর্ত্তি হইতে পরম-উজ্জ্বল অপূর্ব্ব জ্যোতিঃপুঞ্জ সর্ব্বদিকে নিঃসৃত হইতেছে। আর দেখিলেন—সেই মূর্ত্তিই অনন্ত বৈকুণ্ঠ এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয়। তিনি আরও দেখিলেন—ঐ মূর্ত্তিই পরতত্ত্ব, ঐ মূর্ত্তিতেই ব্রহ্মের চরমবিকাশ এবং তাহাই পূর্ণতম ভগবান্, স্বয়ং ভগবান্।" প্রভুর এই রূপ দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন; কি বলিবেন, কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া প্রভু তাঁহাকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন; তখন যেন তাঁহার সংবিৎ ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন।

১০২-১০৩। সর্ব্বজ্ঞ বলিলেন—"গণিয়া দেখিলাম, তুমি পূর্ব্বজন্মে অনন্ত বৈকুণ্ঠের এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় ষড়ৈশ্বর্য্যময় স্বয়ংভগবান্ ছিলে; এই জন্মেও তুমি তাহাই; আর, শ্রীনিত্যানন্দ—তোমারই এক স্বরূপ, তাঁহার তত্ত্ব দুর্ব্বিজ্ঞেয়—আমি নির্ণয় করিতে অসমর্থ।"

দুর্ব্বিজ্ঞেয়—যাহা অবগত হওয়া দুঃসাধ্য; যাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না।

১০৪-১০৫। সর্ব্বজ্ঞের কথা শুনিয়া প্রভু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—"না, আমার পূর্ব্বজন্মের বিবরণ তুমি জানিতে পার নাই। পূর্ব্বজন্মে আমি জাতিতে গোয়ালা ছিলাম, গোয়ালার গৃহে আমার জন্ম হইয়াছিল; তখন আমি গাভী চরাইতাম; সেই পুণ্যেই এই জন্মে আমি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি।" কৌতুকী প্রভু ভঙ্গীতে জানাইলেন—"পূর্ব্বে প্রকটলীলায় গোপ-অভিমান লইয়া তিনি শ্রীনন্দগোপের গৃহে প্রকটিত হইয়াছিলেন; নন্দগোপের ধেনুর রাখাল গোপবেশ-বেণুকর শ্রীকৃষ্ণই তিনি।"

১০৬-১০৮। প্রভুর কথা শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ বলিলেন—"তুমি যাহা বলিলে, ধ্যানে আমি তাহাও দেখিয়াছি,—তুমি গোয়ালার ছেলে, ধেনু চরাইতেছ। কিন্তু তোমার রাখাল-বেশেও তোমার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আমি অবাক্

একদিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া।
'মধু আন মধু আন' বোলেন ডাকিয়া ॥ ১০৯
নিত্যানন্দ গোসাঞিির আবেশ জানিল।
গঙ্গাজলপাত্র আনি সম্মুখে ধরিল ॥ ১১০
জলপান করি নাচে হইয়া বিহ্বল।
যমুনাকর্ষণলীলা দেখয়ে সকল ॥ ১১১
মদমত্ত গতি বলদেব-অনুকার।
আচার্য্যশেখর তাঁর দেখে রামাকার ॥ ১১২
বনমালী আচার্য্য দেখে সোনার লাঙ্গল।
সভে মিলি নৃত্য করে—আবেশে বিহ্বল ॥ ১১৩
এইমত নৃত্য হইল চারিপ্রহর।
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি সভে গেলা ঘর ॥ ১১৪
নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল।
ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল ॥ ১১৫
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥" ১১৬
মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্ত্তন উচ্চধ্বনি।
হরিহরি-ধ্বনি বিনে আন নাহি শুনি ॥ ১১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়াছি। তোমার সেই রাখালরূপে এবং এই ব্রাহ্মণ-সন্তানরূপে আমি যেন একই দেখিতেছি, কোনও পার্থক্য দেখিতেছিনা। অবশ্য কখনও কখনও একটু পার্থক্য দেখি—তাহা কেবল তোমার মায়ারই খেলা। যাহাহউক, তুমি যেই হওনা কেন, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি।" সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু তাঁহাকে প্রেম দান করিয়া কৃতার্থ করিলেন।

১০৯। বলদেবের ভাবে প্রভুর আবেশের কথা বলিতেছেন। ১০৯-১১৪ পয়ারে। একদিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া "মধু আন, মধু আন" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

১১০-১১১। শ্রীবলরাম মধুপ্রিয়; "মধু আন"-ডাক শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বুঝিতে পারিলেন, প্রভুতে শ্রীবলরামের আবেশ হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ গঙ্গাজলের পাত্র আনিয়া প্রভুর সাক্ষাতে ধরিলেন। প্রভুও মধুজ্ঞানে সেই জলপান করিয়া বিহ্বল হইয়া—(মধুপানের মত্ততায় নয়—ভাবের মত্ততায় বিহ্বল হইয়া)—নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সকলে শ্রীবলদেবের যমুনাকর্ষণ-লীলা দর্শন করিলেন।

যমুনাকর্ষণ-লীলা—এক সময় শ্রীবলদেব রাসলীলা করিয়া জলবিহারের উদ্দেশ্যে যমুনাকে আহ্বান করিলেন; আহ্বানে যমুনা না আসায় তিনি যমুনাকে আকর্ষণ করিয়া আনেন। শ্রীবলদেবের আবেশে প্রভু সকলকে এই লীলা দেখাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৬৫ অধ্যায়ে এই লীলার বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

১১২-১১৩। বলদেব-অনুকার—শ্রীবলদেবের তুল্য (প্রভুর মদমত্ত-গতি)। **অনুকার**—অনুকরণ, তুল্য। **আচার্য্য-শেখর**—চন্দ্রশেখর আচার্য্য। কোনও কোনও গ্রন্থে "আচার্য্য গোসাঞি" পাঠ দৃষ্ট হয়; আচার্য্য-গোসাঞি—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য। **তাঁরে দেখে**—প্রভুকে দেখেন। **রামাকার**—রামের (বলরামের) আকার (-বিশিষ্ট); আচার্য্য দেখিলেন—ঠিক যেন শ্রীবলরামই তাঁহার রজত-ধবল শ্রীঅঙ্গ দোলাইয়া নৃত্য করিতেছেন। **সোনার লাঙ্গল**—শ্রীবলরামের অস্ত্র। বনমালী-আচার্য্য—বলদেব-ভাবে আবিষ্ট প্রভুর হাতে—সোনার লাঙ্গলও দেখিয়াছিলেন। **সভে মিলি** ইত্যাদি—সমস্ত ভক্ত আবেশে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

১১৪। এইরূপে চারিপ্রহর পর্য্যন্ত নৃত্য করিয়া সন্ধ্যাকালে গঙ্গাস্নানের পরে সকলে নিজ নিজ গৃহে গেলেন।

১১৫। এক্ষণে কাজী-দমন-লীলা বর্ণনার আরম্ভ করিতেছেন। ঘরে ঘরে (প্রত্যেক বাড়ীতে) সঙ্কীর্ত্তন করার নিমিত্ত প্রভু নদীয়াবাসী সকলকে আদেশ করিয়াছিলেন। **নগরিয়া লোকে**—নবদ্বীপ-নগরবাসী লোকদিগকে।

১১৬। কোন্ পদটী কীর্ত্তন করার জন্য প্রভুর আদেশ ছিল, তাহা বলিতেছেন—"হরয়ে নমঃ" ইত্যাদি।

১১৭। প্রভুর আদেশ অনুসারে সকলেই মৃদঙ্গ ও করতাল যোগে উচ্চ স্বরে "হরয়ে নমঃ"-ইত্যাদিরূপে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহার ফলে দূর হইতে "হরি হরি"-ধ্বনি ব্যতীত নদীয়া-নগরে কিছুই শুনা যাইতেছিলনা; অন্য সমস্ত শব্দই সঙ্কীর্ত্তনের উচ্চ ধ্বনিতে ডুবিয়া গিয়াছিল। **আন**—অন্য শব্দ।

শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজী-পাশে আসি সভে কৈল নিবেদন ॥ ১১৮
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল—॥ ১১৯
এতকাল কেহো নাহি কৈল হিন্দুয়ানী।
এবে যে উদ্যম চালাও, কোন্ বল জানি ? ॥ ১২০
কেহো কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে ॥ ১২১
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥ ১২২
এত বলি কাজী গেল, নগরিয়া-লোক—।
প্রভু স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক ॥ ১২৩
প্রভু আজ্ঞা দিল—যাহ, করহ কীর্ত্তন।
আমি সংহারিব আজি সকল যবন ॥ ১২৪
ঘরে গিয়া সবলোক করে সঙ্কীর্ত্তন।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে—চমকিত মন ॥ ১২৫
তা-সভার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি ॥ ১২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১৮-১১৯। নদীয়ায় যত যবন ছিল, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের উচ্চ ধ্বনিতে তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং কাজীর নিকট যাইয়া নালিশ করিল। শুনিয়া কাজীও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সন্ধ্যাসময়ে কাজী নিজে—যে স্থানে কীর্ত্তন হইতেছিল, এমন এক বাড়ীতে আসিয়া মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং কীর্ত্তনকারীদিগকে শাসাইতে লাগিলেন। **কাজী**—যবনরাজার অধীনস্থ দেশাধ্যক্ষ; ইনিও যবন ছিলেন। মহাপ্রভুর সময়ে যিনি নবদ্বীপের কাজী ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল "চাঁদ কাজী"; ইনি নাকি গৌড়েশ্বর-নবাবের দৌহিত্র ছিলেন। তৎকালে কাজীর হাতেই বিচার-কার্য্যের ভার থাকিত। **যবন**—এস্থলে, মুসলমান।

১২০-১২২। কীর্ত্তনকারীদের প্রতি কাজীর উক্তি। **হিন্দুয়ানী**—হিন্দুধর্ম্মের আচরণ। **উদ্যম চালাও**—খুব আড়ম্বরের সহিত কীর্ত্তন চালাইতেছ। **কোন্ বল জানি**—কাহার বলে? **সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া**—যাহার যাহা কিছু আছে, তাহার তৎসমস্ত দণ্ড (সরকারে বাজেয়াপ্ত) করিয়া। **জাতি যে লইমু**—জাতি নষ্ট করিয়া মুসলমান করিয়া দিব। ক্রোধোন্মত্ত কাজী উগ্রস্বরে বলিলেন—"বলি, এতদিন পর্য্যন্ত কেহ কি নবদ্বীপে হিন্দুধর্ম্মের আচরণ করে নাই? কই, তখন তো এরূপ খোল-করতালের সহিত উচ্চ হরি-ধ্বনির কলরব শুনি নাই? কে তোমাদের এরূপ করিতে বলিয়াছে? কাহার নিকটে জোর পাইয়া তোমরা এত ধুমধামের সহিত কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছ? আমি আজ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া যাইতেছি; কিন্তু খবরদার! আমার এই নবদ্বীপে আর কখনও কেহ কীর্ত্তন করিও না। যদি শুনি কেহ কীর্ত্তন করিয়াছ, আর যদি তাকে ধরিতে পারি, তাহা হইলে, তাহার যাহা কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে, সমস্তই সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইব; কেবল উহাই নহে—তাহার জাতি নষ্ট করিয়া তাহাকে মুসলমান করিয়া দিব; ইহা যেন মনে থাকে।"

১২৩-১২৪। ধমক দিয়া কাজী চলিয়া গেলেন। এদিকে কাজীর ভয়ে ভীত হইয়া নদীয়াবাসী লোকসকল মহাপ্রভুর নিকটে গিয়া কাজীর কথা সমস্ত নিবেদন করিল। প্রভু তাহাদিগকে অভয় দিয়া বলিলেন—"তোমাদের কোনও ভয় নাই; তোমরা ঘরে যাইয়া কীর্ত্তন কর, সমস্ত যবনকে আমি আজ সংহার করিব।" **সংহারিব**—ধ্বংস করিব। যবনের স্বভাব—কীর্ত্তনবিরোধিতা—দূর করিব।

১২৫-১২৬। প্রভুর কথায় সকলে ঘরে গিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিল; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় স্বচ্ছন্দে—উৎসাহের সহিত প্রাণ খুলিয়া কেহই আর কীর্ত্তন করিতে পারিল না; কখন আবার কাজী আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করে, এই ভয়ে সকলেই যেন থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিল। প্রভু তাহাদের মনের ভয়ের কথা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন—।

নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সভে নগরমণ্ডন ॥ ১২৭
সন্ধ্যাতে দেউটী সব জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখোঁ কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে ?১২৮
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥ ১২৯
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচে আচার্য্য গোসাঞি পরম উল্লাস ॥ ১৩০
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ১৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২৭-১২৮। লোকদিগকে ডাকাইয়া প্রভু কি বলিলেন, তাহা প্রকাশ করিতেছেন। **কর নগর মণ্ডন**—সমস্ত নবদ্বীপ-নগরকে সজ্জিত কর; সুন্দররূপে সাজাও। **মণ্ডন**—সজ্জা। **দেউটী**—মশাল।

প্রভু বলিলেন—"আজ আমি সমস্ত নদীয়া-নগরে কীর্ত্তন করিব। সন্ধ্যাকালে সকলেই নদীয়া-নগরটীকে সুন্দররূপে সাজাইবে, আর প্রত্যেক ঘরে মশাল জ্বালিয়া আলোকিত করিবে। আজি আমি দেখিয়া লইব—কোন্ কাজী আসিয়া আমার কীর্ত্তন নিষেধ করে।"

১২৭-১২৮ পয়ারস্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে নিম্নলিখিত পাঠান্তর দৃষ্ট হয়ঃ—"নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন। দেখি কোন্ কাজী আজি করে নিবারণ॥ সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন। তিন সম্প্রদায় আজি করিব কীর্ত্তন॥ সন্ধ্যাতে দেউটী সব জ্বাল ঘরে ঘরে। দেখো কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে।" এই পাঠান্তরে "তিন সম্প্রদায় আজি করিব কীর্ত্তন"—এই অংশ অতিরিক্ত আছে।

১২৯-১৩১। সম্প্রদায়—কীর্ত্তনের দল। **বুলে**—ভ্রমণ করে। সন্ধ্যাকালে প্রভু কীর্ত্তনের দল লইয়া বাহির হইলেন। তিন সম্প্রদায়ে কীর্ত্তন চলিল। সর্ব্বাগ্রের সম্প্রদায়ে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, মধ্যের সম্প্রদায়ে শ্রীল অদ্বৈত-আচার্য্য এবং পশ্চাতের সম্প্রদায়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর মুসলমান-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে কীর্ত্তন করিতে দেখিলে মুসলমানগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবে; এজন্য শ্রীল হরিদাসকে প্রথম সম্প্রদায়ে দেওয়া হইয়াছে। আর, শ্রীল অদ্বৈতের কৃপায় শ্রীল হরিদাস বৈষ্ণব হইয়াছেন, তাই তাঁহাকে দেখিলে তাহারা আরও ক্রুদ্ধ হইবে; তাই শ্রীল হরিদাসের পরের সম্প্রদায়েই শ্রীল অদ্বৈতকে কীর্ত্তন করিতে দেওয়া হইয়াছে।

১২৪ পয়ারে প্রভু বলিয়াছেন,—তিনি সমস্ত যবনকে সংহার করিবেন। সংহার অর্থ প্রাণ-বিনাশ নহে; শ্রীমন্ মহাপ্রভু কাহারও প্রাণ বিনাশ করেন নাই; এই অবতারে তিনি কোনও অস্ত্রও ধারণ করেন নাই; "এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল, চিত্তশুদ্ধ করিল সভার।" হরিনাম দিয়াই চিত্তশুদ্ধ করিয়া তিনি অসুরের অসুরত্ব, বিদ্বেষীর বিদ্বেষ ধ্বংস করিয়াছেন। প্রভুর অদ্যকার মহাসঙ্কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যও হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের অদ্ভুত শক্তিতে যবনদিগের কীর্ত্তন-বিদ্বেষ ধ্বংস করা। কীর্ত্তনের শক্তি ও কীর্ত্তনের মাধুর্য্য ভক্তের মুখে যত বেশী বিকশিত হয়, তত আর কিছুতেই নহে; ভক্তমুখের কীর্ত্তনে—অন্যের কথা তো দূরে—সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ংভগবান্ পর্য্যন্ত বশীভূত হইয়া পড়েন। তাই বোধ হয় প্রভু নিজে সর্ব্বাগ্রে না থাকিয়া শ্রীল হরিদাস এবং শ্রীল অদ্বৈতকে অগ্রে দিলেন; এই দুই জনের মধ্যেও ভক্তিধর্ম্মের মহিমা-প্রখ্যাপন-বিষয়ে শ্রীল হরিদাসের এক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব আছে; কারণ, ভক্তিধর্ম্মের মহিমায়—নামকীর্ত্তনের মাধুর্য্যে—মুগ্ধ হইয়া তিনি স্বীয় কুলোচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিধর্ম্মের—নামসঙ্কীর্ত্তনের—আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত হিন্দু—ব্রাহ্মণ-সন্তান, ভক্তিধর্ম্ম তাঁহারই কুলোচিত ধর্ম্ম; এ বিষয়ে শ্রীঅদ্বৈত অপেক্ষা শ্রীল হরিদাসেরই বিশেষত্ব; তাই বোধ হয় প্রভু সর্ব্বাগ্রের সম্প্রদায়ে শ্রীল হরিদাসকে দিয়াছেন।

সম্প্রদায়ের ক্রম-নির্দ্দেশে প্রভু ইহাও দেখাইলেন যে, ভক্তির নিকটে জাতিকুলাদির বিচার নাই; ভক্তির কৃপা হইলে যবনকুলোদ্ভব ব্যক্তিও ব্রাহ্মণের সমান—এমন কি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের—স্থানও লাভ করিতে পারেন।

বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু কৃপাবলে ॥ ১৩২
এইমত কীর্ত্তন করি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সভে কাজী দ্বারে গেলা ॥ ১৩৩
তর্জ্জগর্জ্জ করে লোক, করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র-বলে—লোক প্রশ্রয়-পাগল ॥ ১৩৪
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জনগর্জ্জন শুনি না হয় বাহিরে ॥ ১৩৫
উদ্ধতলোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ১৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩২। **চৈতন্য মঙ্গলে**—শ্রীচৈতন্যভাগবতে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ২৩শ অধ্যায়ে শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর প্রভুর এই সঙ্কীর্ত্তন-লীলা বিস্তৃতরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

১৩৩। **কাজীদ্বারে**—কাজীর বাড়ীর দরজায়।

১৩৪। **তর্জ্জ গর্জ্জ করে**—তর্জন গর্জন করে, ক্রোধে। **কোলাহল**—কলরব, গণ্ডগোল। **গৌরচন্দ্র-বলে**—গৌরচন্দ্রের বলে; গৌরচন্দ্রের প্রদত্ত উৎসাহে; গৌরচন্দ্র সঙ্গে আছেন, এই সাহসে। **প্রশ্রয়-পাগল**—প্রশ্রয়বশতঃ পাগল বা উন্মত্ত। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অভয়বাণীতে, তাঁহার উৎসাহে, তিনি সঙ্গে আছেন—এই সাহসে কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের লোকগণ যে প্রশ্রয় পাইয়াছে, সেই প্রশ্রয়বশতঃ তাহারা যেন উন্মত্তের মত হইয়াছে। অথবা, গৌরচন্দ্রের বলে ও প্রশ্রয়ে লোক পাগলের ন্যায় হইয়াছে।

১৩৫। **কীর্ত্তনের ধ্বনিতে**—কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া ভয়ে। ভয়ের কারণ পরবর্ত্তী ১৭১-১৭৮ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

১৩৬। কাজী যে পূর্ব্বে মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহার প্রতিশোধ লওয়ার উদ্দেশ্যেই এক্ষণে কাজীর পুষ্পবন ও ঘরদ্বার ভাঙ্গা হইল। শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের ২৩শ অধ্যায়ে এই লীলা বর্ণন করিয়াছেন।

কাজী ছিলেন রাজ-প্রতিনিধি, রাজার শক্তিতে শক্তিমান্; তাঁহার অপমানে রাজার অপমান। আত্মরক্ষার জন্য—নিজের ও রাজার সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য—তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা—যথেষ্ট লোকজন পাইক-পেয়াদাও ছিল। এ সমস্তের বলে বলীয়ান্ হইয়াই তিনি স্বয়ং কীর্ত্তনকারীদের বাড়ীতে গিয়া মৃদঙ্গ ভাঙ্গিতে এবং ভবিষ্যতে সর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত করার—এমন কি জাতি নষ্ট করার ধমক দিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু আজ সহস্র সহস্র লোক—যাঁহাদের প্রত্যেকেই কাজীর প্রজা, কাজীর শাসনের সীমার মধ্যে অবস্থিত এবং যাঁহারা নিজ নিজ বাড়ীতে বসিয়া কীর্ত্তন করিলেও কাজীর হুকুমে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব এবং জাতি পর্য্যন্ত হারাইবার ভয়ে ভীত ছিলেন, তাঁহারা—গগন-বিদারী কীর্ত্তনধ্বনি করিতেছেন—তাঁহাদের নিজ বাড়ীতে নয়—রাজপথে নয়—পরন্তু স্বয়ং কাজী-সাহেবের বাড়ীতে। কেবল তাহাই নহে—কাজীকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা হুঙ্কার দিতেছেন, তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন, লম্ফ-ঝম্প দিতেছেন—এমন কি, কাজীর পুষ্পবন, ঘর-দ্বার পর্য্যন্তও নষ্ট করিতেছেন !! আর কাজী আছেন অন্তঃপুরে লুকাইয়া !! তাঁহার রক্ষক পাইক-পেয়াদা কোথায় আছে, তাহারাই জানে! কীর্ত্তনোন্মত্ত লোকগুলিকে বাধা দেওয়ার নিমিত্ত টু-শব্দটী করার জন্যও একটী লোক কোথায়ও দেখা যায় না !! ইহার কারণ কি? কাজীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, তাঁহার রাজশক্তি—আজ কোথায় কেন আত্মগোপন করিল? উত্তর বোধ হয় এই:—রাজা প্রাকৃত-শক্তিতে শক্তিমান্; সেই শক্তিও আবার অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ক্ষুদ্র একটী ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতর এক অংশে মাত্র কার্য্যকরী; কাজীর শক্তি তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর। আর আজ কাজীর বাড়ীতে যিনি উপস্থিত—যাঁহার বলে কীর্ত্তনোন্মত্ত লোকসকল বলীয়ান্, তিনি—অনন্ত-কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু ঐশ্বর্য্যশক্তি আছে, অনন্ত-কোটি অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদিতে যত কিছু ঐশ্বর্য্যশক্তি আছে, তৎসমস্তের একমাত্র অধিপতি তিনি, তাঁহার শক্তির ক্ষুদ্র এক কণিকার আভাস মাত্র পার্থিব রাজার শক্তি ও ঐশ্বর্য্য। তাঁহার শক্তির তুলনায় কাজীর শক্তি—কোটি সূর্য্যের তুলনায় ক্ষুদ্র খদ্যোতকের শক্তি অপেক্ষাও তুচ্ছ—তাই

তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা ॥ ১৩৭
দূরে হৈতে আইলা কাজী মাথা নোঙাইয়া।
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া ॥ ১৩৮
প্রভু বোলে, আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলা, এ ধর্ম্ম কেমত ? ॥ ১৩৯
কাজী কহে, তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া ॥ ১৪০
এবে তুমি শান্ত হৈলে, আসি মিলিলাম।
ভাগ্য মোর, তোমা হেন অতিথি পাইলাম ॥ ১৪১
গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
দেহসম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রামসম্বন্ধ সাঁচা ॥ ১৪২
নীলাম্বরচক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে-সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥ ১৪৩
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥ ১৪৪
এইমতে দোঁহার কথা হয় ঠারেঠোরে।
ভিতরের অর্থ কেহো বুঝিতে না পারে ॥ ১৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আজ স্তিমিত। অথবা, কাজীর শক্তির মূল উৎস স্বয়ংভগবান্ গৌরচন্দ্র স্বীয় ঐশ্বর্য্য লইয়া যেখানে উপস্থিত, সেখানে কাজীর শক্তির অস্তিত্ব থাকিতে পারেনা। মহাসমুদ্রের জল পাইয়া যে ক্ষুদ্র নালার উৎপত্তি, মহাসমুদ্রকর্ত্তৃক প্লাবিত হইলে তাহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারেনা।

১৩৭। **তার দ্বারেতে**—কাজীর দ্বারেতে। **ভব্য লোক**—শিষ্ট বা সম্ভ্রান্ত যোগ্য লোক। **বোলাইয়া**—ডাকাইয়া আনিলেন।

১৩৮। **দূর হৈতে**—ইত্যাদি—কাজী দূর হইতেই মাথা নোঙাইয়া আসিলেন, প্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ।

১৩৯। **অভ্যাগত**—অতিথি। কাজীকে অপ্রতিভ করার উদ্দেশ্যে চতুর-চূড়ামণি প্রভু বলিলেন—"আমি তোমার বাড়ীতে অতিথি আসিলাম; অথচ তুমি আমাকে দেখিয়া ঘরে গিয়া লুকাইয়া রহিলে। ইহা তোমার কিরূপ ধর্ম্ম!" অতিথি আসিলে স্বয়ং অগ্রসর হইয়া গিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করাই সদাচার-সম্মত ব্যবহার।

১৪০-১৪১। এই দুই পয়ারে কাজী যাহা বলিলেন, তাহার ব্যঞ্জনা বোধ হয় এই যে,—"তুমি যে অতিথিরূপে আসিয়াছ, তাহা মনে করিতে পারি নাই; কারণ, অতিথি ক্রুদ্ধ হইয়া আসেনা, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছ—তোমার লোকজনের তর্জ্জন গর্জ্জন-হুঙ্কার, তাহাদের দ্বারা আমার ঘর-দ্বার-পুষ্পবনাদির ধ্বংস, আর তাহাতে তোমার উদাসীনতা, এ সমস্ত হইতেই তোমার ক্রোধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যাহা হউক, তুমি যখন বলিতেছ—তুমি আমার অতিথি, তখন ইহা আমার পরম-সৌভাগ্যই; কারণ, তোমার ন্যায় অতিথি পাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটেনা।"

১৪২-১৪৩। পরবর্ত্তী ১৭১-১৭৮ পয়ার হইতে জানা যায়, কাজী অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন; এক্ষণে প্রভু যখন বলিলেন, তিনি কাজীর অতিথিরূপে আসিয়াছেন, তখন কাজীর মনে একটু ভরসা হইল; এই ভরসাতেই, সম্ভবতঃ প্রভুকে একটু সন্তুষ্ট করার জন্যই, প্রভুর সহিত গ্রাম-সম্বন্ধের কথা উত্থাপিত করিতেছেন।

চক্রবর্ত্তী—নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তী, প্রভুর মাতামহ। **চাচা**—খুড়া। **সাঁচা**—সত্য; শ্রেষ্ঠ। **নানা**—মাতামহ। **ভাগিনা**—ভাগিনেয়; ভগিনীর পুত্র।

১৪৪। গ্রামসম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া প্রভুর ক্রোধ দূর করার উদ্দেশ্যে গূঢ়-মিনতির সুরেই যেন কাজী বলিলেন—"তুমি আমার ভাগিনেয়, আমি তোমার মামা। ভাগিনেয়ের অত্যাচার, আবদার—স্নেহবশতঃ মামা নিশ্চয়ই সহ্য করিয়া থাকে; ইহা স্বাভাবিক। আবার মামা যদি ভাগিনেয়ের কাছে কোনও অপরাধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই অপরাধ উপেক্ষা করাও ভাগিনেয়ের পক্ষে উচিত।"

এস্থলে কাজী ভঙ্গীতে—মৃদঙ্গ-ভঙ্গ এবং কীর্ত্তন-নিষেধ জনিত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

১৪৫। **দোঁহার**—প্রভুর ও কাজীর। **ঠারেঠোরে**—ইঙ্গিতে। **ভিতরের অর্থ**—মৃদঙ্গ-ভঙ্গ ও কীর্ত্তন-নিষেধ-জনিত অপরাধের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনাই বোধ হয় কাজীর উক্তির ভিতরের অর্থ।

প্রভু কহে—প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার স্থানে।
কাজী কহে—আজ্ঞা কর যে তোমার মনে॥১৪৬
প্রভু কহে—গোদুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাতা
বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহো পিতা॥ ১৪৭
পিতা-মাতা মারি খাও—এবা কোন্ ধর্ম্ম ?।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম ?॥ ১৪৮
কাজী কহে তোমার যৈছে বেদ পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র—কেতাব কোরাণ॥ ১৪৯
সেই শাস্ত্রে কহে—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গভেদ।
নিবৃত্তিমার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ॥ ১৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪৬। **প্রশ্ন লাগি**—কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য। **আজ্ঞা কর** ইত্যাদি—তোমার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর।

১৪৭-১৪৮। **গো-দুগ্ধ**—গাভীর দুগ্ধ। **মাতা**—দুগ্ধ দান করে বলিয়া গাভী মাতা। **বৃষ**—ষাঁড়। উপলক্ষণে পুরুষ-জাতীয় গরু। **উপজায়**—উৎপাদন করে, জন্মায়। কৃষিকর্ম্মাদির সহায়তা করিয়া খাদ্য-উৎপাদন করে বলিয়া বৃষ লোকের পিতৃতুল্য। **পিতামাতা মারি** ইত্যাদি—পিতৃ-মাতৃতুল্য গোজাতিকে মারিয়া খাও, ইহা তোমার কিরূপ ধর্ম্ম ? গো-বধ কর কেন ? **বিকর্ম্ম**—নিন্দিত কর্ম্ম, পাপকর্ম্ম।

১৪৯। **কেতাব**—গ্রন্থ। **কোরাণ**—মুসলমানদের প্রামাণ্য ধর্ম্মগ্রন্থের নাম কোরাণ। মুসলমানগণ বলেন, মহাত্মা মহম্মদের যোগে এই গ্রন্থ ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়াছে। ইহা ভগবানেরই বাণীতে পূর্ণ। হিন্দুর নিকটে বেদ-পুরাণ যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের বস্তু, মুসলমানের নিকটেও কোরাণ তেমনি শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। বস্তুতঃ আত্মধর্ম্ম-বিষয়ক মূলনীতি-বিষয়ে কোরাণ এবং বেদ-পুরাণের বাণীতে বিশেষ কিছু পার্থক্যও নাই।

১৫০। **সেই শাস্ত্রে**—কোরাণ-শাস্ত্রে। **প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গভেদ**—প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ, এই দুইটী বিভিন্ন পন্থা। ইন্দ্রিয়-সংযমের নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রেও এই দুইটী পন্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। নিবৃত্তিমার্গ ইন্দ্রিয়ের কোনওরূপ আকাঙ্ক্ষা-পূরণেরই পক্ষপাতী নহে; প্রবৃত্তিমার্গ সংযত-ভাবে ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষাপূরণের পক্ষপাতী। যাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধায় কখনও কোনওরূপ আহার না যোগাইলে, বাধাপ্রাপ্ত স্রোতস্বতীর ন্যায়, তাহা আরও প্রবলতর হইয়া উঠিবে, তখন তাহাকে দমন করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। স্থলবিশেষে, আহার-অভাবে কোনও কোনও ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে পারে সত্য, কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষা অন্তর্হিত হইবে না; আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিতেই সংযম। তাই তাঁহারা বলেন, ইন্দ্রিয়কে যথেষ্ট আহার না দিয়া—প্রবৃত্তির স্রোতে সম্যক্‌রূপে আত্মসমর্পণ না করিয়া—সময় সময় সংযতভাবে তাহাকে কিছু কিছু আহার দিয়া ক্রমশঃ তাহাকে বশীভূত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই হিন্দুশাস্ত্রে যজ্ঞার্থে পশুহননের ব্যবস্থা। লোকের মাংস খাওয়ার প্রবৃত্তি আছে; নানা কারণে যথেচ্ছ মাংসভোজনও শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে; যাহারা মোটেই মাংস না খাইয়া পারেন, তাদের পক্ষে ভালই; আর যাহারা না খাইয়া পারেন না, তাদের জন্য ব্যবস্থা এই যে, যজ্ঞোপলক্ষে পশুবধ করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিবে। এইরূপে যজ্ঞার্থ পশুহননের ব্যবস্থা করিয়া যখন তখন, যেখানে সেখানে যে কোনও প্রাণীর মাংস-ভোজন নিষেধ করা হইল—উদ্দেশ্য, এই ভাবে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধাকে সঙ্কুচিত করিয়া আনা। এই পন্থাকে বলে প্রবৃত্তিমার্গ। আর যাহারা নিবৃত্তিমার্গের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, প্রবৃত্তিমার্গ ইন্দ্রিয়-সংযমের অনুকূল নহে; ঘৃতদ্বারা অগ্নি যেমন বর্দ্ধিতই হয়, তদ্রূপ যজ্ঞাদি বিশেষ উপলক্ষ্যে হইলেও, কিছু আহার পাইলেই ইন্দ্রিয়গ্রাম বলবান্ হইয়া উঠিবে। তাই তাঁহারা বলেন, কঠোর ভাবে ইন্দ্রিয়ের শাসন—ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধায় কোনওরূপ আহার না যোগানই ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রকৃষ্ট পন্থা; ইহাই নিবৃত্তিমার্গ। যজ্ঞার্থে যে পশুহননের বিধি আছে, তাহাকে পরিসংখ্যা-বিধি বলে; ইহা বাধ্যতামূলক বিধি নহে—যজ্ঞোপলক্ষে পশুহনন করিয়া যে ভোজন করিতেই হইবে, তাহা নহে; যদি মাংস-ভোজন না করিয়া থাকিতে না পার, তবে যজ্ঞোপলক্ষে নিহত পশুর মাংস খাইবে—অন্য মাংস খাইও না। যজ্ঞে নিহত পশুর মাংস যে খাইতেই হইবে,

প্রবৃত্তিমার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপভয়॥ ১৫১
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি॥ ১৫২
প্রভু কহে—বেদে কহে গোবধ নিষেধে।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধে॥ ১৫৩
জীয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী।
বেদ পুরাণে ঐছে আছে আজ্ঞাবাণী॥ ১৫৪
অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন॥ ১৫৫
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আর বার।
তাতে তার বধ নহে হয় উপকার॥ ১৫৬
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহো না করে এখনে॥ ১৫৭

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কৃষ্ণজন্মখণ্ডে (১৮৫।১৮০)
অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অশ্বমেধমিতি। অশ্বমেধং অশ্ববধনিষ্পন্নযাগ-বিশেষং গবালম্ভং গোবধনিষ্পন্নগোমেধাখ্যযাগ-বিশেষং সন্ন্যাসং, পলপৈতৃকং মাংসেন পিতৃশ্রাদ্ধং, দেবরেণ পত্যুর্ভ্রাত্রা করণেন সুতোৎপত্তিং এতানি পঞ্চ কলৌ কলিযুগে বিবর্জ্জয়েৎ।৭।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহাও নয়। না খাইয়া থাকিতে পারিলে খাইও না।"—ইহাই পরিসংখ্যা-বিধির তাৎপর্য্য। যজ্ঞার্থে পশুহননের বিধি প্রবৃত্তিমার্গের বিধি—ইহাও পরিসংখ্যা বিধিমাত্র; যজ্ঞে পশুহনন না করিলেও প্রত্যবায় নাই,—আহারের প্রয়োজন হইলে করিবে; ইহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু নিবৃত্তিমার্গ যখন কোনও অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়ের আহার যোগানের পক্ষপাতী নয়, তখন তাহা যজ্ঞে পশুহননের পক্ষপাতীও নহে; তাই **নিবৃত্তিমার্গে জীবমাত্রে-বধের** নিষেধ—নিবৃত্তিমার্গাবলম্বীদের মতে কোনও সময়েই কোনও জীবের প্রাণবধ করা সঙ্গত নহে। পাকের চূলায়, ঢেকিতে, জলের কলসের নীচে, যাতায়াতাদিতে লোক-মাত্রের পক্ষেই অনেক দৃশ্য ও অদৃশ্য ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণসংহার অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে; ইহাতেও পাপ আছে এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও আছে।

১৫১। প্রবৃত্তিমার্গে কোরাণ-শাস্ত্রের মতে গোবধ করার বিধি আছে; শাস্ত্রবিধি আছে বলিয়া এইরূপ গোবধে পাপের আশঙ্কা নাই।

১৫২। কাজী বলিতেছেন—"কেবল যে কোরাণেই গোবধের কথা আছে, তাহা নহে; বেদেও গোবধের কথা আছে; তাই বড় বড় মুনি-ঋষিরাও গোবধ করিতেন।"

১৫৩-১৫৭। **আজ্ঞাবাণী**—আদেশ। **জরদ্গব**—জরাগ্রস্ত (বুড়া) গরু। **বেদমন্ত্রে**—বেদের মন্ত্রে।

কাজীর কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"বেদে গোবধ নিষিদ্ধ; তাই হিন্দুগণ এখন গোবধ করেনা। তবে বেদে এবং পুরাণে এইরূপ আদেশ আছে যে, যদি 'মারিয়া কেহ পুনরায় বাঁচাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি গোবধ-যজ্ঞে গোবধ করিতে পারেন। প্রাচীনকালের মুনিগণের তাদৃশী শক্তি ছিল, তাই তাঁহারা বুড়া গরু মারিতেন; মারিয়া কিন্তু বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আবার বাঁচাইতেন; যখন গরুটী আবার বাঁচিয়া উঠিত, তখন তাহা আর বুড়া থাকিতনা, যুবা হইয়া উঠিত; তাই তাদৃশ গোবধে গরুর অপকার না হইয়া উপকার হইত—প্রকৃত বধ হইত না। কিন্তু কলিকালের ব্রাহ্মণের সেই শক্তি নাই, তাঁহারা কোনও প্রাণীই মারিয়া পুনরায় বাঁচাইতে পারেন না; তাই কলিতে গোবধ নিষেধ।" কলিতে গোবধ-নিষেধের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অশ্বমেধং (অশ্বমেধ-যজ্ঞ), গবালম্ভং (গোমেধ-যজ্ঞ), সন্ন্যাসং (সন্ন্যাস), পলপৈতৃকম্ (মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ), দেবরেণ (স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বারা) সুতোৎপত্তিং (পুত্রোৎপাদন) [ইতি] (এই) পঞ্চ (পাঁচটী) কলৌ (কলিযুগে) বিবর্জ্জয়েৎ (বর্জ্জন করিবে)।

তোমরা জীয়াইতে নার বধমাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥ ১৫৮
গরুর যতেক রোম, তত সহস্র বৎসর।
গোবধী রৌরবমধ্যে পচে নিরন্তর ॥ ১৫৯
তোমা-সভার শাস্ত্রকর্ত্তা—সেহো ভ্রান্ত হৈল।
না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম—ঐছে আজ্ঞা দিল ॥ ১৬০
শুনি স্তব্ধ হৈল কাজী, নাহি স্ফুরে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি ॥ ১৬১
তুমি যে কহিলে পণ্ডিত ! সেই (সব) সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র,—বিচারসহ নয় ॥ ১৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ।—অশ্বমেধ-যজ্ঞ, গোমেধযজ্ঞ, সন্ন্যাস, মাংসের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবরদ্বারা সুতোৎপাদন,—কলিযুগে এই পাঁচটী বর্জ্জন করিবে। ৭।

অশ্বমেধ—একরকম যজ্ঞ, ইহাতে ঘোড়া বধ করিতে হয়। **গবালম্ভ**—একপ্রকার যজ্ঞ, ইহাতে গোবধ করিতে হয়। **পলপৈতৃক**—মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ। **দেবর**—স্বামীর ছোটভাই। **সুতোৎপাদন**—পুত্রোৎপাদন, পুত্রজন্মান। অশ্বমেধাদি যে পাঁচটী অনুষ্ঠানের কথা বলা হইল, তাহাদের প্রত্যেকটীই অনাত্মধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত, দেশ-কালের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনাত্মধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন হয় (ভূমিকায় ধর্ম্ম-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। অশ্বমেধাদি পাঁচটী আনুষ্ঠান পূর্ব্বে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; দেশ-কালের অনুপযোগী বলিয়া পরবর্ত্তী সময়ে যে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

১৫৮-৫৯। **তোমরা**—তোমার (কাজীর) ন্যায় মুসলমানগণ। **জীয়াইতে নার**—বাঁচাইতে পার না। **বধমাত্র সার**—তোমাদের গোহত্যা বিশুদ্ধ হত্যাতেই পর্য্যবসিত হয়। প্রাচীনকালের ঋষিগণ বাঁচাইতে পারিতেন বলিয়া তাঁদের গোহত্যা প্রকৃত প্রস্তাবে হত্যা হইত না। **নরক**—গোবধের ফলে নরক গমন। **গোবধী**—গোহত্যাকারী। **রৌরব মধ্যে**—রৌরব নামক নরকের মধ্যে।

১৬০। **না জানি** ইত্যাদি—পুনরায় যে বাঁচাইতে পারে না, সে যদি গো-হত্যা করে, তাহা হইলে যে "গরুর যত রোম, তত সহস্র বৎসর" রৌরব-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা না জানিয়াই তোমাদের (মুসলমানদের) শাস্ত্র-কর্ত্তা প্রবৃত্তিমার্গে গোবধের বিধি দিয়াছেন। ১৫৩-১৬০ পয়ার কাজীর প্রতি প্রভুর উক্তি।

১৬১। **শুনি**—প্রভুর বাক্য শুনিয়া। **নাহি স্ফুরে বাণী**—কথা বন্ধ হইল। **বিচারিয়া**—প্রভুর সমস্ত কথা বিচার করিয়া। **পরাভব মানি**—পরাজয় স্বীকার করিয়া। ১৬৪ পয়ারের পূর্ব্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত কাজীর উক্তি।

১৬২। **আধুনিক**—হিন্দুর বেদ-পুরাণ অপেক্ষা পরবর্ত্তী কালের লিখিত। মুসলমানধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হজরত-মহম্মদ কর্ত্তৃক কোরাণ প্রচারিত হইয়াছে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে (৫৭০ খৃঃ অঃ হইতে ৬৩২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত) মহম্মদ প্রকট ছিলেন। হিন্দুদের বেদ-পুরাণ তাহার বহু পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কোরাণ লিখিত হইয়াছে আরব-দেশে; সুতরাং কোরাণের খাদ্যাখাদ্যবিষয়ক বিধিসমূহ তৎকালীন আরবদেশবাসীদের অবস্থারই অনুকূল ছিল বলিয়া মনে হয়। **আমার শাস্ত্র**—মুসলমানের কোরাণ শাস্ত্র। **বিচারসহ নয়**—বিচার করিয়া দেখিতে গেলে যাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। "বিচারসহ"—স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "বিচারস্থ"—পাঠান্তর আছে; বিচারস্থ—বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত; বিচারসহ। প্রভু গোবধ-সম্বন্ধেই কাজিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কাজির উক্তিও গোবধ-সম্বন্ধেই, আত্মধর্ম্ম সম্বন্ধে নহে।

১৬৩। **কল্পিত** আমার শাস্ত্র—আমার (কাজীর—মুসলমানের) শাস্ত্র লেখকের নিজের কল্পনা মাত্র। কাজীর মুখে মুসলমানদের শাস্ত্রসম্বন্ধে যে "বিচার-সহ নয়" এবং "কল্পিত" এই দুইটী কথা বাহির করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কাজীর অভিমত বোধ হয় কোনও মুসলমানই অনুমোদন করিবেন না; নিজের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে এরূপ অভিমত প্রকাশ করার পক্ষে কাজীর যথেষ্ট কারণ ছিল—পরবর্ত্তী ১৭১—১৮০ পয়ার পড়িলেই তাহা বুঝা যাইবে। তবে একথা

কল্পিত আমার শাস্ত্র, আমি সব জানি।
জাতি-অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি ॥ ১৬৩
সহজে যবন শাস্ত্র অদৃঢ়বিচার।
হাসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আর বার—॥ ১৬৪
আর এক প্রশ্ন করি, শুন তুমি মামা !
যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা ॥ ১৬৫
তোমার নগরে হয় সদা সঙ্কীর্ত্তন।
বাদ্যগীতকোলাহল সঙ্গীত-নর্ত্তন ॥ ১৬৬
তুমি কাজী হিন্দুধর্ম্ম বিরোধে অধিকারী।
এবে যে না কর মানা, বুঝিতে না পারি ॥ ১৬৭
কাজী বোলে—সভে তোমায় বোলে গৌরহরি।
সেই নামে আমি তোমা সম্বোধন করি ॥ ১৬৮
শুন গৌরহরি ! এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃত হও যদি, তবে করি নিবেদন ॥ ১৬৯
প্রভু বোলে—এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট করি কহ তুমি, নাহি কিছু ভয় ॥ ১৭০
কাজী কহে—যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া।
কীর্ত্তন করিলুঁ মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ॥ ১৭১
সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর ॥ ১৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অবশ্যই স্বীকার্য্য হইতে পারে যে, যে সময়ে যে দেশে কোরাণ লিখিত হইয়াছিল, সেই সময়ের এবং সেই দেশের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শাস্ত্রকার গোবধের বিধি দিয়াছিলেন ; কিন্তু মহাপ্রভুর সহিত কাজীর আলোচনা যে সময়ে এবং যে স্থানে হইতেছিল, হয় তো সেই সময়ের এবং সেই স্থানের—ভারতবর্ষের—উপযোগী ছিল না—কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বের লিখিত কোরাণে গোবধের বিধি থাকিলেও কাজীর সময়ে সেই বিধি "বিচার সহ" ছিল না—ইহাই বোধ হয় কাজীর উক্তির তাৎপর্য্য ছিল।

জাতি-অনুরোধে ইত্যাদি—আমি মুসলমান বলিয়া মুসলমান-শাস্ত্রের প্রতি মর্য্যাদা দেখাই মাত্র।

১৬৪। সহজে—স্বভাবতঃই। **যবন-শাস্ত্র**—মুসলমানের শাস্ত্র। **অদৃঢ় বিচার**—দৃঢ় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার পূর্ব্বক লিখিত নহে। (পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

গোবধ-সম্বন্ধে কাজীকে প্রভু যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সে প্রশ্নের উত্তরে কাজী স্পষ্ট কথাতেই পরাজয় স্বীকার করিলেন ; প্রভু তাহাতে একটু হাসিলেন ; হাসিয়া তাঁহাকে আর একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

১৬৫-৬৭। ছলে ইত্যাদি—ছলনা করিয়া—প্রকৃত কথা গোপন করিয়া—আমাকে প্রতারিত করিওনা। **হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধে** অধিকারী—মুসলমান-রাজার অধীনে মুসলমান-বিচারপতি বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণে তোমার অধিকার বা ক্ষমতা আছে—তুমি বিরুদ্ধাচরণ করিলে কেহই কিছু বলিতে সাহস করিবে না, কেহ তোমার প্রতিকূল আচরণও করিবে না।

প্রভু প্রশ্ন করিলেন—"মামা, আমাকে একটী কথা সত্য করিয়া বলিবে ; সত্য গোপন করিয়া আমাকে প্রতারিত করিওনা। কথাটী এই—তোমার নগরে নিত্যই সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে নৃত্য হইতেছে, বাদ্যগীতের কত কোলাহল হইতেছে। তুমি মুসলমান-কাজী, হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে তোমার ক্ষমতা আছে ; কিন্তু তুমি এই কোলাহলময় নৃত্যকীর্ত্তনে বাধা দিতেছনা কেন ?"

কাজীর ভিতরের কথা বাহির করার উদ্দেশ্যেই প্রভু এই প্রশ্ন করিলেন।

১৬৯। নিভৃত—নির্জ্জন। কাজী বলিলেন—"কীর্ত্তনে বাধা না দেওয়ার কারণ তোমাকে বলিতে পারি ; তবে এত লোকের সাক্ষাতে বলিতে পারি না, তোমার নিকটে গোপনে বলিতে পারি।"

১৭০। অন্তরঙ্গ—নিতান্ত আপনার জন। **স্ফুট করি**—প্রকাশ করিয়া, খুলিয়া।

১৭২। নরদেহ সিংহমুখ—মানুষের মত দেহ—দুই হাত, দুই চরণ—কিন্তু মুখ খানা সিংহের মুখের মতন। কাজীর বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীনৃসিংহদেবই কাজীকে দর্শন দিয়াছিলেন।

শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি।
অট্টঅট্ট হাসে, করে দন্ত কড়মড়ি ॥ ১৭৩
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর স্বরে বোলে—।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে ॥ ১৭৪
মোর কীর্ত্তন মানা করিস, করিমু তোর ক্ষয়!
আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয় ॥ ১৭৫
ভীত দেখি সিংহ বোলে হইয়া সদয়—।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয় ॥ ১৭৬
সেদিন বহুত নাহি কৈল উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করিয়া না কৈলুঁ প্রাণাঘাত ॥ ১৭৭
ঐছে যদি পুন কর, তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু ॥ ১৭৮
এত কহি সিংহ গেল মোর হৈল ভয়।
এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয় ॥ ১৭৯
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল।
শুনি দেখি সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল ॥ ১৮০
কাজী কহে—ইহা আমি কারে না কহিল।
সেই দিন আমার এক পেয়াদা আইল ॥ ১৮১
আসি কহে—গেলুঁ মুঞি কীর্ত্তন নিষেধিতে।
অগ্নি-উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে ॥ ১৮২
পুড়িলা সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায় তার এই বিবরণ ॥ ১৮৩
তাহা দেখি বলি আমি মহাভয় পাঞা।
কীর্ত্তন না বর্জ্জিহ, ঘরে রহ ত বসিয়া ॥ ১৮৪
তবে ত নগরে হৈবে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন—॥ ১৮৫
নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার।
হরিহরিধ্বনি বিনা নাহি শুনি আর ॥ ১৮৬
আর ম্লেচ্ছ কহে— হিন্দু 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলি।
হাসে কান্দে নাচে গায়—গড়ি যায় ধূলি ॥ ১৮৭
'হরিহরি' করি হিন্দু করে কোলাহল।
পাৎসা শুনিলে তোমায় করিবেক ফল ॥ ১৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭৪। **ফাড়িমু**—চিরিয়া ফেলিব। **মৃদঙ্গ বদলে**—তুমি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়াছ, আমি তোমার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইব।

১৭৫। এই পয়ার হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুই নৃসিংহরূপে কাজীকে কৃপা করিয়াছিলেন।

১৭৭। **তেঞি**—তজ্জন্য। **প্রাণাঘাত**—প্রাণনাশ।

১৭৯। **নখচিহ্ন**—নখ দ্বারা বক্ষোবিদারণের চিহ্ন। কাজী স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, নৃসিংহদেব তাঁহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়াছেন; জাগ্রত হইয়াও দেখিলেন, বক্ষে নখচিহ্ন রহিয়াছে। প্রভু যে দিন কীর্ত্তন লইয়া আসিলেন, সেই দিনও সেই চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল।

১৮১-৮৩। নিজের উপর নৃসিংহের শাসনের কথা বলিয়া কাজীর লোকজনের উপরেও যে অলৌকিক শাসন হইয়া গিয়াছে, তাহা বলিতেছেন।

অগ্নি-উল্কা—আগুনের উল্কা; শূন্য হইতে আগত অগ্নিরাশি। **পেয়াদা**—পদাতিক। **ব্রণ**—ক্ষত। পেয়াদার দাড়ি পুড়িয়া গেল, মুখে ক্ষত হইল। কিন্তু কোথা হইতে আগুন আসিল কেহ বলিতে পারে না।

১৮৪-৮৫। **না বর্জ্জিহ**—নিষেধ করিও না। **তবেত** ইত্যাদি—নগরে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন চলিবে আশঙ্কা করিয়া।

১৮৭। **গড়ি যায় ধূলি**—ধূলায় গড়াগড়ি যায়।

১৮৮। **পাৎসা**—বাদসাহ। **করিবেক ফল**—শাস্তি দিবেন।

তবে সেই যবনেরে আমিত পুছিল—।
হিন্দু 'হরি' বোলে—তার স্বভাব জানিল ॥ ১৮৯
তুমি ত যবন হৈয়া কেনে অনুক্ষণ।
হিন্দুর দেবতার নাম লও কি কারণ? ॥ ১৯০
ম্লেচ্ছ কহে—হিন্দুরে আমি করি পরিহাস।
কেহো কেহো কৃষ্ণদাস, কেহো রামদাস ॥ ১৯১
কেহো হরিদাস, বোলে 'হরিহরি'।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি ॥ ১৯২
সেই হইতে জিহ্বা মোর বোলে 'হরিহরি'।
ইচ্ছা নাহি, তবু বোলে, কি উপায় করি? ॥ ১৯৩
আর ম্লেচ্ছ কহে—শুন আমি এইমতে।
হিন্দুকে পরিহাস কৈল, সেই দিন হৈতে ॥ ১৯৪
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে না মানে বর্জ্জন।
না জানি কি মন্ত্রৌষধি করে হিন্দুগণ ॥ ১৯৫
এত শুনি তা সভারে ঘরে পাঠাইল।
হেনকালে পাষণ্ডি-হিন্দু পাঁচ-সাত আইল ॥ ১৯৬
আসি কহে—হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল, কভু শুনি নাই ॥ ১৯৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮৯-৯০। কাজী আরও এক অদ্ভুত ঘটনার কথা বলিতেছেন। যে সমস্ত মুসলমান হিন্দুর কীর্ত্তন নিষেধ করে না বলিয়া কাজীকে বাদসাহের রোষের ভয় দেখাইতে আসিত, তাহাদেরই একজন অনবরত "হরি হরি" ধ্বনি করিত।

১৯১-৯৩। যবন হইয়া সে কেন হরিনাম করিতেছে, কাজী এই প্রশ্ন করিলে সে বলিল:—হিন্দুদের কেহ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলে, কেহ "রাম রাম" বলে, কেহ "হরি হরি" বলে। তাই আমি উপহাস করিয়া বলিলাম "তুমি কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল, তুমি বুঝি কৃষ্ণদাস হইয়াছ! তুমি কেবল রাম রাম বলিয়া চীৎকার কর, তুমি বুঝি বেটা রামদাস হইয়াছ! আর তুমি কেবল "হরি হরি" বলিয়া লম্ফ ঝম্প দিতেছ, তুমি বুঝি হরিদাস হইয়াছ! নিশ্চয়ই বেটারা রাত্রিতে কারও ঘরে চুরি করিবার মতলব করিয়াছিস্, তাই দিনের বেলায় 'কৃষ্ণ রাম হরি' বলিয়া সাধুতার আবরণে নিজদিগকে ঢাকিয়া রাখিয়া ধরা পড়ার হাত হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছিস্।"—কিন্তু এসকল বলার পর হইতেই —কেন বলিতে পারি না—আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার জিহ্বা হইতে অনবরত আপনা-আপনি "হরি হরি"-শব্দ বাহির হইতেছে।

১৯১-৯২ পয়ারের অন্বয়:—ম্লেচ্ছ কহিল—হিন্দুদিগকে পরিহাস করিয়া আমি (বলিলাম)—(তোমরা) কেহ কেহ কৃষ্ণদাস, কেহ রামদাস, কেহবা হরিদাস (হইয়াছ)! তাই সর্ব্বদা "হরি হরি" বলিতেছ! (আমি) জানি, (নিশ্চয়ই তোমরা) কাহারও ঘরে ধন চুরি করিবে।

হরিনাম যে স্বপ্রকাশ বস্তু, ১৯৩ পয়ার হইতে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

১৯৪। "পরিহাস"-স্থলে কোনও গ্রন্থে "মস্করা" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়; অর্থ—ঠাট্টা, বিদ্রূপ।

১৯৫। **বর্জ্জন**—বারণ। **মন্ত্রৌষধি** ইত্যাদি—হিন্দুরা কোনও মন্ত্র প্রয়োগ করে, না কি ঔষধ প্রয়োগ করে বলিতে পারি না, যাহার ফলে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার জিহ্বা সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া থাকে।

পতিতপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভঙ্গীতে যবনের মুখেও শ্রীহরিনাম স্ফুরিত করাইয়াছেন।

১৯৬। মুসলমানদের কথা বলিয়া কয়েকজন কীর্ত্তন-বিদ্বেষী হিন্দু, কীর্ত্তনের বিরুদ্ধে কিরূপে কাজীর নিকটে নালিশ করিয়াছিল, তাহাই কাজী বলিতেছেন।

তা-সভারে—১৮৬-৯৫ পয়ারোক্ত মুসলমানগণকে। **পাষণ্ডী-হিন্দু**—কীর্ত্তন-বিদ্বেষী ভগবদ্বহির্ম্মুখ হিন্দু।

১৯৭। **ভাঙ্গিল**—নষ্ট করিল। **প্রবর্ত্তাইল**—প্রবর্ত্তিত করিল। **যে কীর্ত্তন** ইত্যাদি—এইরূপ কীর্ত্তনের কথা আমরা আর কখনও শুনি নাই। ব্যঞ্জনা এই যে, ইহা হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত নহে; এই কীর্ত্তন চলিতে দিলে হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট হইবে।

মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে বাদ্য নৃত্য গীত—যোগ্য আচরণ॥ ১৯৮
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥ ১৯৯
উচ্চ করি গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥ ২০০
না জানি কি খাঞা মত্ত হৈয়া নাচে গায়।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়॥ ২০১
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই—করি জাগরণ॥ ২০২
'নিমাই' নাম ছাড়ি এবে বোলায় 'গৌরহরি'।
হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি॥ ২০৩
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ রাড়বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥ ২০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯৮। পাষণ্ডী হিন্দুদের মতে, হিন্দুধর্ম্মের উপযোগী আচরণ কি, তাহা তাহারা কাজীকে জানাইতেছে। মঙ্গলচণ্ডী বা মনসার পূজা-উপলক্ষে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি-সহকারে রাত্রি-জাগরণই হিন্দু-ধর্ম্মের অনুকূল আচরণ। **বিষহরি**—মনসাদেবী; ইনি সর্পের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী।

সর্পভয়-নিবারণের জন্য লোকে মনসার পূজা করে; আর সাংসারিক মঙ্গলের জন্য মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা করে; দুইটীই অনাত্ম-ধর্ম্মের অঙ্গ—আত্মধর্ম্ম বা ভগবদ্‌বিষয়ক ধর্ম্মাচরণের অঙ্গীভূত ইহাদের একটীও নহে।

১৯৯। **বিপরীত**—উল্টা, ভাল-এর-উল্টা, মন্দ। **চালায় বিপরীত**—উল্টা বা অদ্ভুত আচরণ করে। গয়া হইতে আসার পর হইতেই নিমাই-পণ্ডিতের এসমস্ত অদ্ভুত আচরণ দেখা যাইতেছে; তাহার পূর্ব্বে কিন্তু সে ভালই ছিল—তখন কখনও তাহাকে কীর্ত্তন-রূপ অনাচার করিতে দেখা যায় নাই। (ইহা পাষণ্ডী হিন্দুদের কথা)।

২০০-২০১। নিমাই পণ্ডিতের বিপরীত আচরণ কি, তাহা বলিতেছেন ২০০-২০১ পয়ারে। **উচ্চ করি গায় গীত**—চীৎকার করিয়া কীর্ত্তন করে। **দেয় করতালি**—হাত তালি দেয়। **মৃদঙ্গ করতাল** ইত্যাদি—খোল-করতালের এমন অদ্ভুত শব্দ করে যে, তাতে কানে তালা লাগে—কর্ণ বধির হইয়া যায়, কান ঝালা পালা করে। **না জানি** ইত্যাদি—বোধ হয় ইহারা কোনও মাদক-দ্রব্য খাইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করে, তাই উন্মত্তের ন্যায় কখনও নাচে, কখনও গায়, কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, আবার কখনও বা ভূমিতে গড়াগড়ি যায়।

বস্তুতঃ এই সমস্তই কৃষ্ণপ্রেমের বহির্লক্ষণ। "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ শ্রীভা, ১১।২।৪০॥"

২০২। পাষণ্ডিগণ আরও বলিল—সর্ব্বদাই এই সঙ্কীর্ত্তনের কোলাহলে লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে—রাত্রিতে কেহ ঘুমাইতে পারে না; তাতে বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়া সকলেরই পাগল হওয়ার যোগাড় হইয়াছে।"

২০৩। পাষণ্ডিগণ আরও বলিল :—পূর্ব্বে ইহাঁর নাম ছিল নিমাই, কিন্তু এখন বোধ হয় সেই নামে তিনি সন্তুষ্ট নহেন; এখন আবার নিজের "গৌরহরি"-নাম প্রচার করিতেছেন। বস্তুতঃ নিমাই-পণ্ডিত পাষণ্ড-মত এবং পাষণ্ডের আচরণ প্রচার করিয়া হিন্দুধর্ম্মটাকে নষ্ট করিয়া দিতেছে। **পাষণ্ড-সঞ্চারি**—পাষণ্ড (হিন্দুধর্ম্মবিরোধী) মত ও আচরণ প্রচার করিয়া।

২০৪। **নীচ**—নীচজাতীয় লোকগণ। **রাড়বাড়**—অতত্ত্বজ্ঞ; যাহারা ভালমন্দ তত্ত্বাদি কিছুই জানে না। **কৃষ্ণের কীর্ত্তন** ইত্যাদি—যাহারা ভালমন্দ বিচার করিতে পারে না, কোনও রূপ তত্ত্বাদি জানেনা, এরূপ নীচজাতীয় লোকগণই কৃষ্ণের কীর্ত্তন করিয়া থাকে; কোনও বিজ্ঞ বা সম্ভ্রান্ত লোক কখনও কৃষ্ণকীর্ত্তন করে না। **এই পাপে**—যে কীর্ত্তন কেবল অজ্ঞ নিম্নশ্রেণীর লোকেরই কাজ, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের লোকের পক্ষে সেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করার পাপে। **উজাড়**—ধ্বংস; মড়ক হইবে, তাতে সমস্ত লোক মরিয়া যাইবে।

অথবা কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রতুল্য পবিত্র, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণসজ্জনেরই কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে অধিকার; অজ্ঞ নিম্নশ্রেণীর

হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরনাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥ ২০৫

গ্রামের ঠাকুর তুমি, সভে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন॥ ২০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লোকের তাহাতে অধিকার নাই। নিমাই-পণ্ডিত এই অনধিকারী নিম্নশ্রেণীর লোকের দ্বারা কৃষ্ণকীর্ত্তন করাইয়া পাপের কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার এই পাপকার্য্যের ফলে সমস্ত নবদ্বীপের অমঙ্গল হইবে।

অভিযোগকারীদের উক্তি বিচারসহ নহে। ধনী, নির্ধন,উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত-মূর্খ—সকলেরই কৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকার আছে।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সময়ে নবদ্বীপের হিন্দুধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, কীর্ত্তন-বিদ্বেষী হিন্দুদের কথা হইতে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য, শ্রীবাস, মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে প্রায় কেহই হরিনাম-কীর্ত্তনাদি করিতনা—করাও তাহারা বোধ হয় তাহাদের মর্য্যাদার হানিজনক বলিয়া মনে করিত। তবে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে কীর্ত্তনের কিছু প্রচলন ছিল; কিন্তু তাহারা ধর্ম্মের তত্ত্বাদি সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ ছিল (২০৪ পয়ারে)। মঙ্গল-চণ্ডীর গীত, মনসার গান এবং তদুপলক্ষে জাগরণ—ইহাই ছিল সাধারণতঃ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের একমাত্র ধর্ম্মাচরণ (১৯৮ পয়ার); মোটামোটি অবস্থা ছিল এই যে, ভগবদ্‌বিষয়ক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নবদ্বীপ হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

২০৫। উচ্চ-নামকীর্ত্তনের দোষ-সম্বন্ধে বহির্ম্মুখ হিন্দুগণ কাজীর নিকট বলিল—"হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বরের নামই মহামন্ত্র; মহামন্ত্র অতি-গোপনে জপ করিতে হয়; অন্যে শুনিলে মন্ত্রের শক্তি কার্য্যকরী হয় না। আর এই নিমাই-পণ্ডিত বহুলোক সঙ্গে করিয়া মহামন্ত্র-রূপ নাম উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করিয়া নগরে নগরে ভ্রমণ করে; তাতে সকলেরই কর্ণগোচর হওয়ায় নামের শক্তি আর কার্য্যকরী হয় না—তাহাদের চীৎকার লোকের অশান্তি উৎপাদন ব্যতীত আর কোনও ফলই প্রসব করে না।"

অভিযোগকারীদের এই উক্তিও বিচারসহ নহে। দীক্ষামন্ত্রই গোপনে জপ করিতে হয়; দীক্ষামন্ত্র অন্যে শুনিলে তাহার শক্তি কার্য্যকরী হয় না। কিন্তু শ্রীনাম মহামন্ত্র হইলেও সকলভাবেই কীর্ত্তনীয়। শ্রীলহরিদাসঠাকুর এক লক্ষ নাম উচ্চস্বরে নিত্য কীর্ত্তন করিতেন; শ্রীমন্ মহাপ্রভুও উচ্চস্বরে নাম কীর্ত্তন করিতেন এবং উচ্চসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া গিয়াছেন (৩৩৬৪)। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "শ্রবণং কীর্ত্তনং" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"নামকীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্—নামকীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে করাই প্রশস্ত।" শাস্ত্রে নামশ্রবণের অনেক মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন নিষিদ্ধ হইলে শ্রবণের কথাই উঠিতে পারে না। নামী শ্রীভগবান পরম-স্বতন্ত্র-তত্ত্ব; নাম ও নামীতে অভেদবশতঃ নামও স্বতন্ত্রতত্ত্ব। স্কন্দপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও নামকে "স্বতন্ত্রতত্ত্ব" বলিয়াছেন। "কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্॥ ১১।২০৪॥" স্বতন্ত্র ভগবান্ যেমন কোনও বিধিনিষেধের অধীন নহেন, স্বতন্ত্র বলিয়া তাঁহার নামও কোনও বিধি-নিষেধের অধীন নহেন; তাই শ্রীনাম দীক্ষা, পুরশ্চর্য্যা, সদাচার, দেশ-কাল প্রভৃতি কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। "আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসামা-চণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ। নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥ শ্রী, চৈ, চ ২।১৫।২ ধৃত পদ্যাবলীবচনম্।" দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে। জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সভারে উদ্ধারে॥ ২।১৫।১০৯॥ খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ ৩।২০।১৪॥ ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরের্নামনি লুব্ধক॥ হ, ভ, বি, ১১।২০। ২০২ ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনম্॥ অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার। সর্ব্বজন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার॥২।২৫।৯৯॥

২০৬। ১৯৭-২০৫ পয়ারে কীর্ত্তনবিদ্বেষী হিন্দুগণ কীর্ত্তন সম্বন্ধে তাহাদের আপত্তির কারণ জানাইয়া এক্ষণে কাজীর নিকট প্রতীকার প্রার্থনা করিতেছে।

তবে আমি প্রীতিবাক্য কহিল সভারে—। সভে ঘর যাহ, আমি নিষেধিব তারে ॥ ২০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গ্রামের ঠাকুর—নবদ্বীপের শাসন-কর্ত্তা। **সভে তোমার জন**—নবদ্বীপবাসী সকলেই তোমার শাসনাধীন প্রজা। **নিমাই বোলাইয়া**—নিমাই-পণ্ডিতকে ডাকাইয়া। **করহ বর্জ্জন**—কীর্ত্তন করিতে নিষেধ কর।

কাজীর উক্তি হইতে একটী কথা স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়; তাহা হইতেছে এই। মুসলমানদের মধ্যে যাহারা কীর্ত্তনের বিদ্বেষী ছিল, বা কীর্ত্তন বন্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের সকলেই কোনও না কোনও প্রকারে ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছে। স্বয়ং কাজী—মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বস্ব দণ্ড করিয়া জাতি লওয়ার ধমক দিয়া থাকিলেও নৃসিংহদেবের কৃপা পাইলেন; কাজীর পাইক-পেয়াদা কীর্ত্তন-নিষেধ করিতে যাইয়া অলৌকিক অগ্নি-উল্কায় দাড়ী পোড়া যাওয়ায় মুখে ক্ষত লইয়া গৃহে ফিরিল; যাহারা কীর্ত্তনকারিগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে গিয়াছিল, তাহাদের সকলের জিহ্বাতেই আপনা-আপনি হরি-কৃষ্ণনাম, তাহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ফুরিত হইতে লাগিল—সাধকের পক্ষে যাহা বহু-সাধনায়ও পাওয়া দুষ্কর, তাহা তাহারা—যাহারা হরি-কৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়াই স্বীকার করেনা, হরি-কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষমাত্রই পোষণ করে, তাহারা—কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের বলে পাইয়া ফেলিল। আর যাহারা হিন্দু, যাহাদের শাস্ত্র হরিকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহাদের মধ্যে যাহারা কীর্ত্তনের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছিল, তাহাদের জিহ্বায় আপনা-আপনি হরিনামের অভ্যুদয়ের কথা, নৃসিংহ কর্ত্তৃক তাহাদের কাহারও বক্ষঃ বিদীর্ণ হওয়ার কথা, কিম্বা অগ্নি-উল্কায় কাহারও মুখ-দাহরূপ শাস্তি-কৃপার কথা শুনা যায় না। ইহার কারণ কি? ভগবানের লীলার অভিপ্রায় ভগবান্ই জানেন, আর জানেন তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত; আমাদের ন্যায় বহির্ম্মুখ লোকের পক্ষে তাহার অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র; তথাপি, যে দুএকটী কথা চিত্তে উদিত হইতেছে, ভক্ত-পাঠকগণের বিবেচনার নিমিত্ত এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ মুসলমানদের মধ্যে যাহারা কোনও না কোনও ভাবে ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছে, তাহারা জাতিগত-ভাবে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী না হইলেও সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত ভাবে কীর্ত্তনের বিরোধী ছিলনা, অন্তরের সহিত কীর্ত্তনের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করিত না; কাজী ও তাঁহার পেয়াদাগণ সম্ভবতঃ তাহাদের কর্ম্মের অনুরোধে, বাদশাহের অপ্রীতির আশঙ্কায় কীর্ত্তন বন্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিল এবং অন্যান্য মুসলমানগণ সম্ভবতঃ তাহাদের জাতিগত সংস্কার বশতঃ, কিম্বা স্বভাব-সুলভ কৌতুক-চপলতা বশতঃ কীর্ত্তনকারীদিগকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করিয়াছিল; তাহাদের অন্তরে বাস্তবিক কোনও বিদ্বেষ না থাকায় তাহাদের গুরুতর অপরাধ হয় নাই এবং ভাবী গুরুতর অপরাধ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে শ্রীনৃসিংহরূপে বা উল্কা-অগ্নিরূপে পরম-করুণ শ্রীভগবান্ তাহাদিগকে কৃপা করিয়াছেন। বিশেষতঃ যাহারা হরি-রাম-কৃষ্ণ বলিয়া হিন্দুদিগকে ঠাট্টা করিয়াছিল, হেলায়-ঠাট্টায় নামগ্রহণ করাতেও পরমকরুণ-ভুবনমঙ্গল-শ্রীহরিনাম তাহাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে—আপনা-আপনিই তাহাদের জিহ্বায় নৃত্য করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। আর, হিন্দুদের মধ্যে যাহারা কাজীর নিকটে উপনীত হইয়া কীর্ত্তনকারীদের নামে নালিশ করিয়াছিল, তাহারা সম্ভবতঃ অন্তরের সহিতই কীর্ত্তনের প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিত; এই গুরুতর অপরাধেই তাহারা শ্রীভগবানের ও শ্রীনামের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কীর্ত্তনের বিরুদ্ধাচরণকারী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সকলের মনের অবস্থা একরূপই ছিল বলিয়া—সকলেই সমভাবে নিষ্পাপ অথবা সমপরিমাণ পাপী ছিল বলিয়া—মনে করিলেও ইহার একটা সমাধান পাওয়া যায়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবার নাম প্রচার করিতে আসিয়াছেন; নাম-প্রচারের নিমিত্ত নামের মহিমা প্রকটন বিশেষ প্রয়োজনীয়। শ্রীহরিনাম যে কেহ ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিতে পারেনা, নাম যে স্বপ্রকাশ বস্তু, নাম কৃপা করিয়া স্বয়ং যাঁহার জিহ্বায় স্ফুরিত হয়, কেবল তিনিই যে নামকীর্ত্তন করিতে পারেন—তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও নাম যে তাঁহার জিহ্বায় উচ্চারিত হইতে থাকে—নামের এই অদ্ভুত ও অলৌকিক মহিমাটী জনসমাজে যদি প্রচারিত হয়, তাহা

হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হও, হেন লয় মোর মন ॥ ২০৮
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া-হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কাজীরে ছুঁইয়া—২০৯
তোমার মুখে কৃষ্ণনাম—এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল, হৈলা পরম-পবিত্র ॥ ২১০
'হরি কৃষ্ণ নারায়ণ' লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি বড় পুণ্যবান্ ॥ ২১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইলে লোক স্বভাবতঃই নামের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারে। ভগবন্নাম-কীর্ত্তন করা হিন্দুর ধর্ম্ম; সুতরাং কোনও ধর্ম্মদ্রোহী হিন্দুর জিহ্বায়ও যদি হরিনাম আপনা-আপনি—তাহার অনিচ্ছায়—স্ফুরিত হয়, তাহা হইলেও যাহারা নামের মহিমা জানেনা, তাহারা নামের স্বতঃস্ফুরণে সন্দেহ পোষণ করিতে পারে—ধর্ম্মদ্রোহী হইলেও সেই হিন্দু জাতিগত সংস্কার-বশতঃ নাম উচ্চারণ করিতেছে বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে। কিন্তু যাহারা হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী, হরি-রাম-কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করাকে যাহারা নিজেদের ধর্ম্মের হানিকর বলিয়াই মনে করে—সেই মুসলমানদের মধ্যে যদি কেহ—কোনও হিন্দুর কাছে নয়, স্বয়ং কাজীর নিকটে, যিনি স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণের নিমিত্ত তাহাদিগকে যথোচিত শাস্তি দিতে পারেন—হরিদাস-ঠাকুরের ন্যায় বাইশ-বাজারে নিয়া বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিতে পারেন, সেই কাজীর নিকটে যাইয়া মুসলমানদের কেহ যদি—নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও হরি-কৃষ্ণ-রাম-শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইলে কেহই সম্ভবতঃ তাহার উপরে কপটতার আরোপ করিবে না; দণ্ডদাতা-স্বয়ং-কাজীর নিকটে যাইয়া সেই লোক স্বীয় ধর্ম্মের প্রতিকূল আচরণদ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বাচালতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছে বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিবে না—হরিনাম স্বয়ংই তাহার জিহ্বায় নৃত্য করিতেছেন, ইহাই লোকে বিশ্বাস করিবে। এই ভাবে শ্রীভগবন্নামের স্বপ্রকাশতা প্রকটিত করার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় শ্রীমন্ মহাপ্রভু সমভাবাপন্ন হিন্দুর পরিবর্ত্তে মুসলমানের জিহ্বায় ঐ নাম স্ফুরিত করিয়াছেন। আর নৃসিংহরূপে কাজীকে কৃপা করিয়া এবং অগ্নি-উল্কারূপে কাজীর পেয়াদাকে কৃপা করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু দেখাইলেন যে, ভগবান্ স্বরূপা-প্রকাশে জাতিকুলের অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহার নিকটে সকলেই সমান। হিন্দু যবনকে সামাজিকভাবে দূরে সরাইয়া রাখিলেও শ্রীভগবান্ তাহাকে দূরে রাখেন না, কোনওরূপে তাঁহার সংশ্রবে আসিলেই তিনি তাহাকে স্বীয় কৃপাধারা অনুভবের যোগ্যতা দান করেন।

২০৮। অন্বয়ঃ—কাজী প্রভুকে বলিলেন—"আমার মনে হয়, হিন্দুর বড় ঈশ্বর যে নারায়ণ, তুমি সেই নারায়ণ।" **বড় ঈশ্বর**—পরমেশ্বর; স্বয়ং ভগবান্। মহাপ্রভুর কৃপায় কাজী প্রভুর স্বরূপ অনুভব করিতে পারিয়াছেন।

২০৯। **ছুঁইয়া**—স্পর্শ করিয়া। স্পর্শ দ্বারা প্রভু বোধ হয় কাজীর চিত্তে বিশেষ কৃপাশক্তি সঞ্চারিত করিলেন।

২১০-১১। এই দুই পয়ার কাজীর প্রতি প্রভুর উক্তি। প্রভু বলিলেন—"কাজী, তুমি নিজে মুসলমান, মুসলমান বাদসাহের প্রতিনিধি, নবদ্বীপ-নগরে তুমিই মুসলমান-ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা; এরূপ অবস্থায় তোমার মুখে কৃষ্ণনাম—ইহা বস্তুতঃই অদ্ভুত ব্যাপার! যাহাহউক, কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাতে তোমার পাপ ক্ষয় হইল, চিত্ত পবিত্র হইল। তুমি—'হরি, কৃষ্ণ ও নারায়ণ'—ভগবানের এই তিনটী নামই গ্রহণ করিয়াছ; কাজী, তুমি বড়ই ভাগ্যবান্।"

১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ১৯৩, ২০৩ পয়ারে "হরি," ১৮৭, ১৯১, ১৯৫, ২০৪ পয়ারে "কৃষ্ণ" এবং ২০৮ পয়ারে "নারায়ণ" শব্দ কাজীর মুখ হইতে বাহির হইয়াছে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবানের নাম করার উদ্দেশ্যে কাজী "হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ"-শব্দ উচ্চারণ করেন নাই; প্রসঙ্গ-ক্রমে তিনি এই তিনটী শব্দের উচ্চারণ করিয়াছেন; তাহাতে কিরূপে তাঁহার পাপক্ষয় হইল? উত্তর—ইহা নামের বস্তুগত শক্তি; বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখে না; অগ্নির দাহিকাশক্তির কথা না জানিয়াও যদি কেহ আগুনে হাত দেয়, তাহা হইলেও তাহার হাত পুড়িয়া যাইবে, আগুনের শক্তি স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করিবেই। ভগবন্নামও এই

এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানী।
প্রভুর চরণ ছুঁই কহে প্রিয়বাণী—২১২
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যে—তোমাতে রহু ভক্তি ২১৩॥
প্রভু কহে—এক দান মাগিহে তোমায়।
সঙ্কীর্ত্তনবাদ যৈছে না হয় নদীয়ায়॥ ২১৪
কাজী কহে—মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক্ দিব কীর্ত্তন না বাধিবে॥ ২১৫
শুনি প্রভু "হরি" বলি উঠিলা আপনি।
উঠিলা বৈষ্ণব সব করি হরিধ্বনি॥ ২১৬
কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লাসিতমন॥ ২১৭
কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন।
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন॥ ২১৮
এইমতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ॥ ২১৯
একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই॥২২০
শ্রীবাসপুত্রের তাহাঁ হৈল পরলোক।
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক॥ ২২১
মৃতপুত্রমুখে কৈল জ্ঞানের কথন।
আপনে দুইভাই হৈলা শ্রীবাসনন্দন॥ ২২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভাবে নাম-গ্রহণকারীর বুদ্ধির অপেক্ষা না করিয়া স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিয়া তাহার পাপ ধ্বংস করে, তাহার চিত্ত পবিত্র করে। তাই শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও বলিয়াছেন, হেলায়-শ্রদ্ধায় নাম উচ্চারণ করিলেও তাহা ব্যর্থ হয় না। "শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ। তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে মম হৃদয়ে॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! শ্রদ্ধা বা হেলা ক্রমেও যাহারা আমার নাম উচ্চারণ করে, আমার হৃদয়ে তাহাদের নাম জাগরিত থাকে। ১১।২৪৫॥" হরিভক্তিবিলাস আরও বলেন—"সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেব হরের্নাম চিদাত্মকম্। ফলং নাস্য ক্ষমো বক্তুং সহস্রবদনো বিধিঃ॥—চিদাত্মক হরিনাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে যে ফল হয়, চতুর্ম্মুখ বিধাতা এবং সহস্র-বদন অনন্তও সে ফলবর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। ১১।২৪২॥"

২১২। **দুই চক্ষে পড়ে পানী**—ভগবন্নাম উচ্চারণের ফলে কাজীর চিত্তে প্রেমের উদয় হইয়াছে; তাই তাঁহার নয়নে অশ্রুরূপ সাত্ত্বিকভাবের বিকার প্রকটিত হইয়াছে। **পানী**—পানীয়; জল।

২১৩। ভক্তি-রাণী হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিলে আপনা-আপনিই দৈন্য আসিয়া পড়ে, তখন সর্ব্বোত্তম হইয়াও ভক্ত নিজেকে সকলের অধম বলিয়া মনে করেন। তাই আজ নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা কাজী, লৌকিক হিসাবে তাঁহার একজন প্রজা শ্রীনিমাই-পণ্ডিতের—যিনি কাজী অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট এবং যিনি মুসলমান-ধর্ম্মের বিরোধী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, সেই শ্রীনিমাই-পণ্ডিতের—চরণ স্পর্শ করিয়া ভক্তি যাচ্ঞা করিতেছেন।

২১৪। **এক দান**—একটী ভিক্ষা। **সঙ্কীর্ত্তনবাদ**—সঙ্কীর্ত্তনের বাধা বা বিঘ্ন। **যৈছে**—যেন।

২১৫। **তালাক**—শপথ। কাজী বলিলেন, "আমার বংশধরদিগকে শপথ দিয়া যাইব, তাহারা যেন কখনও সঙ্কীর্ত্তনে বাধা না দেয়।"

২১৭। **কীর্ত্তন করিতে**—সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে। **সঙ্গে চলি** ইত্যাদি—কাজীও কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতদূর পর্য্যন্ত গেলেন।

২১৯। **প্রসাদ**—কৃপা। **ইহা**—কাজীর প্রতি কৃপার কথা।

২২০-২২। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে এক সময়ে শ্রীবাসের মৃতপুত্রের মুখে কথা বলাইয়াছিলেন, সেই লীলার কথা বলিতেছেন ২২০-২২২ পয়ারে।

নিত্যানন্দ সঙ্গে—নিত্যানন্দ সহ। **দুইভাই**—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ। **শ্রীবাস-পুত্রের**—শ্রীবাসের পুত্রের। **হৈল পরলোক**—মৃত্যু হইল। **কৈল**—কহাইল। **জ্ঞানের কথন**—কে কার পিতা, কে কার পুত্র

তবে ত করিল সব ভক্তে বরদান।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান ॥ ২২৩
শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দর্শন ॥ ২২৪
'দেখিনু দেখিনু' বলি হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে, হৈল বৈষ্ণব আগল ॥ ২২৫
আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশিকা মাগিল।
শ্রীবাস কহে—গোপীগণ বংশী হরি নিল ॥ ২২৬
শুনি প্রভু 'বোল বোল' কহেন আবেশে।
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন-লীলা-রসে ॥ ২২৭
প্রথমেতে বৃন্দাবন-মাধুর্য্য বর্ণিল।
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাঢ়িল ॥ ২২৮
তবে 'বোল বোল' প্রভু বোলে বারবার।
পুনঃপুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার ॥ ২২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইত্যাদি তত্ত্ব-কথা। **আপনে দুইভাই** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাসকে বলিলেন—"আমাদিগকে তুমি তোমার পুত্র বলিয়া মনে কর।"

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ যখন শ্রীবাসের অঙ্গনে নৃত্য করিতেছিলেন, তখন শ্রীবাসের শিশু-পুত্রের মৃত্যু হয়। কিন্তু প্রভুর আনন্দ ভঙ্গ হইবে বলিয়া শ্রীবাস মৃত-পুত্রের জন্য বিন্দুমাত্রও দুঃখ বা শোক প্রকাশ করিলেন না এবং বাড়ীর কাহাকেও শোক প্রকাশ করিতে দিলেন না। ফলতঃ তাঁহার যে পুত্র-বিয়োগ হইয়াছে, ইহা বাড়ীর কাহারও ব্যবহারেই প্রকাশ পাইল না। কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রভু যখন এ সংবাদ জানিলেন, তখন মৃত-বালকের মুখ দিয়া মহাপ্রভু এই কথা বলাইলেন—"কে কার পিতা? কে কার পুত্র? ইত্যাদি।" ইহাই জ্ঞানের কথা। তারপর শ্রীবাসকে প্রভু বলিলেন—"আমি নিত্যানন্দ দুই নন্দন তোমার। চিত্তে কিছু তুমি ব্যথা না ভাবিহ আর॥" শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড ২৫শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২২৩। শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রকাশের সময় প্রভু সমস্ত ভক্তকে বর দান করিয়াছিলেন। **নারায়ণী**—শ্রীবাস-পণ্ডিতের ভ্রাতুপুত্রী; ইনি শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের জননী। ইনি ব্রজলীলায় ছিলেন অম্বিকার ভগিনী কিলিম্বা—যিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট-ভোজনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। নারায়ণীর বয়স যখন চারি বৎসর, তখন প্রভুর আদেশে ইনি "হা কৃষ্ণ" বলিয়া ভূপতিত হইলেন, অশ্রু ও স্বেদে ধরণী সিক্ত হইয়া গেল। (শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য।৩।) প্রভুর মহাপ্রকাশের সময়ে প্রভুর চর্ব্বিত-তাম্বূল সেবন করার জন্য প্রভু সকলকে আদেশ করিলে "মহানন্দে খায় সভে হরষিত হৈয়া। কোটিচান্দ-শারদ-মুখের দ্রব্য পায়্যা॥ ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল। নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥ শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান। তাহারে ভোজন-শেষ প্রভু করে দান॥" শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।

২২৪। সিঁয়ে—সিলাই করে। **দরজী যবন**—মুসলমান দরজী। **পাগল**—প্রেমে উন্মত্ত। **আগল**—অগ্রগণ্য। **বৈষ্ণব আগল**—বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

২২৬। আবেশে—ব্রজভাবের আবেশে, শ্রীকৃষ্ণরূপে। **বংশিকা**—বাঁশী। প্রভু শ্রীবাসের নিকটে বাঁশী চাহিলেন। শ্রীবাসও চতুরতা করিয়া রসপুষ্টির নিমিত্ত বলিলেন—"তোমার বাঁশী গোপিকারা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।"

২২৭। আবেশে—বংশী-চুরি-লীলার আবেশে। **বৃন্দাবনলীলা রসে**—রসময়-বৃন্দাবনলীলা। কোন্ লীলা বর্ণন করিলেন, পরবর্ত্তী ২২৮-২৩২ পয়ারে তাহার দিগ্‌দর্শন দেওয়া হইয়াছে।

২২৮। শ্রীবাস প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্য্য বর্ণন করিলেন।

২২৯। করিয়া বিস্তার—বৃন্দাবন-মাধুর্য্য এবং পরবর্ত্তী-পয়ারে বর্ণিত লীলাসমূহ বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিলেন।

বংশীবাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ।
তা-সভার সঙ্গে যৈছে বনবিহরণ ॥ ২৩০
তাহি-মধ্যে ছয়ঋতু লীলার বর্ণন।
মধুপান রাসোৎসব জলকেলি কথন ॥ ২৩১
'বোল বোল' বোলে প্রভু শুনিতে উল্লাস।
শ্রীবাস কহে তবে রাসরসের বিলাস ॥ ২৩২
কহিতে শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল।
প্রভু শ্রীবাসেরে তুষি আলিঙ্গন কৈল ॥ ২৩৩
তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণীস্বরূপ প্রভু আপনে হইলা ॥ ২৩৪
কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী হয়েন চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি ॥ ২৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৩০-৩১। শরৎ-পূর্ণিমা-রজনীতে শারদীয়-মহারাস-লীলা প্রকটনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া যখন বংশীবাদন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপবধূগণের চিত্ত কিরূপ বিচলিত হইয়াছিল, যিনি যে কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই কাজ পরিত্যাগ করিয়া ব্যস্ততাবশতঃ কেহ কেহ বিপর্য্যস্তভাবে বেশভূষা করিয়াও তাঁহারা কি ভাবে বনের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে কিরূপ চতুরতাময় বাক্যে তাঁহাদের প্রেম পরীক্ষা করিয়াছিলেন, পরে কিরূপে তাঁহাদের সহিত বনবিহার করিয়াছিলেন, বনভ্রমণকালে, গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ছয়ঋতুর ভাবপূর্ণ বনসমূহে কিভাবে তিনি গোপীদের সঙ্গে লীলা করিয়াছিলেন, কিভাবে মধুপান-লীলা এবং জল-কেলি-লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—প্রভুর প্রীতির নিমিত্ত শ্রীবাস তৎসমস্তই বর্ণনা করিলেন।

বনবিহরণ—বনে বিহার। **তাহি মধ্যে**—বনবিহারের মধ্যে। **ছয়ঋতু লীলা**—শ্রীবৃন্দাবনের অন্তর্গত ছয়টী বনে গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ছয়টী ঋতুর অবস্থা—এক বনে গ্রীষ্ম ঋতু, এক বনে বর্ষা-ঋতু, এক বনে শরত ঋতু ইত্যাদি ক্রমে ছয়টী বনে ছয়টী ঋতুর অবস্থা—নিত্য বিরাজিত; এতদতিরিক্ত আরও একটী বন আছে, যেখানে ছয়টী ঋতুই যুগপৎ বর্ত্তমান। ব্রজবধূদের সহিত বনবিহার-কালে শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বনেও বিহার করিয়াছিলেন।

২৩৩। প্রাতঃকাল হৈল—সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। **প্রভু শ্রীবাসেরে** ইত্যাদি—লীলাকথা দ্বারা প্রভুর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন বলিয়া প্রভু শ্রীবাসের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, শ্রীবাসও তাহাতে তুষ্ট হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। **তুষি আলিঙ্গন কৈল**—তুষ্ট করিয়া (তুষি—তুষিয়া) আলিঙ্গন করিলেন; অর্থাৎ আলিঙ্গন করিয়া তুষ্ট (বা কৃতার্থ) করিলেন। কোনও জিনিস মাটীতে পড়িয়া তারপর "ধুপ্" শব্দ করিলেও যেমন সাধারণতঃ বলা হয় "ধুপ্ করিয়া পড়িল", তদ্রূপ বস্তুতঃ আলিঙ্গন দ্বারা তুষ্ট করিয়া থাকিলেও এস্থলে "তুষি (তুষ্ট করিয়া) আলিঙ্গন করিলেন" বলা হইল।

২৩৪। আচার্য্যের ঘরে—চন্দ্রশেখর-আচার্য্যের গৃহে। **কৈল কৃষ্ণলীলা**—প্রভু কৃষ্ণ-লীলার অভিনয় করিলেন। তাহাতে প্রভু নিজে রুক্মিণী দেবীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন—তিনিই রুক্মিণী সাজিয়াছিলেন।

২৩৫। রুক্মিণী সাজার পরে প্রভু কখনও বা দুর্গার ভাবে এবং কখনও বা লক্ষ্মীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া দুর্গা ও লক্ষ্মীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। **চিচ্ছক্তি**—ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিকে চিচ্ছক্তি বলে; রুক্মিণী, লক্ষ্মী, দুর্গা প্রভৃতি তাঁহারই চিচ্ছক্তির বিভিন্ন বিলাস-বৈচিত্রী।

খাটে বসি ইত্যাদি—অভিনয়-উপলক্ষে প্রভু এক সময় মহালক্ষ্মীভাবে আবিষ্ট হইয়া খাটের উপরে বসিয়া তাঁহার স্তব পড়ার জন্য ভক্তগণকে আদেশ করিলে তাঁহারা সকলে মাতৃভাবের আবেশ জানিয়া স্ব-স্ব-রুচি অনুসারে কেহ লক্ষ্মীস্তব, কেহ চণ্ডীস্তবাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ রাত্রিশেষ দেখিয়া মাতৃবিরহ-বেদনার আশঙ্কায় সকলে বিচলিত হইয়া পড়িলে "মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সভারে ধরিয়া। স্তনপান করায় পরম স্নিগ্ধ হৈয়া॥ ঐ স্তন পানে সভার বিরহ গেল দূর। প্রেমরসে সভে মত্ত হইলা প্রচুর॥" প্রভু এইরূপে সকলকে প্রেমভক্তি দান করিলেন। শ্রী-চৈঃ ভাঃ মধ্য। ১৮॥

একদিন মহাপ্রভুর নৃত্য-অবসানে।
এক ব্রাহ্মণী আসি ধরিল চরণে ॥ ২৩৬
চরণের ধূলি সেই লয় বারবার।
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার ॥ ২৩৭
সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িলা।
নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইলা ॥ ২৩৮
বিজয় আচার্য্যগৃহে সে রাত্রি রহিলা।
প্রাতঃকালে ভক্ত সব ঘরে লৈয়া গেলা ॥ ২৩৯
একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া।
'গোপী গোপী' নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া ॥ ২৪০
এক পঢ়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে।
'গোপী গোপী' নাম শুনি লাগিল কহিতে—॥২৪১
'কৃষ্ণনাম' কেনে না লও? কৃষ্ণনাম ধন্য।
'গোপী গোপী' বলিলে বা কিবা হবে পুণ্য ॥ ২৪২
শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার।
ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিলা প্রভু পঢ়ুয়া মারিবার ॥ ২৪৩
ভয়ে পালায় পঢ়ুয়া, পাছে পাছে প্রভু ধায়।
আস্তেব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায় ॥ ২৪৪
প্রভুরে শান্ত করি আনিল নিজঘরে।
পঢ়ুয়া পলাঞা গেল পঢ়ুয়া-সভারে ॥ ২৪৫
পঢ়ুয়া সহস্র যাহাঁ পঢ়ে একঠাঁই।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাহাঁ যাই ॥ ২৪৬
শুনি ক্রুদ্ধ হৈল সব পঢ়ুয়ার গণ।
সভে মেলি তবে করে প্রভুর নিন্দন—॥২৪৭
সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাই।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম্মভয় নাই ॥ ২৪৮
পুন যদি ঐছে করে, মারিব তাহারে।
কোন বা মানুষ হয়, কি করিতে পারে? ॥ ২৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৩৬-৩৯। নৃত্য-অবসানে—শ্রীবাস-অঙ্গনে নৃত্যকীর্ত্তনের পরে। **চরণে**—প্রভুর চরণে। **দুঃখ হইল**—পরস্ত্রীর স্পর্শ হইয়াছে বলিয়া প্রভুর দুঃখ হইল। **গঙ্গাতে পড়িলা**—পরস্ত্রী-স্পর্শজনিত পাপ দূর করার উদ্দেশ্যে। বস্তুতঃ, কোনও পাপই প্রভুকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না; তথাপি, স্ত্রীলোক-বিষয়ে লোকদিগকে সতর্কতা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রভু এইরূপ আচরণ করিলেন। **ঘরে লৈয়া গেল**—প্রভুকে গৃহে লইয়া গেলেন।

২৪০-৪৩। গোপীভাবে—ব্রজগোপীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া। **বিষণ্ণ হইয়া**—দুঃখিত হইয়া। **পঢ়ুয়া**—বিদ্যার্থী; ছাত্র। **দোষোদ্গার**—পূতনাবধাদি-দোষের কীর্ত্তন।

গোপীগণ মন প্রাণ দেহ কুলধর্ম্ম দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিতেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তথাপি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া মথুরাদি স্থানে যাইয়া তাঁহাদিগকে কষ্ট দিতেন। এ সব বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গোপীদিগের কামগন্ধহীন প্রেমের প্রতি মহাপ্রভুর আত্যন্তিক সহানুভূতি ও শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার প্রতি ক্রোধ জন্মাতে, তিনি গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া গোপী গোপী জপ করিতেছিলেন; এমন সময় এক পঢ়ুয়া আসিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ করিল, তখন গোপী-ভাবাবিষ্ট প্রভু মনে করিলেন, এই বুঝি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষের লোক আসিয়া তাঁহাকে গোপীদিগের পক্ষ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষাবলম্বন করার জন্য অনুরোধ করিতেছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণেব প্রতি প্রভুর ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইল; তাই তিনি বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ পূতনাদি-বধ করিয়া স্ত্রীহত্যা-জনিত পাপে লিপ্ত হইয়াছেন, বৃষাসুরাদিকে বধ বরিয়া গোহত্যা-জনিত পাপ অর্জ্জন করিয়াছেন; তোমাদের শ্রীকৃষ্ণের দয়া নাই, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। এইরূপ নিষ্ঠুরের নাম করার জন্য তুমি আমাকে অনুরোধ করিতেছ?" এই বলিয়া মহাক্রোধে ভাবাবিষ্ট প্রভু পঢ়ুয়াকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে গেলেন। বলা বাহুল্য, এই সময়ে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ২৫।

২৪৪-৪৬। রহায়—থামায়। **পঢ়ুয়া-সভারে**—পঢ়ুয়াদিগের সভায়; যেখানে সমস্ত পঢ়ুয়াগণ একত্র হইয়াছে, সেই স্থানে। **প্রভুর বৃত্তান্ত**—প্রভু যে ঠেঙ্গা লইয়া তাহাকে মারিতে আসিয়াছে, সেই কথা। **দ্বিজ**—প্রভু যাহাকে ঠেঙ্গা লইয়া তাড়াইয়াছিলেন, সেই পঢ়ুয়া ব্রাহ্মণ-সন্তান।

২৪৭। প্রভুর নিন্দন—কি বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা ২৪৮-৪৯ পয়ারে বলা হইয়াছে।

প্রভুর নিন্দায় সভার বুদ্ধি হৈল নাশ।
সুপঠিত বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ ॥ ২৫০
তথাপি দাম্ভিক পঢ়ুয়া নম্র নাহি হয়।
যাহাঁ যাহাঁ প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয় ॥ ২৫১
সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞি জানি তা-সভার দুর্গতি।
ঘরে বসি চিন্তে তা সভার অব্যাহতি—॥ ২৫২
যত অধ্যাপক, আর তাঁর শিষ্যগণ।
ধর্ম্মী কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন ॥ ২৫৩
এই সব মোর নিন্দা-অপরাধ হৈতে।
আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে॥২৫৪
নিস্তারিতে আইলাঙ্ আমি, হৈল বিপরীত।
এ সব-দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত ? ॥ ২৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৫০-৫১। **প্রভুর নিন্দায়**—প্রভুর নিন্দা করার অপরাধে। **সভার**—সমস্ত পঢ়ুয়ার। **সুপঠিত বিদ্যা**—যে বিদ্যা সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন পূর্ব্বক শিক্ষা করা হইয়াছে। **না হয় প্রকাশ**—বাহির হয় না ; কার্য্যকালে মনে থাকে না। **নিন্দা হাসি**—নিন্দা ও হাসি ঠাট্টা। **যাঁহা তাঁহা**—যেখানে সেখানে।

২৫২। **সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞি**—সর্ব্বজ্ঞ শ্রীমন্ মহাপ্রভু। **চিন্তে** ইত্যাদি—নিন্দাজনিত অপরাধ হইতে পঢ়ুয়াগণ কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবে, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। **অব্যাহতি**—নিষ্কৃতি ; পরিত্রাণ। প্রভু যাহা চিন্তা করিলেন, পরবর্ত্তী ২৫৩-২৬০ পয়ারে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

২৫৩। প্রভুর নিন্দাকারীদের বিবরণ বলা হইতেছে। **অধ্যাপক**--টোলের অধ্যাপকগণ। ইঁহাদের সমব্যবসায়ী ও সমকর্ম্মী—অথচ বয়সে অনেকের অপেক্ষাই ছোট—নিমাই-পণ্ডিতের অসাধারণ প্রতিভা, প্রসার-প্রতিপত্তি এবং সর্ব্বোপরি নূতন ধর্ম্ম-মত-প্রচারের-গৌরবে ঈর্ষান্বিত হইয়াই বোধ হয় এই সমস্ত অধ্যাপকগণ প্রভুর নিন্দা করিতেন। আর তাঁহাদের ইঙ্গিতে, অথবা তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া, কিম্বা তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই হয় তো তাঁহাদের শিষ্য-পঢ়ুয়াগণও প্রভুর নিন্দা করিতেন। **ধর্ম্মী**—মঙ্গলচণ্ডী বা বিষহরির পূজা এবং তদুপলক্ষে নৃত্যকীর্ত্তন ও রাত্রি-জাগরণকেই যাহারা হিন্দুর আদর্শ-ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিত, তাহারা। অথবা, স্বধর্ম্ম (বর্ণাশ্রমধর্ম্ম) আচরণকারী। **কর্ম্মী**—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকেই যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা। **তপোনিষ্ঠ**—কঠোর তপস্যাদিতে যাঁহারা নিরত ছিলেন, তাঁহারা। এসমস্ত ধর্ম্মী, কর্ম্মী এবং তপোনিষ্ঠগণ স্ব-স্ব-অনুষ্ঠানাদিকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন এবং প্রভুর প্রবর্ত্তিত নাম-সঙ্কীর্ত্তনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্রভুর নিন্দা করিতেন। **নিন্দুক দুর্জ্জন**—অধ্যাপক, পঢ়ুয়া, ধর্ম্মী, কর্ম্মী ও তপোনিষ্ঠগণ প্রভুর ও কীর্ত্তনের নিন্দা করিত বলিয়া তাহাদিগকে নিন্দুক দুর্জ্জন বলা হইয়াছে।

২৫৪। **এই সব**—অধ্যাপকাদি। **মোর নিন্দা** ইত্যাদি—আমার (প্রভুর) নিন্দাজনিত অপরাধ বশতঃ। **আমি না** ইত্যাদি—আমার নিন্দা করায় আমার নিকটে ইহাদের অপরাধ হইয়াছে ; সুতরাং ইহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমি যদি ভক্তি-পথে ইহাদের মতিকে পরিচালিত না করি, তাহা হইলে আপনা হইতে ইহাদের মতি ভক্তির পথে অগ্রসর হইবেনা। কাহারও নিকটে অপরাধ হইলে সেই অপরাধের ক্ষমা না পাওয়া পর্য্যন্ত ভক্তির কৃপা হইতে পারে না—ইহাই সাধারণ নিয়ম।

২৫৫। **নিস্তারিতে**—সমস্ত লোককে উদ্ধার করিতে। **হৈল বিপরীত**—উল্টা হইল। প্রভুর কথার মর্ম্ম এই যে, তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়াই তাহারা তাঁহার নিন্দা করার সুযোগ পাইয়াছে ; সুতরাং নিন্দাজনিত অপরাধে অপরাধী হইয়া—তাঁহার সঙ্কল্পিত নিস্তার না পাইয়া—অধঃপাতে যাইতেছে—তাঁহার সঙ্কল্পের বিপরীত ফল ফলিতেছে। **কৈছে হইবেক হিত**—কিসে ইহাদের মঙ্গল হইবে ? কিরূপে ইহারা এই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ?

আমাকে প্রণতি করে, হয় পাপক্ষয়।
তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয়॥ ২৫৬
মোরে নিন্দা করে—যে না করে নমস্কার।
এ-সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥ ২৫৭
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব॥ ২৫৮
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥ ২৫৯
এ-সব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাই, এই যুক্তি সার॥ ২৬০
এই দৃঢ়যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে।
কেশব-ভারতী আইলা নদীয়া নগরে॥ ২৬১
প্রভু তাঁরে নমস্করি কৈল নিমন্ত্রণ।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন—২৬২
তুমি ত ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি কর মোর সংসারমোচন॥ ২৬৩
ভারতী কহেন—তুমি ঈশ্বর অন্তর্য্যামী।
যেই করাহ, সেই-করিব, স্বতন্ত্র নহি আমি॥২৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৫৬। নিষ্কৃতির উপায় বলিতেছেন। প্রভুকে প্রণাম করিলেই প্রভুর চরণে ইহাদের অপরাধ ক্ষয় হইতে পারে এবং তখনই উপদেশ পাইলে ইহারা ভক্তির পথ গ্রহণ করিতে পারে। (যতক্ষণ অপরাধ থাকে, ততক্ষণ ভক্তিপথে কেহ টানিয়া নিতে চাহিলেও অপরাধী ব্যক্তি সেই পথে যাইতে পারে না)। ১।৭।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫৭। **অন্বয়**—যাহারা আমার নিন্দা করে, অথচ আমাকে নমস্কার করে না (নমস্কার না করায় যাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিতেছিনা)—সেই সমস্ত জীবকেও অবশ্যই উদ্ধার করিতে হইবে—(নচেৎ, সমস্ত জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত আমার যে সঙ্কল্প আছে, তাহা সিদ্ধ হইবে না)।

২৫৮। কিরূপে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন? যাহাতে তাহারা আমাকে (প্রভুকে) প্রণাম করে, সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—প্রণাম করিলেই তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি। কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহারা প্রণাম করিতে পারে? সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে—তখন সন্ন্যাসি-বুদ্ধিতে আমাকে প্রণাম করিবে। ১।৭।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬১। এইরূপে প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন, এমন সময়ে কেশব-ভারতী নবদ্বীপে আসিলেন।

২৬২। **নমস্করি**—নমস্কার করিয়া। **ভিক্ষা**—আহার।

২৬৩। কেশব-ভারতীর প্রতি প্রভুর উক্তি এই পয়ার। **ঈশ্বর বট**—জীবের সংসার-মোচনের পক্ষে ঈশ্বরের তুল্য শক্তি ধারণ কর। **সাক্ষাৎ নারায়ণ**—স্বয়ং নারায়ণের ন্যায় (সংসার-মোচনের) শক্তি ধারণ কর। **সংসার মোচন**—সংসার-ক্ষয়। ভোগ-বাসনার ক্ষয়। প্রভু ভঙ্গীতে সংসারাশ্রম ত্যাগ করাইয়া সন্ন্যাস দানের প্রার্থনা জানাইলেন।

২৬৪। **ভারতী কহেন**—প্রভুর কথা শুনিয়া কেশব-ভারতী বলিলেন।

অন্বয়ঃ—কেশব-ভারতী বলিলেন—"তুমি ঈশ্বর, তুমি অন্তর্য্যামী; তুমি যাহা করাইবে, আমি তাহাই করিব; তোমার নিকটে আমার স্বাতন্ত্র্য কিছু নাই।"

ভারতী-গোস্বামীর নিকটে প্রভু ভঙ্গীতে সন্ন্যাস প্রার্থনা করিয়াছিলেন; ভারতীও ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইয়া গেলেন। প্রভুর কৃপায় ভারতী প্রভুর তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন; তাই প্রভুকে "ঈশ্বর, অন্তর্য্যামী" বলিলেন। এত সহজে প্রভুকে সন্ন্যাসদানে ভারতীর সম্মত হওয়ায় হেতু এই যে, ভারতী বুঝিয়াছিলেন—প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, আর তিনি স্বরূপতঃ তাঁহার দাস; প্রভু যদি তাঁহার যোগেই সন্ন্যাসবেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিষেধ করিবার তাঁহার আর কি শক্তি আছে?

এত বলি ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাহা যাই সন্ন্যাস করিলা ॥ ২৬৫
সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর-আচার্য্য।
মুকুন্দদত্ত—এই তিন কৈল সর্ব্বকার্য্য ॥ ২৬৬
এই আদিলীলার কৈল সূত্রগণন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ২৬৭
যশোদানন্দন হৈল শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন ॥ ২৬৮
স্বমাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে ॥ ২৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৬৫। **কাটোয়া**—বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত একটী নগর। **তাঁহা যাই**—কাটোয়াতে যাইয়া। **সন্ন্যাস করিলা**—সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, প্রভুর চতুর্ব্বিংশবর্ষের মাঘী সংক্রান্তিতে। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

২৬৬। **সর্ব্বকর্ম্ম**—সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় অবশ্য-কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানাদির আয়োজনরূপ কার্য্য। **সঙ্গে** ইত্যাদি—প্রভু গৃহত্যাগ করিয়া কণ্টক-নগরে (কাটোয়াতে) উপনীত হইলে, পূর্ব্বে "যারে যারে আজ্ঞা প্রভু করিয়া আছিলা। তাঁহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা॥ অবধূতচন্দ্র (নিত্যানন্দ), গদাধর, শ্রীমুকুন্দ। শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আর ব্রহ্মানন্দ॥ আইলেন প্রভু যথা কেশব-ভারতী। মত্তসিংহপ্রায় প্রিয়বর্গের সংহতি॥" সন্ন্যাসের আনুষঙ্গিক কর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রভু চন্দ্রশেখর-আচার্য্যকে আদেশ করিলেন—"বিধি যোগ্য যত কর্ম্ম সব কর তুমি। তোমারেই, প্রতিনিধি করিলাম আমি॥" তদনুসারে চন্দ্রশেখর "দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মুদ্গ, তাম্বূল, চন্দন। পুষ্প, যজ্ঞসূত্র, বস্ত্র" ও নানাবিধ ভক্ষ্য-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলেন। অন্যান্য সকলেই সন্ন্যাসের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের আনুকূল্য করিয়াছিলেন। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ২৬।

২৬৭। **এই**—পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে। **বিস্তারি বর্ণিলা**—শ্রীচৈতন্যভাগবতে।

২৬৮-৬৯। শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব ও তাঁহার অবতারের প্রয়োজন বলিতেছেন। সাক্ষাৎ যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য—ইহাই তাঁহার তত্ত্ব। **চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব**—দাস, সখা, পিতামাতা ও কান্তা—এই চারি প্রকার ভক্তের চারি প্রকার ভাব; এই চারিটী ভাব এই—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর; **স্বমাধুর্য্য**—নিজের (শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য্য। **রাধা-প্রেমরস** আস্বাদিতে—আশ্রয়ভাবে শ্রীরাধাপ্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে। আশ্রয়রূপে শ্রীরাধাপ্রেমরস এবং স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইহাই তাঁহার অবতারের মুখ্য প্রয়োজন। আশ্রয়রূপে রাধা-প্রেমরস এবং স্বমাধুর্য্যও তিনি আস্বাদন করিয়াছেন এবং বিষয়রূপে আবার দাস-সখাদি চতুর্ব্বিধ ভক্তের দাস্য-সখ্যাদি চতুর্ব্বিধ ভাবও আস্বাদন করিয়াছেন (তাঁহার পরিকর-স্থানীয় চতুর্ব্বিধ ভক্ত লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন)।

এই পয়ারদ্বয় হইতে বুঝা যায়—শ্রীচৈতন্যপ্রভু দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই চারিভাবেরই বিষয় এবং রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া মধুর-ভাবের আশ্রয়ও বটেন। অর্থাৎ তিনি দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের মুখ্যতঃ বিষয়; আর তিনি মধুর ভাবের বিষয় এবং আশ্রয় দুইই। রাধাভাবের আশ্রয়ত্বহেতুই তিনি রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত। যে সমস্ত কান্তাভাবের উপাসক শ্রীচৈতন্যকে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত বলিয়া চিন্তা করেন, তাঁহাদের উপাসনায় তিনি মুখ্যতঃ শ্রীরাধা—কৃষ্ণকান্তা, কিন্তু কৃষ্ণ নহেন; রাধাভাবের আশ্রয়। তিনি মধুরভাবের বিষয়ও—সুতরাং কোনও কোনও কান্তাভাবের উপাসক তাঁহাকে কান্ত বা নাগররূপেও চিন্তা করিতে পারেন; শ্রীল নরহরি-সরকার-ঠাকুর-প্রমুখ নাগরীভাবের উপাসকগণের উপাসনা বোধ হয় এই ভাবের অনুকূল; তাঁহাদের উপাসনায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিত নহেন—তিনি গৌরবর্ণ কৃষ্ণ—রাধাদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ—কৌতুকবশতঃ শ্রীরাধাকর্ত্তৃক সর্ব্বাঙ্গে আলিঙ্গিত কৃষ্ণও বরং হইতে পারেন। আর দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যভাবের উপাসকগণের উপাসনায়ও তিনি বিষয়-

গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে—আপনার কান্ত ॥ ২৭০
গোপিকাভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়—।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয় ॥ ২৭১
শ্যামসুন্দর শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জাবিভূষণ।
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন ॥ ২৭২

ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব না যায় নিকট তাহার ॥ ২৭৩

তথাহি ললিতমাধবে (৬।১৪)—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাংকৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্‌ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাংহন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

গোপীনামিতি। কঃ কৃতী কঃ পণ্ডিতো ভক্তো বা গোপীনাং ভাবস্য তাং প্রসিদ্ধাং প্রক্রিয়াং ভাবমুদ্রাং ব্যাপারমিতি যাবৎ বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে সমর্থো ভবতি ন কোঽপীত্যর্থঃ। কথম্ভূতস্য ভাবস্য ? পশুপেন্দ্র-নন্দনজুষঃ পশুপেন্দ্রনন্দনং নন্দপুত্রং জুষতে সেবতে তস্য ; পুনঃ কথম্ভূতস্য ? দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ দুরূহায়াং অন্যৈঃ রোঢ়ুমশক্যায়াং পদব্যাং সঞ্চারিণঃ সঞ্চরিতুং শীলং যস্য। যতো জিষ্ণুভির্জয়শীলৈঃ চতুর্ভির্ভুজৈরুপলক্ষিতাং অদ্ভুতা চমৎকারিণী রুচি শোভা যস্যা স্তাং বৈষ্ণবীং তনুং পরিহাসার্থমাবিষ্কুর্ব্বতি তস্মিন্ কৃষ্ণেঽপি হন্ত আশ্চর্য্যে যাসাং গোপীনাং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি সঙ্কোচায়মানো ভবতীত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী ।৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মাত্র—আশ্রয় নহেন। চারিভাবেরই বিষয়রূপে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপাসনা হইতে পারিলেও কান্তাভাবের (রাধাপ্রেমের) আশ্রয়রূপে তাঁহার উপাসনাই তাঁহার অবতরণের বৈশিষ্ট্য বা মুখ্য উদ্দেশ্যের অনুকূল।

২৭০। **গোপীভাব**—রাধাভাব। **কান্ত**—পতি। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্য নিজেকে রাধা বলিয়া মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় কান্ত বলিয়া মনে করেন।

২৭১-৭৩। **সুদৃঢ় নিশ্চয়**—সুদৃঢ় নিশ্চিত লক্ষণ। **অন্যত্র**—দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি এই (কান্ত)-ভাব প্রয়োজিত হয় না। ব্রজবধূদিগের কান্তাভাবের অপূর্ব্ব-বৈশিষ্ট্য এই যে, দ্বিভুজমুরলীধর শিখি-পিঞ্ছ-গুঞ্জাবিভূষণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্যতীত অন্য কোনও স্বরূপের প্রতি তাঁহাদের এই কান্তাভাব প্রয়োজিত হয় না ; অন্যের কথা তো দূরে, স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দনও যদি কৌতুকবশতঃ কখনও অন্য রূপ ধারণ করেন, তাহা হইলেও সেই অন্য রূপের নিকট ব্রজবধূদের কান্তাভাব সঙ্কুচিত হইয়া যায় ; ২৭১-৮১ পয়ারে ব্রজগোপীদিগের ভাবের এই অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে। বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর কান্তাভাবের সহিত তুলনা করিয়াই বোধ হয় ব্রজগোপীদিগের কান্তাভাবের এই বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে ; লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লাভের নিমিত্ত তপস্যা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ল্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ শ্রীভা, ১০।১৬।৩৬ ॥"

শিখিপিচ্ছ—শিখীর (ময়ূরের) পিচ্ছ (পুচ্ছ); ময়ূরের পাখা। **গুঞ্জা**—কুচ্ (বা কাইচ্) ফল। গুঞ্জা দুই রকমের—রক্ত ও শ্বেত। **বিভুষণ**—সজ্জা। **শিখিপিচ্ছ গুঞ্জা বিভুষণ**—শিখিপিচ্ছ (ময়ূর-পাখা) এবং গুঞ্জা (-মালা) বিভূষণ যাঁহার। যিনি চূড়ায় শিখিপাখা এবং বক্ষে গুঞ্জামালা ধারণ করেন। **ত্রিভঙ্গিম**—গ্রীবা (ঘাড়), কটী ও জানু (হাঁটু) এই তিন স্থল বাঁকাইয়া যিনি দাঁড়ান। **মুরলী-বদন**—যাহার মুখে (বদনে) মুরলী থাকে। শ্রীকৃষ্ণের যে রূপে গোপীকাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, ২৭২ পয়ারে তাহারই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। **ইহা ছাড়ি**—২৭২ পয়ারোক্ত রূপব্যতীত। **অন্যাকার**—অন্যরূপ আকার; চতুর্ভুজাদিরূপ। **গোপীকার ভাব**—গোপীদের কান্তাভাব। **না যায় ইত্যাদি**—সেই অন্যরূপের প্রতি তাঁহাদের কান্তাভাব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না। ইহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৮। অন্বয়। দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ (দুরূহ-পথ-সঞ্চারী) পশুপেন্দ্র-নন্দজুষঃ (নন্দ-নন্দননিষ্ঠ)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গোপীনাং (গোপীদিগের) ভাবস্য (ভাবের) তাং (সেই) প্রক্রিয়াং (প্রক্রিয়া) বিজ্ঞাতুং (জানিতে—বুঝিতে) কঃ (কোন্) কৃতী (কৃতী ব্যক্তি) ক্ষমতে (সমর্থ) হয় ? [যতঃ] (যেহেতু) হন্ত (আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্যের—বিষয় এই যে) জিষ্ণুভিঃ (জয়শীল) চতুর্ভিঃভুজৈঃ (চারিটী হস্তদ্বারা) অদ্ভুতরুচিং (অদ্ভুত-শোভাবিশিষ্ট) বৈষ্ণবীং তনুং (শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি) আবিষ্কুর্ব্বতি (প্রকটনকারী) তস্মিন্ (তাঁহাতে—সেই শ্রীকৃষ্ণে) অপি (ও) যাসাং (যাঁহাদের—যে গোপীদের) রাগোদয়ঃ (অনুরাগোল্লাস) কুঞ্চতি (সঙ্কুচিত হয়)।

অনুবাদ। গোপিকাদিগের নন্দ-নন্দননিষ্ঠ এবং দুরূহ-পথ-সঞ্চরণশীল ভাবের প্রক্রিয়া কোন্ কৃতী ব্যক্তিই বা অবগত হইতে সমর্থ ? (অর্থাৎ কেহই সমর্থ হয় না)। যেহেতু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, (স্বীয় রূপ গোপন করিবার উদ্দেশ্যে, কৌতুকবশতঃ) সেই নন্দ-নন্দনই যদি জয়শীল চতুর্ভুজদ্বারা উপলক্ষিত শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি প্রকটিত করেন, তাহা হইলে তাঁহাতেও (সেই—শ্রীকৃষ্ণেও) তাঁহাদের (গোপীদের) রাগোল্লাস সঙ্কুচিত হয়। ৮

ললিত-মাধব-গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কোনও এক কল্পে মাথুর-বিরহে অধীর হইয়া শ্রীরাধা যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন ; তাহা দেখিয়া বিশাখাদি সখীগণও যমুনায় ঝাঁপ দিলেন। সূর্য্যকন্যা যমুনা তাঁহাদিগকে লইয়া সূর্য্যলোকে গিয়া সূর্য্যদেবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আসিলেন। সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধা অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করিলে সূর্য্যপত্নী ছায়া শ্রীরাধার সান্ত্বনার নিমিত্ত এক উপায় স্থির করিলেন। সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়া ছায়াদেবী মনে করিলেন, সূর্য্যমণ্ডলস্থিত নারায়ণই শ্রীরাধার বল্লভ ; সুতরাং তাঁহার সহিত মিলিত হইলেই শ্রীরাধা সান্ত্বনা লাভ করিবে। তাই তিনি শ্রীরাধাকে বলিলেন—"রাধে ! তুমি ব্যাকুল হইও না ; তোমার প্রাণবল্লভ এই সূর্য্যমণ্ডলেই অবস্থিত।" ছায়াদেবীর কথা শুনিয়া বিশাখা তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে।

দুরূহ-পদবী-সঞ্চারিণঃ—দুরূহ—অন্যের আরোহণের অযোগ্য, পদবীতে (পথে) সঞ্চরণশীল ; ষষ্ঠী বিভক্তি, "ভাবের" বিশেষণ। গোপীদিগের ভাব—কান্তাভাব—দুরূহ-পদবী-সঞ্চারী—অপর কেহ যে পথে কখনও আরোহণ করিতে পারে না, সেই পথেই বিচরণ করিয়া থাকে ; সুতরাং ইহা অপরের—গোপীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও—বোধগম্য নহে ; তাই এস্থলে দুরূহ-পদবী-সঞ্চারী অর্থ—অন্যের বুদ্ধির গতির অতীত—অন্যে যাহা বুঝিতে পারেনা। **পশুপেন্দ্র-নন্দন-জুষঃ**—পশু (গো-) দিগকে পালন করে যাহারা, তাহারা পশুপ—গোপ ; তাহাদের মধ্যে ইন্দ্রতুল্য অর্থাৎ রাজা যিনি, তিনি পশুপেন্দ্র—শ্রীনন্দমহারাজ ; তাঁহার নন্দন—পশুপেন্দ্র-নন্দন—ব্রজেন্দ্র-নন্দন—শ্রীকৃষ্ণ ; তাঁহার সেবা (জুষ্-ধাতুর অর্থ সেবা) করে যে, তাহা হইল পশুপেন্দ্র-নন্দন-জুট্—ইহার ষষ্ঠী বিভক্তিতে পশুপেন্দ্র-নন্দন-জুষঃ ; ইহা "ভাবের" বিশেষণ। মর্ম্ম—যাহা একমাত্র ব্রজেন্দ্র-নন্দন-শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই নিয়োজিত, সেই ভাবের—ব্রজেন্দ্রনন্দননিষ্ঠ কান্তাভাবের। দ্বিভুজ-মুরলীধর ব্রজেন্দ্র-নন্দনই যে গোপীদিগের কান্তাপ্রেমের একমাত্র বিষয়ালম্বন—তাহাই সূচিত হইল। **গোপীনাং ভাবস্য**—গোপীদিগের ভাবের—কান্তাভাবের। এই ভাব কিরূপ ? দুরূহ-পদবী-সঞ্চারী এবং পশুপেন্দ্র-নন্দন-জুট্। **প্রক্রিয়াং**—পদ্ধতি ; প্রকৃতি ; গোপীদের কান্তাভাবের প্রকৃতি বা স্বরূপ। **বিজ্ঞাতুং**—বিশেষরূপে জানিতে। **জিষ্ণুভিঃ চতুর্ভিঃ ভুজৈঃ**—জয়শীল চারিটী হস্ত দ্বারা। জিষ্ণুভিঃ (জয়শীল)-শব্দের সার্থকতা এই যে, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চারিটী হস্ত দ্বারা শ্রীবিষ্ণু সকলকেই জয় করিতে পারেন। এস্থলে ব্যঞ্জনা এই যে, এই জয়শীল হস্ত-চতুষ্টয়ও কিন্তু গোপীদের ভাবকে জয় করিতে পারে নাই—চতুর্ভুজরূপ দেখিয়া গোপীদের কান্তাভাব উচ্ছ্বসিত না হইয়া বরং সঙ্কুচিত হইয়াছে। **বৈষ্ণবীং তনুং**—বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুসম্বন্ধীয় বা বিষ্ণুর স্বরূপভূত দেহ ; বিষ্ণুমূর্ত্তি। **রাগোদয়**—রাগের (কান্তাভাবোচিত প্রীতির) উদয় বা উল্লাস। **কুঞ্চতি**—সঙ্কুচিত হয়।

২৭৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

ব্রজসুন্দরীগণের ভাব শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ; শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার কথা তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না ; তাঁহারা এই মাত্র

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজ-নন্দন এবং তাঁহাদের প্রাণবল্লভ। তাই ছায়াদেবীর কথা শুনিয়া বিশাখা হয়তো প্রথমে বুঝিতেই পারেন নাই—তিনি কেন সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণকে শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ বলিতেছিলেন। সম্ভবতঃ তখন তাঁহার মনে পড়িল যে, শ্রীকৃষ্ণের নামকরণের সময়ে গর্গাচার্য্য নাকি বলিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ "নারায়ণসমো গুণৈঃ।" ইহা মনে করিয়া তিনি মনে করিলেন, এই নারায়ণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গুণসাম্য—অধিকন্তু বর্ণসাম্য—আছে বলিয়াই বোধ হয় ছায়া-দেবী নারায়ণকে শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ বলিয়াছেন। ইহা মনে করিয়াই বিশাখা ছায়া-দেবীকে বলিলেন—

"তুমি মনে করিয়াছ, বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিলেই শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহ-ব্যথা প্রশমিত হইবে; কিন্তু ইহা তোমার ভ্রান্ত ধারণা। ঐশ্বর্য্যময়-বিষ্ণুমূর্ত্তির কথা তো দূরে, স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন যদি কৌতুকবশতঃ তাঁহার ব্রজের সমস্ত মাধুর্য্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চতুর্ভুজরূপ ধারণ করেন, তাহা হইলে সেই পূর্ণ-মাধুর্য্যময় চতুর্ভুজরূপ দেখিয়াও শ্রীরাধার কান্তাভাব সঙ্কুচিত হইবে। শ্রীরাধার কথাই বা বলি কেন? শ্রীরাধার কথা উঠিতেই পারে না—কারণ, তাঁহার সখীস্থানীয়া গোপবধূদের কান্তাভাবও সেই চতুর্ভুজরূপ দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ, গোপবেশ-বেণুকর, নবকিশোর-নটবর, দ্বিভুজ-শ্যামসুন্দররূপ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণেরই অন্য বেশে আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হয় না—বিষ্ণুমূর্ত্তির কথা আর কি বলিব? নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতেই বিশাখা এই কথা বলিলেন; যে লীলায় তাঁহার এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহার ইঙ্গিত মাত্র উক্ত-শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী ২৭৪-৮০ পয়ারে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী এই লীলাটী বর্ণন করিয়াছেন।

লীলাটী এই। এক সময়ে বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্রজবধূদের সঙ্গে গোবর্দ্ধনে রাসলীলা করিতেছিলেন। একাকিনী শ্রীরাধাকে লইয়া নিভৃত-নিকুঞ্জে বিহার করার নিমিত্ত হঠাৎ তাঁহার ইচ্ছা হইল; ইঙ্গিতে শ্রীরাধাকে তাঁহার উদ্দেশ্য জানাইয়া তিনি রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং শ্রীরাধার অপেক্ষায় নিভৃত-নিকুঞ্জে যাইয়া বসিয়া রহিলেন। এদিকে, রাসস্থলীতে কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া গোপবধূগণ রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; অন্বেষণ করিতে করিতে দূর হইতে তাঁহারা দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ এক কুঞ্জের মধ্যে বসিয়া আছেন। কৃষ্ণও দূর হইতে গোপীগণকে দেখিলেন, দেখিয়া একটু সন্ত্রস্তও বোধ হয় হইলেন—সকলকে ত্যাগ করিয়া রাসস্থলী হইতে পলাইয়া আসিয়া একাকী নিভৃত-নিকুঞ্জে বসিয়া থাকার কি সন্তোষজনক উত্তর তিনি তাঁহাদিগকে দিবেন? কুঞ্জ ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া যে আত্মগোপন করিবেন, সেই সুযোগও আর ছিলনা; কারণ, গোপীগণ আসিয়া পড়িয়াছেন, পলাইতে গেলেই ধরা পড়িবেন—তখন আরও অধিকতররূপে বিব্রত হইতে হইবে। অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন—"হায়, হায়! কি করি? যদি এসময় আমার আরও দুইটী হাত বাহির হইত, যদি চতুর্ভুজ হইতে পারিতাম, তাহা হইলে সম্ভবতঃ গোপীদের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিতাম—দূর হইতে আমার বর্ণ দেখিয়াই তাঁহারা 'কৃষ্ণ' মনে করিয়া এদিকে আসিতেছেন; কিন্তু কুঞ্জের ভিতরে আসিয়া যখন চারিটী হাত দেখিবেন, তখনই তাঁহারা নিজেদিগকে ভ্রান্ত মনে করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। কিন্তু আর দুইটী হাতই বা কোথায় পাইব?" ব্রজে মাধুর্য্যের পূর্ণতম অধিকার হইলেও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম অভিব্যক্তিও সেখানে আছে—তবে বিশেষত্ব এই যে, ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন—কারণ, ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্রজে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে ঐশ্বর্য্যকে অঙ্গীকার করেন না; কিন্তু, পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা পতিগতপ্রাণা পত্নীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যশক্তি সুযোগ পাইলেই অলক্ষিতভাবে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। তাই, চতুর্ভুজ হওয়ার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের যে ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পাইয়া ঐশ্বর্য্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণকে তৎক্ষণাৎ চতুর্ভুজ করিয়া দিলেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চারিটী বাহু দেখিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলেন। ইত্যবসরে গোপীগণ আশান্বিত হইয়া কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়াই কুঞ্জমধ্যস্থিত শ্যামসুন্দর-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া হতাশ হইলেন! ইনি তো তাঁদের প্রাণবঁধুয়া শ্রীকৃষ্ণ নহেন? ইনি তো দেখা যাইতেছে চতুর্ভুজ নারায়ণ! তাঁহাদের উচ্ছ্বসিত কান্তাভাব সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তাঁহারা করজোড়ে শ্রীনারায়ণকে স্তুতি-নতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির প্রার্থনা নিবেদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। (স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যদি কৌতুক-

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দ্ধনে।
অন্তর্দ্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধা সনে॥ ২৭৪
নিভৃত-নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট।
অন্বেষিতে আইলা তাহাঁ গোপিকার ঠাট॥ ২৭৫
দূরে হৈতে কৃষ্ণে দেখি কহে গোপীগণ—।
এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ২৭৬
গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্বস।
লুকাইতে নারিলা ভয়ে হইলা বিবশ॥ ২৭৭
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি আছেন বসিয়া।
কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া॥ ২৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বশতঃ অন্যরূপ ধারণ করেন, তাহা হইলে শ্রীরাধার সহচরীগণের ভাবও যে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, এ পর্য্যন্ত তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল)। গোপীগণ চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টির পথবর্ত্তিনী হইলেন। নিরুপদ্রবে শ্রীরাধাকে একাকিনী পাইবেন—এই ভরসায় শ্রীকৃষ্ণ উৎফুল্ল হইলেন; ঐ চারিটী হাতের দ্বারা শ্রীরাধাকে চমৎকৃত করিতে পারিবেন ভাবিয়াও তিনি অধিকতর আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ চারিটী হাত রক্ষা করা যেন তাঁহার পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার হইয়া উঠিল—শ্রীরাধা যতই নিকটবর্ত্তিনী হইতেছেন, অতিরিক্ত হাত দু'খানা ততই যেন শীঘ্র শীঘ্র অন্তর্হিত হওয়ার চেষ্টা করিতেছে। সে দু'খানাকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রয়াস নিষ্ফল হইল—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার স্পষ্ট-দৃষ্টির মধ্যে আসিবার পূর্ব্বেই অতিরিক্ত হাত-দু'খানা সম্যক্‌রূপে অন্তর্হিত হইল—শ্রীকৃষ্ণ কেবল দ্বিভুজরূপে বসিয়া রহিলেন। ইহা মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার মাধুর্য্যময় বিশুদ্ধভাবের এক অদ্ভুত প্রভাব—যাহার সাক্ষাতে ঐশ্বর্য্যশক্তি কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। অন্য গোপীদের ভাবও শুদ্ধ-মাধুর্য্যময়—তথাপি কিন্তু তাহাদের সাক্ষাতে ঐশ্বর্য্যশক্তি কিয়ৎ-পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিয়াছিল—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে তাঁহাকে চতুর্ভুজরূপ দিতে পারিয়াছিল। কিন্তু শ্রীরাধার ভাব সর্ব্বাতিশায়ী; তাহার প্রভাব এতই বেশী যে, শ্রীকৃষ্ণের বলবতী ইচ্ছা এবং প্রবল প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও ঐশ্বর্য্যশক্তি অতিরিক্ত দুইটী হাত অন্তর্হিত করিতে—কোটিসূর্য্যের বিকাশে সামান্য খদ্যোতকের ন্যায়—সম্যক্‌রূপে আত্মগোপন করিতে—বাধ্য হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা এবং প্রয়াস অপেক্ষাও শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাব অনেক বেশী শক্তিশালী (পরবর্ত্তী ৯ম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৭৪-৭৫। গোবর্দ্ধনে—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকট রাসৌলি-নামক স্থানে। **সঙ্কেত করি** ইত্যাদি—নিভৃত বিহারের নিমিত্ত শ্রীরাধাও যেন রাসস্থলী ছাড়িয়া নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েন, এই উদ্দেশ্যে শ্রীরাধাকে ইঙ্গিত করিয়া। **নিভৃত**—নির্জ্জন। **রাধার বাট**—শ্রীরাধার পথ (বাট অর্থ রাস্তা)। শ্রীরাধা আসিতেছেন কিনা, তাহা দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার পথের দিকে চাহিয়া আছেন—শ্রীকৃষ্ণ। **অন্বেষিতে**—শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিতে। **তাঁহা**—সেই স্থানে; নিভৃত নিকুঞ্জের নিকটে। **গোপিকার ঠাট**—গোপীসকল।

২৭৭-৭৮। সাধ্বস—ত্রাস, ভয়। গোপনে রাসস্থলী ছাড়িয়া আসিয়া একাকী নিভৃত-নিকুঞ্জে বসিয়া থাকার কি সন্তোষজনক উত্তর দিবেন, তাহা ভাবিয়া কৃষ্ণের ভয় হইল। কারণ, তিনি যে একাকিনী শ্রীরাধার সহিত নিভৃতে ক্রীড়া করার উদ্দেশ্যেই পলাইয়া আসিয়াছেন, একথা গোপীদের নিকটে প্রকাশ করিতে পারিবেন না, করিলে তাঁহারা মানিনী হইবেন বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন। **লুকাইতে** ইত্যাদি—কুঞ্জ ছাড়িয়া অন্যত্র আত্মগোপন করিতেও পারিলেন না; তখন আর পলাইবার সময় ছিল না। গোপীগণ নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন, পলাইতে গেলেই ধরা পড়িয়া অপ্রতিভ হইতে হইবে; তাই কুঞ্জে বসিয়াই ভয়েতে প্রায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। **চতুর্ভুজ মূর্ত্তি** ইত্যাদি—তাঁহার এই ভয় দেখিয়া এবং আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে চতুর্ভুজ হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পাইয়া ঐশ্বর্য্যশক্তি, তাঁহাকে চতুর্ভুজরূপ দিয়া দিলেন (পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য) এবং সেই চতুর্ভুজরূপেই শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জের মধ্যে বসিয়া রহিলেন। **কৃষ্ণ দেখি**—যাঁহাকে একটু আগে দূর হইতে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এক্ষণে নিকটে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া।

ইহোঁ কৃষ্ণ নহে, ইহোঁ নারায়ণমূর্ত্তি।
এত বলি তাঁরে সভে করে নতি-স্তুতি ॥ ২৭৯
নমো নারায়ণ দেব ! করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণসঙ্গ দেহ, মোর খণ্ডাহ (ঘুচাহ) বিষাদ ॥ ২৮০
এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ।
হেনকালে রাধা আসি দিলা দরশন ॥ ২৮১
রাধা দেখি কৃষ্ণ তাঁরে হাস্য করিতে।
সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে ॥ ২৮২
লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে।
বহুযত্ন কৈল কৃষ্ণ—নারিল রাখিতে ॥২৮৩
রাধার বিশুদ্ধভাবের অচিন্ত্য প্রভাব।
যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজস্বভাব ॥ ২৮৪

উজ্জ্বলনীলমণৌ নায়িকা-ভেদপ্রকরণে (৬)—
রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধুরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

রাসারম্ভেতি। তত্রৈচেতিহ্যপ্রমাণমাহ রাসেতি। যা চতুর্ব্বাহুতা। শ্রীজীব।৯।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৭৯-৮০। **ইহোঁ কৃষ্ণ** ইত্যাদি—ইনি তো দেখিতেছি নারায়ণ ; আমরা দূর হইতে চারি হাত দেখিতে না পাইয়া ভুল করিয়াছিলাম। **নতি স্তুতি**—নমস্কার ও স্তব। **নমোনারায়ণ** ইত্যাদি—নতিস্তুতি করিয়া গোপীগণ বলিলেন—"হে নারায়ণ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও ; আমাদের প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকে মিলাইয়া দাও—আমাদের দুঃখ দূর কর।" **বিষাদ**—দুঃখ। **খণ্ডাহ**—খণ্ডন কর ; দূর কর।

২৮১-৮৩। **হেনকালে**—গোপীগণ চলিয়া যাওয়া মাত্রেই। **রাধা আসি** ইত্যাদি—শ্রীরাধা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইলেন ; শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, দূরে শ্রীরাধা আসিতেছেন। **তাঁরে হাস্য করিতে**—শ্রীরাধাকে হাস্য করিতে; শ্রীরাধার সহিত কৌতুক-রঙ্গ করিতে। **লুকাইল**—অন্তর্হিত হইল। **দুই ভুজ**—দুইবাহু; অতিরিক্ত যে দুই বাহু প্রকটিত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ হইয়াছিলেন, সেই দুই বাহু। **রাধার অগ্রেতে**—শ্রীরাধার সম্মুখে ; শ্রীরাধার উপস্থিতিমাত্রে। **বহুযত্ন** ইত্যাদি—সেই দুই বাহু রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু রাখিতে পারিলেন না ; কারণ, শুদ্ধ-মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীরাধার সাক্ষাতে ঐশ্বর্য্য কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না—শ্রীকৃষ্ণের বলবতী ইচ্ছাসত্ত্বেও না (পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

২৮৪। **বিশুদ্ধ ভাবের**—ঐশ্বর্য্য-গন্ধলেশশূন্য শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ভাবের। **যে**—যে বিশুদ্ধভাব। **করাইল** ইত্যাদি—চতুর্ভুজত্ব ঘুচাইয়া কৃষ্ণের স্বরূপানুবন্ধী দ্বিভুজরূপ দিলেন—একমাত্র যে দ্বিভুজরূপ গোপসুন্দরীদের রতির বিষয়ালম্বন। **দ্বিভুজ-স্বভাব**—স্বরূপসিদ্ধ দ্বিভুজরূপ। "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ। ২।২১।৮৩" পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

২৭৪-৮৪ পয়ারের উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৯। অন্বয়। রাসারম্ভবিধৌ (রাসারম্ভ-সময়ে) কুঞ্জে (কুঞ্জমধ্যে) নিলীয় (লীন হইয়া—লুকাইয়া) বসতা (অবস্থানকারী) হরিণা (শ্রীহরিকর্ত্তৃক)—মৃগাক্ষীগণৈঃ (মৃগ-নয়না-গোপীগণকর্ত্তৃক) দৃষ্টং (দৃষ্ট) স্বং (নিজেকে) গোপয়িতুং (গোপন করিতে—লুকাইতে) উদ্ধুরধিয়া (উৎকৃষ্ট বুদ্ধিদ্বারা) যা (যাহা—যে চতুর্ভুজতা) সুষ্ঠু (সুন্দররূপে) সন্দর্শিতা (প্রদর্শিত হইয়াছে)—হন্ত (অহো), রাধায়াঃ (শ্রীরাধার) প্রণয়স্য (প্রেমের) মহিমা (মাহাত্ম্য) [এবম্ভূতঃ] (ঈদৃশ), যস্য (যাহার—যে রাধাপ্রেমের) শ্রিয়া (প্রভাবদ্বারা) প্রভবিষ্ণুনা অপি (প্রভাবশালী—সর্ব্বসমর্থ—হইয়াও) হরিণা (শ্রীহরিকর্ত্তৃক) সা (সেই) চতুর্ব্বাহুতা (চতুর্ভুজত্ব) রক্ষিতুং (রক্ষিত হইতে) শক্যা (সমর্থা) ন আসীৎ (হইয়াছিল না)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। রাসারম্ভে (রাসমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া) শ্রীকৃষ্ণ কোনও কুঞ্জমধ্যে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে মৃগনয়না-গোপিকাগণ সেই স্থানে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলে, তিনি স্বীয় উত্তমবুদ্ধির প্রভাবে নিজেকে (গোপিকাদিগের নিকট হইতে) লুকাইবার উদ্দেশ্যে সুষ্ঠুরূপে যে চতুর্ভুজরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন ; অহো ! শ্রীরাধার এমনই প্রেম-মহিমা, যে প্রেম-মহিমার প্রভাবে—সেই চতুর্ভুজরূপ—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিশালী হইয়াও—রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ৭

গোবর্দ্ধন-গিরির উপত্যকায় রাসৌলী-নামক স্থানের বসন্তরাস-সম্বন্ধে বৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীর নিকটে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকবশতঃ প্রকটিত চতুর্ভুজরূপ, গোপিকাগণের সম্মুখে রক্ষা করিতে পারিলেও—শ্রীরাধার প্রেমের অদ্ভুত প্রভাববশতঃ শ্রীরাধার সম্মুখে যে তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহাই এই শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রীরাধার সাক্ষাতে তিনি চতুর্ভুজরূপ রক্ষা করিতে পারিলেন না কেন ? উত্তর বোধ হয় এইরূপ :—শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ংভগবান্ ; তিনি পরম-স্বতন্ত্র—তাঁহার ঐশ্বর্য্যের পরম-বিকাশই তাঁহার পরম-স্বাতন্ত্র্যের হেতু ; কিন্তু তিনি পরম স্বতন্ত্র হইলেও প্রেমের অধীন—যে প্রেম তাঁহার ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত, সেই প্রেমের অধীন নহেন ; কারণ, সেই প্রেমে তিনি প্রীতিলাভ করিতে পারেন না ; তিনি নিজেই বলিয়াছেন "ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত। ১।৩।১৪॥"—পরন্তু, যে প্রেমে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের গন্ধলেশও নাই, যে প্রেম শুদ্ধ-মাধুর্য্য-ভাবময়, শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমেরই বশীভূত, সেই প্রেমের বশীভূত হইয়া তিনি নন্দ-যশোদার তাড়ন-ভর্ৎসন লাভ করিয়া, সুবলাদিকে স্কন্ধে বহন করিয়া এবং 'দেহি পদপল্লবমুদারং' বলিয়া শ্রীরাধার পাদমূলে পতিত হইয়াও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ শুদ্ধ-মাধুর্য্য-ভাবময় প্রেমের অধীন বলিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যও এই প্রেমের অনুগত—শুদ্ধ-মাধুর্য্যের অনুগত। যে স্থলে শুদ্ধ-মাধুর্য্যের বিকাশ, সে স্থলেও—লীলারস-পুষ্টির বা লীলার সহায়তার নিমিত্ত লীলাকারীদের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে, সাধারণতঃ তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই—ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়া মাধুর্য্যের সেবা করিয়া যায় ; কিন্তু স্বরূপতঃ শুদ্ধ-মাধুর্য্যের অনুগত বলিয়া সে স্থলে ঐশ্বর্য্য কখনও শুদ্ধ-মাধুর্য্যের বা মাধুর্য্যাত্মক প্রেমের উপরে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে না—শুদ্ধ-মাধুর্য্য-ভাবাত্মক ভক্তকে তাঁহার ইঙ্গিত ব্যতীত অভিভূত, অপ্রতিভ বা চমৎকৃত করিতে পারে না এবং তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকে কোনও সময়েই শিথিল করিতে পারে না। তাই পূতনা-তৃণাবর্ত্তবধাদিতে, কি কালীয়-দমনাদিতে, কি গোবর্দ্ধন-ধারণাদিতে, কি গোবর্দ্ধন-গুহায় শ্রীরাধার গৌরীপূজাদিতে, এমন কি রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের বহু-প্রকাশমূর্ত্তি-প্রকটনে—অশেষ ঐশ্বর্য্যের বিকাশ থাকা সত্ত্বেও ব্রজ-পরিকরদের ব্রজেন্দ্র-নন্দন-নিষ্ঠ ভাব সঙ্কুচিত হয় নাই ; কারণ, যে যে স্থলে পরিকরগণ ঐশ্বর্য্য অনুভবও করিয়াছেন, সে সে স্থলেও শুদ্ধমাধুর্য্য-বশতঃ তাঁহারা সেই ঐশ্বর্য্যকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়াই মনে করিতেন না। নিভৃত-নিকুঞ্জে গোপীগণ যে চতুর্ভুজরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই চতুর্ভুজত্ব-প্রাপ্তি মনে করেন নাই—চতুর্ভুজরূপকে নারায়ণ বলিয়াই মনে করিয়াছেন ; তাই, প্রথমে কুঞ্জমধ্যস্থ মূর্ত্তিকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া তাঁহাদের যে প্রেম উথলিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাকে নারায়ণ ভাবিয়া তাহা সঙ্কুচিত হইয়া গেল—শ্রীকৃষ্ণেরই চতুর্ভুজত্ব ভাবিয়া সঙ্কুচিত হয় নাই। যাহা হউক, যে স্থলে শুদ্ধ-মাধুর্য্যাত্মক প্রেমের বিকাশ যত বেশী, সে স্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাধীনত্বও তত বেশী এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্যের বিকাশ—মাধুর্য্যের অননুগত ভাবে বিকাশও—তত কম। শ্রীরাধাতে প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ ; সুতরাং তাঁহার কোনওরূপ ইঙ্গিত ব্যতীত, তাঁহাকে চমৎকৃত বা অপ্রতিভ করার জন্য ঐশ্বর্য্যের বিকাশ একেবারেই সম্ভব নয়। তাই তাঁহার সাক্ষাতে ঐশ্বর্য্যজনিত চতুর্ভুজত্ব স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। অন্য গোপীদের প্রেমও শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় হইলেও শ্রীরাধা অপেক্ষা তাঁহাদের মধ্যে প্রেমের বিকাশ কিছু কম ; তাই লীলারস-পুষ্টির উদ্দেশ্যে—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এতদুভয়েরই অভীষ্ট নিভৃত-নিকুঞ্জ-বিহারের আনুকূল্য-সাধনের উদ্দেশ্যে—তাঁহাদের সাক্ষাতে চতুর্ভুজত্ব প্রকটিত করিয়া ঐশ্বর্য্যশক্তি তাঁহাদিগকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে ; এই সামর্থ্যের দুইটী হেতু :—(১) শ্রীরাধা

সেই ব্রজেশ্বর ইহঁা—জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী ইহঁা—শচীদেবী মাতা ॥ ২৮৫
সেই নন্দসুত ইহঁা—চৈতন্যগোসাঞি।
সেই বলদেব ইহঁা—নিত্যানন্দ ভাই ॥ ২৮৬
বাৎসল্য দাস্য সখ্য—তিন ভাবময়।
সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য সহায় ॥ ২৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অপেক্ষা অন্য গোপীদের মধ্যে প্রেম-বিকাশের ন্যূনতা এবং (২) অন্য গোপীদের অনুপস্থিতিতে নিভৃত-নিকুঞ্জ-বিলাসের নিমিত্ত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—বিশেষতঃ শ্রীরাধার—ইচ্ছা (ইহাতে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশে মাধুর্য্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়)।

অথবা, শ্রীকৃষ্ণ তো ব্রজে ঐশ্বর্য্যকে অঙ্গীকারই করেন না, তথাপি ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করিয়া থাকিতে পারেনা ; যেহেতু, ঐশ্বর্য্য তাঁহারই শক্তি। তবে ঐশ্বর্য্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন—শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে, তাঁহার ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য ইচ্ছা ছিল—নিভৃত নিকুঞ্জে একাকিনী শ্রীরাধার সহিত মিলন। সুতরাং এই মিলনের সুযোগ করিয়া দেওয়াই হইবে ঐশ্বর্য্যশক্তির মুখ্য সেবা। এই সুযোগের জন্য অন্য গোপীরা যাহাতে কুঞ্জে না আসেন, তাহা করা দরকার। ঐশ্বর্য্যশক্তি তাহা করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতেই তাঁহার চারিটী হাত প্রকটিত করিয়া। চারিটী হাত দেখিয়াই গোপীগণ মনে করিলেন,—কুঞ্জে যিনি বসিয়া আছেন, তিনি তাঁদের প্রাণবল্লভ নহেন ; তাই তাঁহারা কুঞ্জ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। গোপীদের সহিত মিলিত হওয়াই যদি শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের সাক্ষাতেও, কৌতুকবশতঃ চারিটী হাত রক্ষা করার ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের মনে উদিত হইলেও, ঐশ্বর্য্যশক্তি তাহা রাখিতে পারিতেন না, বা রাখিতেন না ; যেহেতু, তাহাতে গোপীদের সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির আনুকূল্য বিধানরূপ সেবা ঐশ্বর্য্যশক্তির হইত না। যাহাহউক, গোপীগণ চলিয়া গেলেন। চতুর্ভুজরূপও তখনও রহিয়া গেল। শ্রীরাধা আসিলেন, তাঁহার সাক্ষাতে চতুর্ভুজরূপ রাখার জন্য কৃষ্ণের ইচ্ছা জন্মিলেও ঐশ্বর্য্যশক্তি তাহা রাখিতে পারিলেন না, বা রাখিলেন না ; যেহেতু, তাহাতে নিভৃত নিকুঞ্জে একাকিনী শ্রীরাধার সহিত মিলনের আনুকূল্য বিধানরূপ সেবা ঐশ্বর্য্যশক্তির সম্ভব হইত না। ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত ; তাই মাধুর্য্যাত্মিকা লীলার প্রতিকূল কোনও কার্য্যই ঐশ্বর্য্যশক্তি সেখানে করিতে পারেন না, লীলার পুষ্টি-সাধনের আনুকূল্যই যথাসম্ভবভাবে করিতে পারেন।

রাসারম্ভবিধৌ—রাসের আরম্ভ বিহিত হইলে ; রাসলীলা আরম্ভ হওয়ার পরে। **কুঞ্জে নিলিয় বসতা হরিণা**—যিনি রাসস্থলী হইতে পলাইয়া গিয়া নিভৃত-নিকুঞ্জে লুকাইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সেই শ্রীহরি কর্ত্তৃক (পরবর্ত্তী সন্দর্শিতা-ক্রিয়ার কর্ত্তা হইল 'হরিণা'—কর্ম্মবাচ্যে)। **মৃগাক্ষীগণৈঃ**—মৃগের (হরিণের) ন্যায় অক্ষি (চক্ষু) যাঁহাদের, সেই গোপীগণ কর্ত্তৃক। হরিণ-নয়না গোপীগণ কর্ত্তৃক (দৃষ্টং ক্রিয়ার কর্ত্তা—কর্ম্মবাচ্যে)। **উদ্ধুরধিয়া**—প্রতিভারূঢ়া বুদ্ধিদ্বারা (করণ) ; প্রতিভা-সম্পন্না বুদ্ধিদ্বারা। **শ্রিয়া**—সম্পত্তি দ্বারা ; প্রেমের সম্পত্তি অর্থ প্রেমের প্রভাব। **প্রভবিষ্ণুনা**—প্রভাবশালী বা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন (শ্রীহরি)-কর্ত্তৃক। এই শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ংভগবান্ হইলেও শ্রীরাধার সাক্ষাতে স্বীয় চতুর্ভুজত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না।

২৮৫-৮৭। ২৬৮ পয়ারের সঙ্গে এই কয় পয়ারের অন্বয়। ২৬৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, রাধাভাবে স্বীয় মাধুর্য্যাদির আস্বাদন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের মুখ্যকারণ হইলেও, বিষয়রূপে তিনি চতুর্ব্বিধ-ভক্তের চতুর্ব্বিধ ভাবও আস্বাদন করিয়াছেন ; এই চতুর্ব্বিধ ভক্ত লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন ; ইঁহাদের মধ্যে কে কোন্ ভাবের ভক্ত, কাহার কোন্ ভাব প্রভু আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে।

সেই ব্রজেশ্বর ইত্যাদি—দ্বাপরে যিনি ব্রজরাজ নন্দ ছিলেন, তিনিই এই নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র। **সেই ব্রজেশ্বরী** ইত্যাদি—দ্বাপরে যিনি ব্রজরাজপত্নী যশোদা ছিলেন, তিনিই এই নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের মাতা শচীদেবী। শচীমাতা ও জগন্নাথমিশ্র প্রভুর মাতা-পিতা বলিয়া তাঁহাদের বাৎসল্যভাব ; প্রভুও

প্রেমভক্তি দিয়া তিঁহো ভাসাইল জগতে।
তাঁহার চরিত্র লোক না পারে বুঝিতে ২৮৮
অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি ভক্ত অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির প্রচার ॥ ২৮৯
'সখ্য দাস্য' দুই ভাব—সহজ তাঁহার।
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু-ব্যবহার ॥ ২৯০
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
নিজনিজভাবে করেন চৈতন্যসেবন ॥ ২৯১
পণ্ডিতগোসাঞি-আদি যাঁর যেই রস।
সেই-সেই রসে প্রভু হন তার বশ ॥ ২৯২
তেঁহো শ্যাম বংশীমুখ গোপবিলাসী।
ইহোঁ গৌর—কভু দ্বিজ—কভুত সন্ন্যাসী ॥ ২৯৩
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে—'প্রাণনাথ' করি ॥ ২৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিষয়রূপে তাঁহাদেরই বাৎসল্যরস আস্বাদন করিয়াছেন। **সেই নন্দসুত** ইত্যাদি—যিনি দ্বাপরে নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, তিনিই নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যপ্রভু। **সেই বলদেব** ইত্যাদি—যিনি দ্বাপরে শ্রীবলদেব ছিলেন, তিনিই নবদ্বীপে শ্রীমন্নিত্যানন্দ, শ্রীচৈতন্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায়। **বাৎসল্য দাস্য** ইত্যাদি—শ্রীমন্নিত্যানন্দের ভাব—দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই তিনভাবের মিশ্রিত ভাব—দাস্য-সখ্যমিশ্রিত বাৎসল্য ভাব। (বড়ভাই বলিয়া ছোটভাইয়ের প্রতি বাৎসল্য)। প্রভুও তাঁহার এই ভাবের আস্বাদন করেন। **কৃষ্ণচৈতন্য-সহায়**—পার্ষদ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলা-সহচর ; নাম-প্রেম-বিতরণ-কার্য্যেও প্রভুর মূল সহায়।

২৮৮। কিরূপে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের সহায়তা করিয়াছেন, তাহা বলিতেছেন। জগতে প্রেমভক্তি-বিতরণই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর একটী উদ্দেশ্য—জীবের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু অকাতরে এবং নির্ব্বিচারে যাহাকে তাহাকে প্রেমভক্তি দান করিয়া প্রভুর এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আনুকূল্য করিয়াছেন। **তাঁহার চরিত্র** ইত্যাদি—শ্রীমন্নিত্যানন্দের চরিত্র সাধারণ লোকের বুদ্ধির অতীত—দুর্ব্বিজ্ঞেয়।

২৮৯-৯০। ভক্ত-অবতার—১।৩।৭২ এবং ১।৬।৯৮ পয়ার দ্রষ্টব্য। **কৃষ্ণ অবতারি**—স্বীয় আরাধনার প্রভাবে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইয়া। ১।৩।৭৬-৮৯ পয়ার দ্রষ্টব্য। **সখ্য দাস্য** ইত্যাদি—সখ্য ও দাস্য এই দুই ভাবই শ্রীঅদ্বৈতের স্বাভাবিক ভাব ; কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু কখনও কখনও শ্রীঅদ্বৈতকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন (শ্রীঅদ্বৈত শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর গুরুভাই ছিলেন বলিয়া)।

২৯১। শ্রীবাসাদি ভক্তগণের শ্রীচৈতন্যের প্রতি দাস্যাদিময় ভাব।

২৯২। শ্রীলগদাধরপণ্ডিত-গোস্বামীর ভাব ছিল মধুর-ভাব। যিনি যেই ভাবের ভক্ত, শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার সেই ভাব আস্বাদন করিয়া তাঁহার সেই ভাবোচিত সেবায় তাঁহার বশীভূত হয়েন।

কোনও কোনও গ্রন্থে "সেই সেই রসে প্রভু" স্থলে "সেই সেই রসে কৃষ্ণ"—এইরূপ পাঠান্তর আছে। এস্থলে "কৃষ্ণ"-শব্দে "শ্রীচৈতন্যরূপী কৃষ্ণ" বুঝায়।

২৯৩-৯৪। ২৮৬ পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন। ইহাতে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ? কৃষ্ণ হইলেন শ্যামবর্ণ, আর শ্রীচৈতন্য হইলেন গৌরবর্ণ ; আবার কৃষ্ণ হইলেন গোয়ালা, আর শ্রীচৈতন্য হইলেন ব্রাহ্মণ—পরে সন্ন্যাসী ; শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেন—শ্রীচৈতন্যের বাঁশী নাই ; এরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য কিরূপে এক হইতে পারেন ? ২৯৩ পয়ারে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করা হইয়াছে। ইহার উত্তর দিয়াছেন ২৯৪ পয়ারের প্রথম-পয়ারার্দ্ধে—"গোপীভাব ধরি"-বাক্যে। এস্থলে **গোপীভাব** অর্থ—রাধাভাব ; এবং ভাবের উপলক্ষণে ভাব ও কান্তি উভয়ই লক্ষিত হইতেছে। গোপীভাব বা শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ গৌরবর্ণ হইয়াছেন—শ্রীরাধার গৌরকান্তির অন্তরালে স্বীয় শ্যামকান্তিকে লুকাইয়া গৌর হইয়াছেন। **গোপবিলাসী**—গোপ (বা গোয়ালা)-রূপে বিলাস (বা লীলা) করিয়াছেন যিনি ; গোয়ালা বা গোপবেশ।

সেই কৃষ্ণ সেই গোপী—পরম বিরোধ। | অচিন্ত্যচরিত্র প্রভুর—অতি সুদুর্ব্বোধ ॥ ২৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অঙ্গের বর্ণ এবং মুখের গঠনই কাহাকেও চিনিবার পক্ষে প্রধান সহায়। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীচৈতন্যের মুখগঠন সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন না থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, হয়তো উভয়ের মুখগঠন একরূপই ছিল (তদ্রূপ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী ; কারণ, কৃষ্ণের দেহে রাধার বর্ণ সম্যক্‌রূপে মাখিয়া দিয়াই গৌররূপ হইয়াছেন) ; অথবা, যাহারা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্যকে দেখে নাই, সুতরাং তাঁহাদের মুখগঠন কিরূপ তাহা জানে না—এমন সাধারণ লোক এরূপ প্রশ্ন করিতে পারে আশঙ্কা করিয়াই মুখগঠন সম্বন্ধে কোনও কথা বলা হয় নাই ; তাহাদের মনে কেবল বর্ণসম্বন্ধেই প্রথম এবং প্রধান সন্দেহ উঠিতে পারে ; তাই কেবল বর্ণের সম্বন্ধেই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। একই ব্যক্তি—কখনও গোয়ালার বেশ কখনও বা ব্রাহ্মণের বেশ, কখনও বা সন্ন্যাসীর বেশও ধারণ করিতে পারে ; আবার কখনও বাঁশী বাজাইতে পারে, কখনও বা বাঁশী ফেলিয়াও দিতে পারে—সুতরাং গোপত্ব, দ্বিজত্ব, সন্ন্যাসিত্ব বা বংশীমুখত্ব কাহাকেও চিনিবার পক্ষে নিশ্চিত লক্ষণ নহে বলিয়া এবং মুখ-গঠন সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ বা প্রশ্ন না থাকায়—অঙ্গের বর্ণই মুখ্য লক্ষণ বলিয়া গোপত্বাদি সম্বন্ধে কোনও উত্তর না দিয়া কেবল বর্ণসম্বন্ধেই গ্রন্থকার উত্তর দিয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া—শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া নিজেকে শ্রীরাধা মনে করেন বলিয়াই—ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে "প্রাণনাথ" বলিয়া সম্বোধন করেন। ২৯৩-৯৪ পয়ারের অন্বয় :—তিনি শ্যাম, বংশীমুখ, এবং গোপ (রূপে)-বিলাসী ; আর ইনি গৌর, কখনও দ্বিজ, কখনও সন্ন্যাসী। (সুতরাং উভয়ে কিরূপে এক হইতে পারেন ?) প্রভু (কৃষ্ণ) আপনি গোপী (রাধা)-ভাব ধরিয়া (গৌর হইয়াছেন, তাই উভয়ের একত্ব অসম্ভব নহে।) অতএব (শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া) ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে "প্রাণনাথ" কহেন।

অথবা, এই পয়ারদ্বয়ের অন্যরূপ অন্বয় এবং অর্থও হইতে পারে।

২৮৬ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের এবং শ্রীচৈতন্যস্বরূপের বর্ণাদির বিশেষত্ব সংক্ষেপে জানাইতেছেন। অন্বয় :—তেঁহো (শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন) শ্যাম, বংশীমুখ এবং গোপ (রূপে)-বিলাসী ; আর, ইহোঁ (শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন) গৌর, কখনও দ্বিজ, কখনও সন্ন্যাসী। (কিরূপে গৌর হইলেন ? শ্রীরাধার ভাবকান্তি ধারণ করিয়া)। অতএব—আপনে প্রভু (কৃষ্ণ) গোপী (রাধা)-ভাব ধরিয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে "প্রাণনাথ" করিয়া কহেন।

এরূপ অন্বয়ে, ২৯৪-পয়ারে "অতএব"-এর পরে "আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি" বাক্য হইতেছে "অতএব"-এর ব্যাখ্যামূলক বাক্য—২৯৩ পয়ারে গৌরত্বের হেতু স্পষ্টরূপে বলা হয় নাই বলিয়া ; অথচ, "অতএব" এর পরে "ব্রজেন্দ্র-নন্দনে কহে প্রাণনাথ করি" ইত্যাদি মুখ্যবাক্যে সেই হেতুর ইঙ্গিত আছে বলিয়া, "অতএব"-এর পরে গৌরত্বের হেতুমূলক এবং "অতএব"-এর ব্যাখ্যামূলক "আপনে প্রভু"-ইত্যাদি বাক্য বলা হইয়াছে।

২৯৫। সেই কৃষ্ণ—শ্রীরাধার মাদনাখ্য-প্রেমের বিষয় যিনি, সেই কৃষ্ণ। **সেই গোপী**—মাদনাখ্য-প্রেমের একমাত্র আশ্রয় যিনি, সেই গোপী শ্রীরাধা। ২৬৯ এবং ২৯৪ পয়ারে বলা হইয়াছে—বিষয়-শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়-শ্রীরাধার ভাবগ্রহণ করিয়াছেন ; ২৬৮ পয়ার হইতে বুঝা যায়, রাধাভাব-কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীরাধার কান্তাভাবের—মাদনাখ্যভাবের—বিষয় এবং আশ্রয় উভয়ই। কিন্তু একই ব্যক্তি—একই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—কিরূপে একই ভাবের বিষয় এবং আশ্রয় হইতে পারেন ? ইহাই **পরম বিরোধ**—একই পাত্রে দুইটী বিরুদ্ধ ভাবের—বিষয়-জাতীয় ও আশ্রয়-জাতীয় ভাবের সমাবেশ বলিয়া ইহা অসম্ভব। **অচিন্ত্য চরিত্র** ইত্যাদি—প্রভুর অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়াছে ; একই পাত্রে দুইটী বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ সাধারণতঃ অসম্ভব হইলেও মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাঁহাতে তাহা সম্ভব হইয়াছে।

ইথে তর্ক করি কেহো না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি এইমত হয় ॥ ২৯৬
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্যবিহার।
চিত্র ভাব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার ॥ ২৯৭
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে, তার নাহিক নিস্তার ॥ ২৯৮

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, দক্ষিণবিভাগে,
স্থায়িভাবলহর্য্যাম্ (৫১)—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অচিন্ত্যাঃ অচিন্তনীয়াঃ খলু নিশ্চিতং যে ভাবাঃ তর্কেণ তর্কশাস্ত্রেণ তান্ ভাবান্ ন যোজয়েৎ যোজনাং ন কুর্য্যাৎ। যৎ প্রকৃতিভ্যঃ প্রকৃতিবিকারেভ্যঃ পরং ভিন্নং, তৎ অচিন্ত্যস্য লক্ষণং স্যাৎ। চক্রবর্ত্তী ১০।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৯৬। **ইথে**—এ বিষয়ে; দুইটী বিরুদ্ধ-ভাবের একত্র সমাবেশ-বিষয়ে। এই পয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের শেষার্দ্ধেরই ব্যাখ্যামূলক।

২৯৭-৯৮। **কৃষ্ণচৈতন্যবিহার**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা অদ্ভুত এবং অচিন্ত্য—তর্কযুক্তির অতীত। **চিত্র**—বিচিত্র, অদ্ভুত, অচিন্ত্য। **তর্কে**—বহির্ম্মুখ তর্কের বশীভূত হইয়া। **ইহা নাহি মানে**—ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি মানে না। **কুম্ভীপাক**—একরকম নরকের নাম।

বস্তুতঃ, ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির অনুভব সাধন-সাপেক্ষ—মুখ্যতঃ ভগবৎ-কৃপাসাপেক্ষ—বস্তু; বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে এই অনুভব সম্ভব নহে। অথচ, অচিন্ত্যশক্তিতেই ভগবানের অতীন্দ্রিয়ত্ব—তাঁহার বিশেষত্ব—তাহা না মানিলে ভগবানের বিশেষত্বই মানা হয় না; ভগবানের বিশেষত্ব—অতীন্দ্রিয়ত্ব—না মানিলেই অপরাধী হইতে হয়।

শ্লো। ১০। অন্বয়। যে (যে সমস্ত) ভাবাঃ (ভাব—পদার্থ) অচিন্ত্যাঃ (অচিন্ত্য) খলু তান্ (সে সমস্তকে—সে সমস্ত অচিন্ত্যভাব বা পদার্থকে) তর্কেণ (তর্কদ্বারা) ন যোজয়েৎ (যোজনা করিবে না)। যৎ চ (যাহা) প্রকৃতিভ্যঃ (প্রকৃতির—প্রকৃতির বিকারসমূহের) পরং (অতীত) তৎ (তাহা) অচিন্ত্যস্য (অচিন্ত্যের) লক্ষণম্ (লক্ষণ)।

অনুবাদ। যে সকল ভাব বা পদার্থ অচিন্ত্য, তর্ক দ্বারা সে সমস্তের যোজনা করিবে না (অর্থাৎ সে সমস্তকে তর্কের বিষয়ীভূত করিবে না); যাহা প্রকৃতির বিকার-সমূহের অতীত (অর্থাৎ যাহা অপ্রাকৃত), তাহাই অচিন্ত্য। ১০

আমরা প্রাকৃত জগতের লোক; প্রাকৃত বস্তুর—প্রকৃতির বিকারভূত বস্তুর—সহিতই আমাদের পরিচয়; আমাদের অভিজ্ঞতাও প্রাকৃত বস্তুর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আমাদের যুক্তিতর্কে আমরা এই প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতারই প্রয়োগ করিয়া থাকি; প্রাকৃত-বিষয়-সম্বন্ধীয় বিচারে প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য্য। কিন্তু অপ্রাকৃত—চিন্ময় জগৎ-সম্বন্ধীয় কোনও বিচারে প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতার বিশেষ স্থান নাই। তাহার হেতুও আছে। যাহা প্রকৃতির বিকারভূত নহে—যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অপ্রাকৃত; এ সমস্ত অপ্রাকৃত বস্তু স্বরূপে চিন্ময়; চিন্ময় বস্তু প্রাকৃত লোক-আমরা কখনও দেখিনা, দেখিবার সম্ভাবনাও আমাদের নাই; কারণ, "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গোচর।" শাস্ত্রবাক্য বা আপ্তবাক্য ব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই চিন্ময় জগতের কোনও সংবাদ আমরা পাইতে পারি না; সেই জগৎ আমাদের কোনও ইন্দ্রিয়েরই গোচরীভূত নহে বলিয়া আমাদের পক্ষে অচিন্ত্য। এই অচিন্ত্য চিন্ময় জগতের রীতিনীতি সর্ব্ববিষয়ে আমাদের প্রাকৃত জগতের রীতিনীতির অনুরূপ না হইতেও পারে; কাজেই অচিন্ত্য চিন্ময় জগৎ-সম্বন্ধীয় কোনও বিচারে প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করিলে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অবশ্য, শাস্ত্রবাক্য বা আপ্তবাক্য হইতে চিন্ময় জগৎ-সম্বন্ধে যে তথ্য অবগত হওয়া যায়, প্রকৃতসিদ্ধান্ত-নির্ণয়ে সে সমস্ত তথ্যের প্রয়োগ—সে সমস্ত তথ্যমূলক তর্ক—অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু অন্যরূপ তর্কের প্রয়োগ সমীচীন হইবে না।

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেই জন যায় চৈতন্যের পদপাশ ॥ ২৯৯
প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার।
ইহা যেই শুনে, শুদ্ধভক্তি হয় তার ॥ ৩০০
লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইয়ে আস্বাদ ॥ ৩০১
দেখি গ্রন্থে ভাগবতে ব্যাসের আচার।
কথা কহি অনুবাদ করে বারবার ॥ ৩০২
তাতে আদিলীলার করি পরিচ্ছেদগণন।
প্রথম-পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ ॥ ৩০৩
দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদে চৈতন্যতত্ত্ব-নিরূপণ—।
স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩০৪
তেঁহো ত চৈতন্যকৃষ্ণ শচীর নন্দন।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য-কারণ ॥ ৩০৫
তহি-মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ।
যুগধর্ম্মকৃষ্ণনাম প্রেম-প্রচারণ ॥ ৩০৬
চতুর্থে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন।
স্বমাধুর্য্য-প্রেমানন্দরস আসাদন ॥ ৩০৭
পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব নিরূপণ—।
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন ॥ ৩০৮
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত-তত্ত্বের বিচার—।
অদ্বৈত-আচার্য্য মহাবিষ্ণু-অবতার ॥ ৩০৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৯৯। **অদ্ভুদ চৈতন্যলীলায়**—শ্রীচৈতন্যের লীলার অদ্ভুতত্বে বা অচিন্ত্যত্বে; শ্রীচৈতন্যের লীলা যে প্রাকৃত লোকের যুক্তিতর্কের বিষয়ীভূত নহে, তদ্বিষয়ে। **পদপাশ**—চরণের নিকটে। ভগবানে যাঁহার দৃঢ় অচল বিশ্বাস আছে, তিনিই ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিতে, তাঁহার লীলার অতীন্দ্রিয়ত্বে বিশ্বাস করিতে পারেন। সুতরাং ভগবল্লীলার অদ্ভুতত্বে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহারই ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়া মনে করা যায় এবং ভগবানে এই দৃঢ় বিশ্বাসবশতঃ—সাধনের যে স্তরে উন্নীত হইলে ভগবানে এবং তাঁহার অদ্ভুত লীলায় এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, সেই স্তরে অবস্থান হেতু—ভগচ্চরণ-সেবা লাভ তাঁহার পক্ষে সুলভ হইয়া পড়ে।

৩০০। **এই সিদ্ধান্তের সার**—পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারোক্ত সিদ্ধান্ত।

৩০১। **অনুবাদ**—কথিত-বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পুনরুক্তি। সমগ্র গ্রন্থে যাহা লিখিত হয়, গ্রন্থশেষে যদি সংক্ষেপে সে সমস্তের পুনরুল্লেখ করা যায়, তাহা হইলেই একসঙ্গে সমগ্র গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের আস্বাদনের সুবিধা হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের প্রত্যেক লীলার—আদি-লীলা, মধ্য-লীলা ও অন্ত্য-লীলার—বর্ণনার পরে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী শেষ পরিচ্ছেদে সেই লীলার বর্ণিত বিষয়সমূহের সূত্রাকারে পুনরুল্লেখ করিয়াছেন।

৩০২। এইরূপ পুনরুল্লেখ-বিষয়ে পূর্ব্ব-মহাজনগণের আচরণ দেখাইতেছেন। স্বয়ং ব্যাসদেবও শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ-স্কন্ধের শেষে—দ্বাদশ-অধ্যায়ে সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ [illegible] য়ের সংক্ষিপ্ত পুনরুল্লেখ করিয়াছেন।

৩০৩। **তাতে**—অনুবাদ-বিষয়ে ব্যাসের আচরণ অনুকূল বলিয়া। **আদি-লীলার** ইত্যাদি—ইতঃপূর্ব্বে এই গ্রন্থের আদিলীলার কোন্ পরিচ্ছেদে কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতেছি। বস্তুতঃ প্রাচীন-দিগের অনুবাদ বর্ত্তমানযুগের সূচীপত্রের অনুরূপ; পার্থক্য এই যে—প্রাচীনদের অনুবাদ থাকিত গ্রন্থের শেষভাগে, আর আধুনিক সূচীপত্র থাকে গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে।

৩০৫। কোনও কোনও গ্রন্থে "তেঁহো ত চৈতন্যকৃষ্ণ শচীর নন্দন।"—এই পয়ারার্দ্ধ নাই; থাকা সঙ্গত।

৩০৬। কোনও কোনও গ্রন্থে "তহি-মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ।"—এই পয়ারার্দ্ধ নাই।

৩০৮। **রাম**—বলরাম। "নিত্যানন্দ হৈলা রাম"-স্থলে "রাম নিত্যানন্দ হৈলা"—পাঠও দৃষ্ট হয়।

সপ্তম-পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান।
পঞ্চতত্ত্ব মিলে যৈছে কৈল প্রেমদান ॥ ৩১০
অষ্টমে চৈতন্যলীলাবর্ণন-কারণ।
এক কৃষ্ণনামের মহা মহিমা-কথন ॥ ৩১১
নবমেতে ভক্তিকল্পবৃক্ষের বর্ণন।
শ্রীচৈতন্য-মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ ॥ ৩১২
দশমেতে মূলস্কন্ধের শাখাদিগণন।
সর্ব্বশাখাগণের যৈছে ফলবিতরণ ॥ ৩১৩
একাদশে নিত্যানন্দ শাখা-বিবরণ।
দ্বাদশে অদ্বৈতস্কন্ধশাখার বর্ণন ॥ ৩১৪
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্মবিবরণ।
কৃষ্ণনাম-সহ যৈছে প্রভুর জনম ॥ ৩১৫
চতুর্দ্দশে বাল্যলীলার কিছু বিবরণ।
পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলা-সংক্ষেপ-কথন। ৩১৬
ষোড়শ-পরিচ্ছেদে কৈশোর-লীলার উদ্দেশ।
সপ্তদশে যৌবনলীলার কহিল বিশেষ ॥ ৩১৭
এই সপ্তদশপ্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থমুখবন্ধ ॥ ৩১৮
পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ রসের চরিত।
সংক্ষেপে কহিল, অতি না কৈল বিস্তৃত ॥ ৩১৯
বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিল নিত্যানন্দ-আজ্ঞাবলে ॥ ৩২০
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্ভুত অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত ॥ ৩২১
যে যেই-অংশ কহে শুনে—সেই ধন্য।
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৩২২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
শ্রীবাস-গদাধর আদি ভক্তবৃন্দ ॥ ৩২৩
যতযত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হৈয়া শিরে ধরোঁ সভার চরণে ॥ ৩২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩১২। **আরোপণ**—আ (সম্যক্‌রূপে) রোপণ, যাহাতে প্রচুর পরিমাণে সুপুষ্ট ফল ধরিতে পারে।

৩১৮। **প্রবন্ধ**—পূর্ব্বাপর-সঙ্গতিযুক্ত রচনা; কোনও বিষয়ে পূর্ব্বাপর-সঙ্গতিযুক্ত আলোচনা বা বর্ণনা। **এই সপ্তদশ** ইত্যাদি—আদি-লীলার এই সতর পরিচ্ছেদে সতরটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রথম পয়ারার্দ্ধ-স্থলে —"এই সপ্তদশে লীলার প্রকার প্রবন্ধ"—এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। **লীলার প্রকার প্রবন্ধ**—প্রভু কিরূপে লীলা করিয়াছেন, তাহার আলোচনা। **দ্বাদশ প্রবন্ধ**—প্রথম বারটী পরিচ্ছেদে বর্ণিত বারটী বিষয়। **গ্রন্থ মুখবন্ধ**—গ্রন্থের মুখবন্ধ বা ভূমিকা-স্বরূপ। প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইল সমগ্র গ্রন্থের ভূমিকার তুল্য।

৩১৯। **পঞ্চপ্রবন্ধে**—ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদ হইতে [illegible]শ-পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত পাঁচ পরিচ্ছেদেই গ্রন্থের মূল বর্ণনীয় বিষয়—শ্রীচৈতন্যের লীলা—বর্ণিত হইয়াছে। **পঞ্চরসের চরিত**—শ্রীচৈতন্যচরিতের পাঁচটী রস; ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদে জন্মলীলারস, চতুর্দ্দশে বাল্য-লীলারস, পঞ্চদশে পৌগণ্ড-লীলারস, ষোড়শে কৈশোর-লীলারস এবং সপ্তদশে যৌবন-লীলারস বর্ণিত হইয়াছে।

৩২১। **শেষ**—সহস্রবদন অনন্তদেব।

৩২২। **যেই যেই অংশ** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্য-লীলার সম্পূর্ণ অংশ বর্ণন বা শ্রবণ করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব নয়; কারণ, এই লীলা অনন্ত। সম্পূর্ণ না পারিলেও, যে ব্যক্তি এই লীলার কোনও এক অংশমাত্রও বর্ণনা করিবেন বা শ্রবণ করিবেন, তিনিই ধন্য। কারণ, এই শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রভাবে অবিলম্বেই তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণসেবা পাইতে পারিবেন।

শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথদাস আর শ্রীজীবচরণ ॥ ৩২৫
শিরে ধরি বন্দোঁ নিত্য করোঁ তাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩২৬

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবন-লীলাসূত্রবর্ণনং নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩২৫। "শ্রীরঘুনাথ দাস" স্থলে "শ্রীরঘুনাথ দুই" এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। শ্রীরঘুনাথ দুই—দুইজন রঘুনাথ, রঘুনাথ-দাস ও রঘুনাথ-ভট্ট এই দুইজন।

৩২৬। "শিরে ধরি" ইত্যাদি প্রথম পয়ারার্দ্ধস্থলে "শ্রীল গোপালভট্ট-পদ করি আশ।"—এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা সমাপ্তা।

আদি-লীলা সমাপ্তা।